www.BANGLAKITAB.com

১৫৭২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বর্ণনা করেন। তার কাছে এক ব্যক্তিকে নিয়ে আসা হয়। বলা হল, এই অমুক ব্যক্তি। এর দাড়ি থেকে মদ চুইয়ে পড়ছে (গন্ধ আসছে) আবদুল্লাহ (রা.) বললেন ঃ আমাদেরকে মানুষের দোষ খুঁজে বের করতে নিষেধ করা হয়েছে। কিন্তু যখন আমাদের সামনে এ জাতীয় কিছু স্পষ্ট হয়ে যাবে তখন আমরা পাকড়াও করতে পারি। হাদীসটি উত্তম ও বিশুদ্ধ। (আবূ দাউদ)

بَابُ النَّهِيِ عَنْ سُوْءِ الظَّنِّ بِالْمُسْلِمِيْنَ مِنْ غَيْرِ ضَرُوْرَةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ অযথা কোন মুসলমানের প্রতি খারাপ ধারনা পোষণ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اجْتَنِبُوْا كَثِيْرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ
(الحجرات : ١٢)

"হে ঈমাদারগণ ! খুব বেশী খারাপ ধারনা পোষণ থেকে বিরত থাক। কেননা, কোন কোন ধারনা গোনাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়"। (সূরা হুজুরাত ঃ ১২)

١٥٧٣- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالظَّنَّ ، فَإِنَّ الظَّنَّ أَكْذَبُ الْحَدِيْثِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৭৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! খারাপ ধারণা থেকে দূরে থাক। কেননা খারাপ ধারণা অনুমান সবচেয়ে বড় মিথ্যা কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ إِحْتِقَارِ الْمُسْلِمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ মুসলমানদেরকে অবজ্ঞা করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا يَسْخَرْ قَوْمٌ مِّنْ قَوْمٍ عَسٰى أَنْ يَّكُوْنُوْا خَيْرًا مِّنْهُمْ وَلَا نِسَاءٌ مِّنْ نِّسَاءٍ عَسٰى أَنْ يَّكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ ، وَلَا تَلْمِزُوْا أَنْفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوْا بِالْأَلْقَابِ بِئْسَ الْاِسْمُ الْفُسُوْقُ بَعْدَ الْاِيْمَانِ ، وَمَنْ لَّمْ يَتُبْ فَأُولٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُوْنَ (الحجرات : ١١)

"হে ঈমানদারগণ ! না পুরুষেরা পুরুষদের প্রতি ঠাট্টাবিদ্রুপ করবে। কেননা হতে পারে তাদের (যাদের বিদ্রুপ করা হচ্ছে) মধ্যে উত্তম লোক আছে। আর না মহিলারা মহিলাদের ঠাট্টা-বিদ্রুপ করবে। কেননা হতে পারে তাদের (যাদের বিদ্রুপ করা হচ্ছে) মধ্যে এদের চেয়ে ভাল লোক আছে। নিজেরা নিজেদের প্রতি শ্লেষ

www.BANGLAKITAB.com

বাক্য নিক্ষেপ কর না। একে অপরকে খারাপ উপনামে ডেকো না। ঈমান গ্রহণের পর ফাসেকী কাজে লিপ্ত হওয়া অত্যন্ত খারাপ কথা। যে সব লোক এরূপ আচরণ থেকে তাওবা করে বিরত না থাকবে, তারাই যালেম হিসাবে গণ্য হবে"।

(সুরা হুজুরাত ঃ ১১)

وَيْلٌ لِّكُلِّ هُمَزَةٍ لُّمَزَةٍ [الهمزة : ١]

"নিশ্চিত ধ্বংস এমন প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য যে (সামনা-সামনি) লোকদের উপর গালাগাল করে এবং (পিছনে) দোষ প্রচার করায় অভ্যস্ত।" (সূরা হুমাযা ঃ ১)

١٥٧٤– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : بِحَسْبِ امْرِئٍ مِنَ الشَّرِّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ الْمُسْلِمَ ».. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির খারাপ হওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট যে, সে তার মুসলমান ভাইকে অবজ্ঞার চোখে দেখবে"। (মুসলিম)

١٥٧٥– وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « لاَيَدْخُلُ الْجَنَّةَ مَنْ كَانَ فِىْ قَلْبِهِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ مِنْ كِبْرٍ ! » فَقَالَ رَجُلٌ : إِنَّ الرَّجُلَ يُحِبُّ أَنْ يَكُوْنَ ثَوْبُهُ حَسَنًا ، وَنَعْلُهُ حَسَنَةً ، فَقَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ جَمِيْلٌ يُحِبُّ الْجَمَالَ الْكِبْرُ بَطَرُ الْحَقِّ ، وَغَمْطُ النَّاسِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ যার অন্তরে অণু পরিমাণ অহংকার আছে সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। এক ব্যক্তি বলল, মানুষ তার জামা কাপড়, জুতা ইত্যাদি সুন্দর হওয়া পছন্দ করে। তিনি বললেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ সুন্দর এবং তিনি সৌন্দর্যকে পছন্দ করেন। হিংসা হল সত্য থেকে বিমুখ হওয়া এবং মানুষকে তুচ্ছ জ্ঞান করা। (মুসলিম)

١٥٧٦– وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « قَالَ رَجُلٌ : وَاللّٰهِ لاَ يَغْفِرُ اللّٰهُ لِفُلاَنٍ ، فَقَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ : مَنْ ذَا الَّذِى يَتَأَلَّى عَلَىَّ أَنْ لاَ أَغْفِرَ لِفُلاَنٍ ! إِنِّى قَدْ غَفَرْتُ لَهُ ، وَأَحْبَطْتُ عَمَلَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৭৬. হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি বলল, সে কে যে আমার নামে শপথ করে বলল যে, আমি অমুক লোককে ক্ষমা করব না। আমি তাকে মাফ করে দিলাম এবং তোমার সমস্ত কার্যাবলী বাতিল করে দিলাম। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

• بَابُ النَّهْيُ عَنْ اِظْهَارِ الشَّمَاتَةِ بِالْمُسْلِمِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমানের কষ্ট দেখে আনন্দ বা সন্তোষ প্রকাশ করা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ (الحجرات : ١٠)

"মু'মিনরা পরস্পর ভাই।" (সূরা হুজুরাতঃ ১০)

إِنَّ الَّذِيْنَ يُحِبُّوْنَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِيْ الَّذِيْنَ آمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ فِيْ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ (النور : ١٩)

"যে সব লোক চায় যে ঈমানদার লোকদের মধ্যে নির্লজ্জতা ও অশ্লীলতা বিস্তার লাভ করুক, তাদের জন্যই দুনিয়া ও আখিরাতে কঠিন শাস্তি নির্দিষ্ট রয়েছে" (সূরা নূর ঃ ১৯)

١٥٧٧- وَعَنْ وَاثِلَةَ بْنِ الْأَسْقَعِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تُظْهِرِ الشَّمَاتَةَ لأَخِيْكَ فَيَرْحَمَهُ اللّٰهُ وَيَبْتَلِيْكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৫৭৭. হযরত ওয়াসলা ইবনুল আস্‌কা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমার ভাইয়ের বিপদে আনন্দিত হয়ো না। কেননা এতে আল্লাহ্ তার প্রতি অনুগ্রহ করবেন এবং তোমাকে ঐ বিপদে নিমজ্জিত করবেন। (তিরমিযী)

بَابُ تَحْرِيْمِ الطَّعْنِ فِيْ الْأَنْسَابِ الثَّابِتَةِ فِيْ ظَاهِرُ الشَّرْعِ

অনুচ্ছেদ ঃ আইনগতভাবে স্বীকৃত বংশ সম্পর্কের প্রতি ঠাট্টা-বিদ্রুপ করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা দোষে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতিবড় মিথ্যা অবপাদ ও সুস্পষ্ট অপরাদের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে চাপিয়ে নেয়।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)

١٥٧٨- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « اثْنَتَانِ فِيْ النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : اَلطَّعْنُ فِيْ النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৫৭৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে দু'টি জিনিস থাকলে তা তার কুফ্‌রীর কারণ হয়ে দাঁড়ায় এক. বংশের খোঁটা দেয়া, দুই. মৃতের জন্য বিলাপ করা। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الْفِسْقِ وَالْخِدَاعِ

অনুচ্ছেদ ঃ ধোঁকা দেয়া ও প্রতারণা নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যারা মু'মিন পুরুষ ও নারীদের বিনা দোষে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা অপবাদ ও সুস্পষ্ট গোনাহের বোঝা নিজেদের ঘাড়ে তুলে নেয়।" (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)

١٥٧٩– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السِّلَاحَ ، فَلَيْسَ مِنَّا وَمَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِى رِوَايَةٍ لَهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ مَرَّ عَلَى صُبْرَةِ طَعَامٍ ، فَأَدْخَلَ يَدَهُ فِيْهِ فَنَالَتْ أَصَابِعُهُ بَلَلاً ، فَقَالَ : مَا هٰذَا يَا صَاحِبَ الطَّعَامِ ؟ » قَالَ أَصَابَتْهُ السَّمَاءُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ : قَالَ : « أَفَلَا جَعَلْتَهُ فَوْقَ الطَّعَامِ حَتَّى يَرَاهُ النَّاسُ ! مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا ».

১৫৭৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করে সে আমাদের জামায়াতভুক্ত নয়। আর যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সেও আমাদের জামায়াত ভূক্ত নয়। (মুসলিম)

অপর বর্ণনায় আছে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদ্য শস্যের একটি স্তুপের কাছে দিয়ে যাওয়ার সময় স্তুপের মধ্যে হাত ঢুকিয়ে দিলেন। তাঁর হাতের আঙ্গুলগুলো ভিজা মনে হল। তিনি বললেন ঃ হে শস্যের মালিক! এ কি? সে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! বৃষ্টিতে ভিজে গিয়েছে। তিনি বললেন ঃ তাহলে এগুলো। উপরে রাখনি কেন? লোকে দেখে শুনে ক্রয় করত। যে ব্যক্তি আমাদের সাথে প্রতারণা করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়।

١٥٨٠– وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَا تَنَاجَشُوْا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমার ভাইয়ের দামের ওপরে দাম বলো না"। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٥٨١– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ نَهَى عَنِ النَّجْشِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮১. হযরত আবুদল্লাহ ইব্ন ওমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনের দামের ওপর আর একজনের দাম করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٢– وَعَنْهُ قَالَ : ذَكَرَ رَجُلٌ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ أَنَّهُ يُخْدَعُ فِى الْبُيُوْعِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ بَايَعْتَ ، فَقُلْ لاَ خِلاَبَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল, সে ক্রয়-বিক্রয়ের প্রতারণার শিকার হয়। এ কথা শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যার সাথে ক্রয়-বিক্রয় কর তাকে বল, কোনরূপ ধোঁকাবাজি করবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٣– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ خَبَّبَ زَوْجَةَ امْرِئٍ أَوْ مَمْلُوْكَهُ فَلَيْسَ مِنَّا » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি স্ত্রী অথবা বাঁদীকে ধোঁকা দেয় ও তার চরিত্র নষ্ট করে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (আবূ দাউদ)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْغَدْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ ওয়দা খেলাফ করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اَوْفُوْا بِالْعُقُوْدِ (المائدة : ١)

"হে ঈমানদারগণ, তোমাদের কৃত ওয়াদা বা চুক্তি পূরণ কর।"(সূরা মায়িদা ঃ ১)।

وَأَوْفُوْا بِالْعَهْدِ إِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً (الإسراء : ٣٤)

"ওয়াদা বা চুক্তি পূর্ণ কর। কেননা ওয়াদা বা চুক্তি সম্পর্কে তোমাদেরকে জওয়াবদিহি করতে হবে।" (সূরা বনী ইস্রাঈল ঃ ৩৪)

١٥٨٤– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « أَرْبَعٌ مَنْ كُنَّ فِيْهِ كَانَ مُنَافِقًا خَالِصًا وَمَنْ كَانَتْ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنْهُنَّ كَانَ فِيْهِ خَصْلَةٌ مِنَ النِّفَاقِ حَتَّى يَدَعَهَا : إِذَا أُوْتُمِنَ خَانَ ، وَإِذَا حَدَّثَ كَذَبَ وَإِذَا عَاهَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৫৮৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার মধ্যে চারটি দোষ পাওয়া যাবে সে খাঁটি মুনাফিক। আর যার মধ্যে এগুলোর যেকোন একটি দোষ আছে তার মধ্যে মুনাফেকী করার অভ্যাস সৃষ্টি হয়েছে যতক্ষণ না সে এটা পরিত্যাগ করে। দোষগুলো হলে ঃ যে ব্যক্তি আমানতের খিয়ানত করে, কথায় কথায় মিথ্যা বলে, ওয়াদা বা চুক্তি ভঙ্গ করে, ঝগড়া বাঁধলে অশ্লীল বাক্য ব্যবহার করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ وَابْنِ عُمَرَ وَأَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ قَالُوْا : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُقَالُ : هٰذِهِ غَدْرَةُ فُلَانٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ, আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার ও আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামতের দিন প্রত্যেক ওয়াদা ভঙ্গকারী বিশ্বাস খাতকের জন্য একটি পতাকা থাকবে এবং বলা হবে এটি অমুক ব্যক্তির বিশ্বাসঘাতকতার পতাকা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٨٦- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « لِكُلِّ غَادِرٍ لِوَاءٌ عِنْدَ اسْتِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرِهِ ، أَلَا وَلَا غَادِرَ أَعْظَمُ غَدْرًا مِنْ أَمِيْرِ عَامَّةٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৮৬. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লা… বলেছেন ঃ প্রত্যেক ওয়াদা খেলাপকারী বিশ্বাসখাতকের জন্য কিয়ামতের দিন তার দুই নিতম্ব বরাবর একটি পতাকা উত্তোলিত থাকবে। তার বিশ্বাসঘাতকতার মাত্রা অনুযায়ী তা তুলে ধরা হবে। সাবধান! রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ে বড় বিশ্বাসঘাতক আর কেউ হবে না। (মুসলিম)

١٥٨٧- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ : رَجُلٌ أَعْطَى بِيْ ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيْرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ يُعْطِهِ أَجْرَهُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৫৮৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কিয়ামতের দিন আমি তিন ব্যক্তির সাথে ঝগড়া করব। যে ব্যক্তি আমার নামে ওয়াদা করে তা ভঙ্গ করল, যে ব্যক্তি কোন আযাদ বা স্বাধীন ব্যক্তিকে বিক্রি করে তার মূল্য ভোগ করল, আর যে ব্যক্তি কোন শ্রমিককে কাজে নিযুক্ত করে তার কাছ থেকে পুরোপুরি কাজ আদায় করল, কিন্তু তার মজুরী পরিশোধ করল না। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ النَّهِيِ عَنِ المَنِّ بِالْعَطِيَّةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ দান ইত্যাদি করে তার খোঁটা দেয়া নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

يَٰأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُم بِالْمَنِّ وَالْأَذَى (البقرة : ٢٦٤)

“হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে খোঁটা এবং কষ্ট দিয়ে নষ্ট করে দিওনা”। (সূরা বাকারা ঃ ২৬৪)

الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ أَمْوَالَهُمْ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ ثُمَّ لَا يَتْبِعُوْنَ مَا أَنْفَقُوْا مَنًّا وَّلَا أَذًى (البقرة : ٢٦٢)

“যারা নিজেদের ধন-সম্পদ আল্লাহর পথে খরচ করে এবং খরচ করার পর ইহসান বা উপকার করার কথা বলে না কিংবা অনুগৃহীতকে খোঁটা দেয় না। (সূরা বাকারা ঃ ২৬২)

١٥٨٨– وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « ثَلَاثَةٌ لَايُكَلِّمُهُمُ اللّٰهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ ، وَلَا يُزَكِّيْهِمْ وَلَمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ » قَالَ : فَقَرَأَهَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . قَالَ أَبُوْ ذَرٍّ : خَابُوْا وَخَسِرُوْا مَنْ هُمْ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ الْمُسْبِلُ ، وَالْمَنَّانُ ، وَالْمُنَفِّقُ سِلْعَتَهُ بِالْحَلِفِ الْكَاذِبِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৮৮. হযরত আবু যার (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ তিন ধরনের লোকের সাথে আল্লাহ কিয়ামতের দিন কথা বলবেন না। তাদের প্রতি তাকাবেন না, তাদেরকে পাক-পবিত্রও করবেন না। হযরত আবু যার (রা.) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই বাক্যটি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। হযরত আবু যার (রা.) আরো বলেন, এরা নিরাশ ও ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। ইয়া রাসূলাল্লাহ! এই লোকগুলো কারা? তিনি বলেন ঃ গোড়ালীর নিচে কাপড় ঝুলিয়ে পরিধানকারী, উপকার করে খোঁটাদানকারী এবং মিথ্যা শপথ করে জিনিষপত্র বিক্রয়কারী। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِيِّ عَنِ الْإِفْتِخَارِ وَالْبَغِيِّ

অনুচ্ছেদ ঃ গর্ব ও বিদ্রোহ করা নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

فَلَا تُزَكُّوْا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى (النجم : ٣٢)

“অতএব তোমরা তোমাদের আত্ম-পবিত্রতার দাবী কর না। প্রকৃত মুত্তাকী কে তা তিনিই ভাল জানেন।” (সূরা নাজ্‌ম ঃ ৩২)

www.BANGLAKITAB.com

إِنَّمَا السَّبِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُوْنَ النَّاسَ وَيَبْغُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ أُوْلَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيْمٌ (الشورى : ٤٢)

"তিরস্কার পাওয়ার যোগ্য তো তারা যারা অন্যদের উপর যুলুম করে এবং পৃথিবীর বুকে অন্যায়ভাবে বাড়াবাড়ি করে। এই লোকদের জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি রয়েছে"। (সূরা শূরা ঃ ৪২)

١٥٨٩– وَعَنْ عِيَاضِ بْنِ حِمَارٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى أَوْحَى إِلَيَّ أَنْ تَوَاضَعُوْا حَتَّى لَا يَبْغِيَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ وَلَا يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أَحَدٍ ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৮৯. হযরত ইব্‌ন হিমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহ তা'আলা আমার কাছে ওহী প্রেরণ করেছেন ঃ তোমরা বিনীয় হও, যাতে তোমাদের কেউ কারো প্রতি বাড়াবাড়ি করতে না পারো এবং কেউ কারো কাছে গর্ব করতে না পারো'। (মুসলিম)

١٥٩٠– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ : هَلَكَ النَّاسُ ، فَهُوَ أَهْلَكُهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যখন কোন ব্যক্তি বলে, মানুষ ধ্বংস হয়ে গিয়েছে তখন তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিই ধ্বংসের সর্বাধিক উপযুক্ত"। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ الْهِجْرَانِ بَيْنَ الْمُسْلِمِيْنَ فَوْقَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ إِلَّا لِبِدْعَةٍ فِي الْمَهْجُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন মুসলমানের অপর মুসলমানের সাথে তিনদিনের অধিক কথা বন্ধ রাখা নিষেধ। তবে বিদ্‌'আত ও গোনাহের কাজ প্রকাশ পেলে জায়িয।

আল্লাহ তা'য়ালার বাণীঃ

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ (الحجرات : ١٠)

"মুমিনরা পরস্পর ভাই। অতএব, ভাইদের সম্পর্ক পুনর্গঠিত।" (সূরা হুজুরাত ঃ ১০)

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ (المائدة : ٢)

"পুণ্য ও আল্লাহ ভীতিমূলক কাজে পরস্পর সহযোগিতা কর।"(সূরা মায়িদাঃ ২)

١٥٩١– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَاتَقَاطَعُوْا وَلَا تَدَابَرُوْا وَلَا تَبَاغَضُوْا وَلَا تَحَاسَدُوْا وَكُوْنُوْا عِبَادَ اللّٰهِ إِخْوَانًا وَلَا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلَاثٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৫৯১. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করো না; পরস্পরের পিছনে লেগো না, হিংসা-বিদ্বেষ ও ঘৃণা পোষণ করো না। আল্লাহর বান্দারা ভাইভাই হয়ে থাকে। কোন মুসলমানের জন্য তার মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী পরিত্যাগ করা বৈধ নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٩٢– وَعَنْ أَبِي أَيُّوبِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنَّ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثِ لَيَالٍ : يَلْتَقِيَانِ فَيُعْرِضُ هٰذَا وَيُعْرِضُ هٰذَا وَخَيْرُ هُمَا الَّذِي يَبْدَأُ بِالسَّلاَمِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৯২. হযরত আবু আইউব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমান ভাইকে তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন করে রাখা বৈধ নয়। এভাবে যে তারা উভয়ে যখন মুখোমুখী হয় তখন একজন এগিয়ে যায় কিন্তু অন্যজন এড়িয়ে যায়। উভয়ের মধ্যে যে আগে সালাম দেবে সে-ই উত্তম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٩٣– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « تُعْرَضُ الْأَعْمَالُ فِي كُلِّ اثْنَيْنِ وَخَمِيْسٍ ، فَيَغْفِرُ اللّٰهُ لِكُلِّ امْرِئٍ لاَ يُشْرِكُ بِاللّٰهِ شَيْئًا إِلاَّ امْرَءًا كَانَتْ بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَخِيْهِ شَحْنَاءُ فَيَقُوْلُ : اتْرُكُوْا هٰذَيْنِ حَتَّى يَصْلِحَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৯৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সোমবার ও বৃহস্পতিবার মানুষের যাবতীয় আমল পেশ করা হয়। যে ব্যক্তি আল্লাহর শরীক করে না এরূপ প্রত্যেক ব্যক্তিকে আল্লাহ ক্ষমা করে দেন। তবে যে ব্যক্তির তার মুসলমান ভাইয়ের সাথে শত্রুতা আছে তাকে ক্ষমা করেন না। তাদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ এদু'জনের ব্যাপারটি রেখে দাও যাতে তারা পারস্পরিক সম্পর্ক পুনর্গঠিত করে নিতে পারে। (মুসলিম)

١٥٩٤– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ الشَّيْطَانَ قَدْ أَيِسَ أَنْ يَعْبُدَهُ الْمُصَلُّوْنَ فِي جَزِيْرَةِ الْعَرَبِ وَلٰكِنْ فِي التَّحْرِيْشِ بَيْنَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৫৯৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। আরব উপদ্বীপের মুসলমানদের কাছ থেকে শয়তান আনুগত্য পাওয়ার ব্যাপারে নিরাশ হয়ে গিয়েছে। কিন্তু তাদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদ, মনোমালিন্য ও পারস্পরিক সম্পর্ক ছিন্ন করার ব্যাপারে সে নিরাশ হয়নি। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٥٩٥- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يَهْجُرَ أَخَاهُ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَنْ هَجَرَ فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَمَاتَ دَخَلَ النَّارَ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৯৫. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মুসলমানের জন্য তার কোন মুসলমানের সাথে তিন দিনের বেশী সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকা বৈধ নয়। যে ব্যক্তি তিন দিনের বেশী বিচ্ছিন্ন অবস্থায় থাকল এবং মরে গেল সে দোযখে প্রবেশ করবে। (আবু দাঊদ)

١٥٩٦- وَعَنْ أَبِي خِرَاشٍ حَدْرَدِ بْنِ أَبِي حَدْرَدٍ الْأَسْلَمِيِّ وَيُقَالُ السُّلَمِيُّ الصَّحَابِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيَّ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ هَجَرَ أَخَاهُ سَنَةً فَهُوَ كَسَفْكِ دَمِهِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৯৬. হযরত আবু খিরাশ হাদরাদ ইব্‌ন আবু হাদরাদ আসলামী বা সুলামী আস-সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন, যে ব্যক্তি তার ভাইয়ের সাথে এক বছর যাবৎ সম্পর্ক ছিন্ন করে থাকল, সে যেন তাকে খুন করল। (আবু দাঊদ)

١٥٩٧- وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَحِلُّ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَهْجُرَ مُؤْمِنًا فَوْقَ ثَلاَثٍ ، فَإِنْ مَرَّتْ بِهِ ثَلاَثٌ ، فَلْيَلْقَهُ ، فَلْيُسَلِّمْ عَلَيْهِ فَإِنْ رَدَّ عَلَيْهِ السَّلاَمَ فَقَدِ اشْتَرَكَا فِي الْأَجْرِ وَإِنْ لَمْ يَرُدَّ عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بِالْإِثْمِ ، وَخَرَجَ الْمُسَلِّمُ مِنَ الْهِجْرَةِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৫৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মু'মিন ব্যক্তির জন্য অন্য কোন মু'মিন ব্যক্তিকে তিনদিনের বেশী পরিত্যাগ করে থাকা জায়িয নয়। তিনি দিন গত হওয়ার পর সাক্ষাত করে যদি সে তাকে সালাম করে এবং অন্যজনও সালামের উত্তর দেয় তবে উভয়ই সাওয়াবের অংশীদার হবে। যদি সে সালামের জবাব না দেয় তবে গুনাহগার হবে। আর সালামকারী পরিত্যাগ করার গুনাহ থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। (আবু দাঊদ)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تُنَاجِي اثْنَيْنِ دُوْنَ الثَّالِثِ بِغَيْرِ اِذْنِهِ إِلاَّ لِحَاجَةٍ وَهُوَ أَنْ يَتَحَدَّثَا سِرًّا بِحَيْثُ لاَ يَسْمَعُهُمَا

অনুচ্ছেদ ঃ তিন জনের মধ্যে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনের কানে কানে কথা বলা নিষেধ। তবে প্রয়োজনে তৃতীয় জনের অনুমতি নিয়ে বলা যায়। এ ক্ষেত্রে নিচু স্বরে কথা বলতে হবে। তৃতীয় ব্যক্তি বুঝে না এমন ভাষায়ও কথা বলা যেতে পারে।

www.BANGLAKITAB.com

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّمَا النَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ (المجادلة : ١٠)

"কান পরামর্শ করা শয়তানী কাজ।" (সূরা মুজাদালা ঃ ৯, ১০)।

١٥٩٨- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا كَانُوْا ثَلَاثَةً فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الثَّالِثِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৯৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ "যখন তিনজন লোক একসাথে থাকবে তখন যেন একজনকে বাদ দিয়ে অন্য দু'জন কান না করে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٥٩٩- وَعَنْ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا كُنْتُمْ ثَلَاثَةً ، فَلَا يَتَنَاجَى اثْنَانِ دُوْنَ الْآخَرِ حَتَّى تَخْتَلِطُوْا بِالنَّاسِ مِنْ أَجْلِ أَنَّ ذٰلِكَ يُحْزِنُهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৫৯৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তিন ব্যক্তির মধ্য থেকে একজনকে বাদ দিয়ে দু'জনে যেন কানাঘুষা না করে, হাঁ যদি লোকদের সমাগম হয় তবে দোষ নেই। কেননা এতে তৃতীয় ব্যক্তির মধ্যে দুশ্চিন্তার সৃষ্টি হতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَعْذِيْبِ الْعَبْدِ وَالدَّابَّةِ وَالْمَرْأَةِ وَالْوَلَدِ بِغَيْرِ سَبَبٍ شَرْعِيٍّ أَوْ زَائِدٍ عَلَى قَدْرِ الْأَدَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ শরয়ী কারণ ছাড়া ক্রীতদাস, জীবজন্তু, স্ত্রীলোক এবং ছেলেমেয়েকে শিষ্টাচার ও আদব-কায়দার জন্য যতটুকু প্রয়োজন তার অতিরিক্ত শাস্তি দেয়া নিষেধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَّبِذِي الْقُرْبٰى وَالْيَتَامٰى وَالْمَسَاكِيْنِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبٰى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنْبِ وَابْنِ السَّبِيْلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللّٰهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُوْرًا (النساء : ٣٦)

"পিতা-মাতার সাথে সদ্‌ব্যবহার কর। নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম, মিস্‌কীন, প্রতিবেশী আত্মীয়, নিকট প্রতিবেশী, পথ চলার সাথী, ভ্রমণকারী পথিক এবং তোমাদের অধীনস্থ দান-দাসীদের প্রতি বিনয় নম্রতা ও দয়া-অনুগ্রহ প্রদর্শন কর। আল্লাহ্ এমন ব্যক্তিকে কখনও পছন্দ করেন না যে অহংকারী এবং নিজেকে বড় মনে করে গর্বে বিভ্রান্ত।" (সূরা নিসা ঃ ৩৬)

www.BANGLAKITAB.com

١٦٠٠- وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «عُذِّبَتِ امْرَأَةٌ فِي هِرَّةٍ سَجَنَتْهَا حَتّٰى مَاتَتْ فَدَخَلَتْ فِيْهَا النَّارَ لاَ هِيَ أَطْعَمَتْهَا وَسَقَتْهَا إِذَا حَبَسَتْهَا وَلاَ هِيَ تَرَكَتْهَا تَأْكُلُ مِنْ خَشَاشِ الْأَرْضِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬০০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এক স্ত্রীলোক একটি বিড়ালের কারণে শাস্তি প্রাপ্ত হয়। সে বিড়ালটিকে একাধারে বেঁধে রাখায় মারা গিয়েছিল। আর ঐ অপরাধে সে দোযখে গিয়েছিল। বেঁধে রাখা অবস্থায় সে বিড়ালটিকে খাদ্য পানীয়ও দেয়নি কিংবা পোকা মাকড় খাওয়ার জন্য ছেড়েও দেয়নি। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٠١- وَعَنْهُ أَنَّهُ مَرَّ بِفِتْيَانٍ مِنْ قُرَيْشٍ قَدْ نَصَبُوْا طَيْرًا وَهُمْ يَرْمُوْنَهُ، وَقَدْ جَعَلُوْا لِصَاحِبِ الطَّيْرِ كُلَّ خَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمَّا رَأَوْا ابْنَ عُمَرَ تَفَرَّقُوْا فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : مَنْ فَعَلَ هٰذَا ؟ لَعَنَ اللّٰهُ مَنْ فَعَلَ هٰذَا، إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ مَنِ اتَّخَذَ شَيْئًا فِيْهِ الرُّوْحُ غَرَضًا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬০১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। একদা তিনি কয়েকজন কুরাইশ যুবকের কাছ দিয়ে যাচ্ছিলেন। তারা একটি পাখিকে চাঁদমারি করার জন্য এক স্থানে বেঁধে রেখেছিল এবং এ প্রতি তীর ছুড়ছিল। তারা পাখির মালিকের সাথে এই বলে চুক্তি করেছিল যে লক্ষ্যভ্রষ্ট তীরগুলো হবে মালিকের। তারা আবদুল্লাহ ইব্ন উমারকে দেখতে পেয়ে পালিয়ে গেল। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা) বললেন, একাজ কে করেছে? যে এ কাজ করেছে তার উপর আল্লাহর লা'নত। যারা কোন প্রাণীকে চাঁদমারির লক্ষ্যবস্তু বানায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের প্রতি লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٠٢- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهٰى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تُصْبَرَ الْبَهَائِمُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬০২. হযরত আনাস ইব্ন মালিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন পশুকে কষ্ট দিয়ে মারতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٠٣- وَعَنْ أَبِيْ عَلِيٍّ سُوَيْدِ بْنِ مُقَرِّنٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَقَدْ رَأَيْتُنِيْ سَابِعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِيْ مُقَرِّنٍ مَالَنَا خَادِمٌ إِلاَّ وَاحِدَةٌ لَطَمَهَا أَصْغَرُنَا فَأَمَرَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ نُعْتِقَهَا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬০৩. হযরত আবু আলী সুয়াইদ মুকরিন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বণী মুকরিন গোত্রের সাত ব্যক্তির মধ্যে সপ্তম ব্যক্তি হিসেবে নিজেকে দেখেছি। আমাদের সবার একটি মাত্র খাদিম ছিল। আমাদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট জন তাকে চপেটাঘাত করেছিল। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাদিমটাকে মুক্ত করে দেয়ার জন্য আমাদের নির্দেশ দিলেন। (মুসলিম)

١٦٠٤– وَعَنْ أَبِي مَسْعُوْدٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنْتُ أَضْرِبُ غُلَامًا لِيْ بِالسَّوْطِ فَسَمِعْتُ صَوْتًا مِنْ خَلْفِي : إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ » فَلَمْ أَفْهَمِ الصَّوْتَ مِنَ الْغَضَبِ فَلَمَّا دَنَا مِنِّيْ إِذَا هُوَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَإِذَا هُوَ يَقُوْلُ : « إِعْلَمْ أَبَا مَسْعُوْدٍ أَنَّ اللّٰهَ أَقْدَرُ عَلَيْكَ مِنْكَ عَلَى هٰذَا الْغُلَامِ » فَقُلْتُ: لَا أَضْرِبُ مَمْلُوْكًا بَعْدَهُ أَبَدًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬০৪. হযরত আবু মাসউদ বদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি আমার এক ক্রীতদাসকে চাবুক মারছিলাম। হঠাৎ পিছন থেকে শব্দ শুনতে পেলাম ঃ সাবধান! আবু মাসউদ। রাগে উত্তেজিত থাকায় আমি শব্দটা বুঝতে পারলাম না। কাছে আসলে আমি বুঝতে পারলাম তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তিনি তখন বলছেন ঃ সাবধান! আবু মাসউদ! তুমি তোমার ক্রীতদাসের উপর যতটুকু ক্ষমতার অধিকারী তোমার উপর আল্লাহ তার চেয়েও অধিক ক্ষমতার অধিকারী। আমি বললাম, এরপর আমি আর কখনও কোন ক্রীতদাসকে প্রহার করব না। (মুসলিম)

١٦٠٥– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ ضَرَبَ غُلَامًا لَهُ حَدًّا لَمْ يَأْتِهِ أَوْ لَطَمَهُ فَإِنَّ كَفَّارَتَهُ أَنْ يُعْتِقَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬০৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন লোক যদি তার ক্রীতদাসকে বিনা অপরাধে মারধর করে অথবা তার মুখে চপেটাঘাত করে তবে তার কাফ্‌ফারা হল ঃ সে ঐ ক্রীতদাসকে স্বাধীন করে দিবে। (মুসলিম)

١٦٠٦– وَعَنْ هِشَامِ بْنِ حَكِيْمِ بْنِ حِزَامٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ مَرَّ بِالشَّامِ عَلَى أُنَاسٍ مِنَ الْأَنْبَطِ وَقَدْ أُقِيْمُوْا فِي الشَّمْسِ وَصُبَّ عَلَى رُؤُوْسِهِمُ الزَّيْتُ ! فَقَالَ : مَا هٰذَا ؟ قِيْلَ : يُعَذَّبُوْنَ فِي الْخَرَاجِ ، وَفِيْ رِوَايَةٍ : حُبِسُوْا فِي الْجِزْيَةِ. فَقَالَ هِشَامٌ : أَشْهَدُ كَسَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ اللّٰهَ يُعَذِّبُ الَّذِيْنَ يُعَذِّبُوْنَ النَّاسَ فِي الدُّنْيَا » فَدَخَلَ عَلَى الْأَمِيْرِ ، فَحَدَّثَهُ، فَأَمَرَ بِهِمْ فَخُلُّوْا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬০৬. হযরত হিশাম ইব্‌ন হাকিম ইব্‌ন হিযাম (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তিনি সিরিয়ার একটি এলাকা দিয়ে অতিক্রমকালে কৃষক সম্প্রদায়ের কিছু লোকের দেখা পান। তাদের মাথার ওপর তেল ঢেলে রোদে দাঁড় করিয়ে শাস্তি দেয়া হচ্ছিল। হিশাম (রা.) জিজ্ঞেস করলেন ঃ এদের এ অবস্থা কেন? লোকেরা বলল, খারাজ (কর) আদায় করার জন্য এদেরকে শাস্তি দেয়া হচ্ছে। অপর বর্ণনা আছে ঃ জিযিয়া আদায় করার জন্য এদেরকে আটক করা হয়েছে। হিশাম (রা.) বললেন, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যারা দুনিয়াতে মানুষকে শাস্তি দেয়, আল্লাহ তাদেরকে শাস্তি দিবেন। অতঃপর হিশাম (রা.) সেখানকার শাসক (ওমায়ের ইব্‌ন সা'আদের) কাছে গিয়ে তাকে এই হাদীস শুনালেন। এতে শাসক তাদেরকে ছেড়ে দেয়ার নির্দেশ দিলেন। তাদেরকে ছেড়ে দেয়া হল। (মুসলিম)

١٦٠٧- وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِمَارًا مَوْسُوْمَ الْوَجْهِ فَأَنْكَرَ ذٰلِكَ ؟ فَقَالَ : وَاللّٰهِ لاَ أَسِمُهُ إِلاَّ أَقْصَى شَيْءٍ مِنَ الْوَجْهِ ، وَأَمَرَ بِحِمَارِهِ فَكُوِيَ فِي جَاعِرَتَيْهِ فَهُوَ أَوَّلُ مَنْ كَوَى الْجَاعِرَتَيْنِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখে উল্কি আঁকা একটি গাধা দেখলেন। তিনি এ কাজটাকে অপছন্দ করলেন। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা) বললেন। আল্লাহর কসম! আমি মুখ থেকে যে অংশ সর্বাধিক দূরে সেই অংশে দাগ দিব। মহানবীর (সা.) আদেশে গাধাটির পাছায় দাগ লাগানো হলো। কোন পশুর পশ্চাদদেশে দাগ দেয়ার ক্ষেত্রে তিনিই প্রথম ব্যক্তি। (মুসলিম)

١٦٠٨- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ : مَرَّ عَلَيْهِ حِمَارٌ قَدْ وُسِمَ فِي وَجْهِهِ فَقَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الَّذِي وَسَمَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ أَيْضًا : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الضَّرْبِ فِي الْوَجْهِ، وَعَنِ الْوَسْمِ فِي الْوَجْهِ.

১৬০৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে দিয়ে একটা গাধা যাচ্ছিল। গাধাটির মুখে দাগানোর চিহ্ন ছিল। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি এটিকে দাগ দিয়েছে তার প্রতি আল্লাহর লা'নত।

ইমাম মুসলিম হাদীসটি বর্ণনা করেছেন। তার অন্য বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন জীবজন্তুর মুখে আঘাত করতে এবং দাগ দিতে নিষেধ করেছেন।

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ تَحْرِيْمِ التَّعْذِيْبِ بِالنَّارِ فِىْ كُلِّ حَيَوَانٍ حَتَّى النَّمْلَةِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ কোন প্রাণী এমনকি পিঁপড়া এবং অনুরূপ কোন প্রাণীকেও আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া নিষেধ।

١٦٠٩– عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : بَعَثَنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى بَعْثٍ فَقَالَ : « إِنْ وَجَدْتُمْ فُلاَنًا وَفُلاَنًا لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا فَأَحْرِقُوْهُمَا بِالنَّارِ ثُمَّ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ حِيْنَ أَرَدْنَا الْخُرُوْجَ : « اِنِّى كُنْتُ أَمَرْتُكُمْ أَنْ تُحْرِقُوْا فُلاَنًا وَفُلاَنًا وَإِنَّ النَّارَ لاَ يُعَذِّبُ بِهَا إِلاَّ اللّٰهُ ، فَإِنْ وَجَدْتُمُوْهُمَا فَاقْتُلُوْهُمَا » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৬০৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে কোন এক সেনাবাহিনীর সাথে পাঠানোর সময় কুরাইশদের দুই ব্যক্তির নাম করে বললেন, তোমরা যদি অমুক ব্যক্তিকে পাও তাহলে আগুনে পুড়িয়ে মারবে। অতঃপর আমরা যখন রওয়ানা করতে উদ্যত হলাম তখন বললেন, আমি তোমাদেরকে আদেশ করেছিলাম যে অমুক অমুক ব্যক্তিকে পুড়িয়ে মারবে। কিন্তু আগুন দ্বারা আল্লাহ ছাড়া আর কেউ শাস্তি দিতে পারে না। তাই এই দু'জনকে পেলে (পুড়িয়ে না মেরে) হত্যা করবে। (বুখারী)

١٦١٠– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا مَعَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فِى سَفَرٍ فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَّرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا فَجَاءَتِ الْحُمَّرَةُ فَجَعَلَتْ تَعْرِشُ فَجَاءَ النَّبِىُّ ﷺ فَقَالَ : « مَنْ فَجَعَ هٰذِهِ بِوَلَدِهَا ؟ رُدُّوْا وَلَدَهَا إِلَيْهَا وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا ، فَقَالَ : « مَنْ حَرَّقَ هٰذِهِ ؟ » قُلْنَا : نَحْنُ. قَالَ : « إِنَّهُ لاَ يَنْبَغِى أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ إِلاَّ رَبُّ النَّارِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬১০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ কোন এক সফরে আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ছিলাম। তিনি এক সময় প্রকৃতির ডাকে কোথাও গিয়েছিলেন। এ সময় আমরা দু'টি বাচ্চাসহ লাল রংয়ের একটি ছোট পাখি দেখতে পেলাম। আমরা বাচ্চা দু'টিকে ধরে আনলাম। মা পাখিটা এসে পেট মাটির সাথে লাগিয়ে পাখা দু'টো বিছিয়ে দিচ্ছিল। এমন সময় নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এসে পড়লেন। তিনি বললেন ঃ কে এর বাচ্চা ধরে এনে একে ভীত সন্ত্রস্ত করেছে? বাচ্চা দু'টোকে রেখে আস। এরপর তিনি একটি পিঁপড়ার বাসা দেখতে পেলেন, যা আমরা জ্বালিয়ে দিয়েছিলাম। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কে এগুলো পুড়িয়ে ফেলেছে? আমরা বললাম, একাজ আমাদের। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আগুনের প্রভু ছাড়া অন্য কারো আগুন দিয়ে শাস্তি দেয়া সাজে না। (আবু দাউদ)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ تَحْرِيْمِ مَطْلُ الْغَنِّى بِحَقٍّ طَلْبَهُ صَاحِبَهُ

অনুচ্ছেদ ঃ প্রাপক তার পাওনা দাবী করলে ধনী ব্যক্তির টাল বাহানা করা হারাম। মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ اللّٰهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوْا الْأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا (النساء : ٥٨)

"আল্লাহ তোমাদের নির্দেশ দিচ্ছেন যাবতীয় আমানত তার প্রকৃত মালিকের কাছে পৌঁছে দিতে। (সূরা নিসা ঃ ৫৮)

فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِى أَوْ تُمِنَ أَمَانَتَهُ (البقرة : ٢٨٣)

"তোমাদের মধ্যে কেউ যদি কারো কাছে আমানত রাখে; তবে যার কাছে আমানত রাখ হয়েছে তার কর্তব্য আমানতের হক যথাযথরূপে আদায় করা।" (সূরা বাকারা ঃ ২৮৩)

١٦١١– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَطْلُ الْغَنِيِّ ظُلْمٌ ، وَإِذَا أُتْبِعَ أَحَدُكُمْ عَلَى مَلِىءٍ فَلْيَتْبَعْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬১১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাওনা আদায়ের ব্যাপারে ধনী ব্যক্তির টাল-বাহানা করা যুলুম। আর যদি কারোর ঋণকে অন্য (ধনী) ব্যক্তির কাছে হস্তান্তর করা হয়, তাহলে তার (ঋণদাতা) এ স্থানান্তরকে ঋণ বলে মেনে নেয়া উচিত। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ عَوْدَةِ الْإِنْسَانِ فِى هِبَةٍ لَمْ يُسَلِّمُهَا وَفِىْ هِبَةٍ وَهَبَهَا لِوَلَدِهِ سَلِمَهَا أَو لَمْ يُسَلِّمُهَا وَكِرَاهَةِ شَرَائِهِ شَيْئًا تَصَدَّقَ بِهِ مِنَ الَّذِىْ تَصَدَّقَ عَلَيْهِ، أَوْ أَخْرِجَهُ عَنِ زَكَاةٍ أَو كَفَّارَةٌ وَنَحْوَهَا وَلَا بَاسَ بِشَرَائِهِ مِنْ شَخْصٍ أخَرِ قَدَ انْتَقَلَ إِلَيْهِ.

অনুচ্ছেদ ঃ উপঢৌকন দিয়ে তা প্রাপকের কাছে হস্তান্তর না করে ফেরত নেয়া অপসন্দনীয়। একইভাবে নিজের সন্তানকে সাদাকা দিয়ে তা তার কাছে হস্তান্তর করা হোক বা না হোক এবং যে ব্যক্তিকে সাদাকা দেয়া হল তার নিকট থেকে দাতার উক্ত সাদাকার বস্তু কিনে নেয়া মাকরূহ। যাকাত, কাফ্ফারা বা অনুরূপ অন্যান্য বস্তু কিনে নেয়া মাকরূহ। তবে তা যদি অন্য কোন ব্যক্তির নিকট থেকে কেনা হয় তাহলে কোন দোষ হবে না।

١٦١٢– عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « الَّذِى يَعُوْدُ فِىْ هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَرْجِعُ فِىْ قَيْئِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

وَفِيْ رِوَايَةٍ : « مَثَلُ الَّذِيْ يَرْجِعُ فِيْ صَدَقَتِهِ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيْءُ ثُمَّ يَعُوْدُ فِيْ قَيْئِهِ فَيَأْكُلُهُ ». وَفِيْ رِوَايَةٍ : « اَلْعَائِدُ فِيْ هِبَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ ».

১৬১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) বর্ণনা করেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি উপহার বা দান করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, সে ঐ কুকুরের মত যা বমি করে পুনরায় খেয়ে ফেললো। (বুখারী ও মুসলিম)

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি সাদাকা করে তা পুনরায় ফেরত নেয়, সে এমন কুকুরের তুল্য যা বমি করে পুনরায় তা খেয়ে ফেললো। আর এক বর্ণনা আছে যে ব্যক্তি দান করে তা আবার ফেরত নেয় সে বমীখোরের সমতুল্য।

١٦١٣- وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ حَمَلْتُ عَلَى فَرَسٍ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَأَضَاعَهُ الَّذِيْ كَانَ عِنْدَهُ فَأَرَدْتُ أَنْ أَشْتَرِيَهُ وَظَنَنْتُ أَنَّهُ يَبِيْعُهُ بِرُخْصٍ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ : « لَا تَشْتَرِهِ وَلَا تَعُدْ فِيْ صَدَقَتِكَ وَإِنْ أَعْطَاكَهُ بِدِرْهَمٍ فَإِنَّ الْعَائِدَ فِيْ صَدَقَتِهِ كَالْعَائِدِ فِيْ قَيْئِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬১৩. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি একটি ঘোড়া আল্লাহর পথে জিহাদের জন্য দান করেছিলাম। যার কাছে ঘোড়াটি ছিল সে ওটিকে ধ্বংস করে দিচ্ছিল। তাই আমি ঘোড়াটি তার নিকট থেকে কিনে নেয়ার ইচ্ছা করলাম। আমি ধারণা করলাম এভাবে সে আমার কাছে সস্তায় ঘোড়াটি বিক্রি করবে। এ ব্যাপারে আমি নবী (সা.)-কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তুমি ওটি ক্রয় কর না। দান করা জিনিস পুনরায় ফেরত নিও না; যদি তা তোমাকে মাত্র এক দিরহামের বিনিময়েও দেয়া হয়। কেননা, দান করে তা ফেরত নেয়া ব্যক্তি বমি করে তা পুনরায় গলধঃকরণকারী ব্যক্তির মত। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَأْكِيْدِ تَحْرِيْمِ مَالِ الْيَتِيْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইয়াতীমের বিষয়-সম্পত্তি আত্মসাৎ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنَّ الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ أَمْوَالَ الْيَتَامٰى ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُوْنَ فِيْ بُطُوْنِهِمْ نَارًا وَّسَيَصْلَوْنَ سَعِيْرًا (النساء : ١٠)

“যারা ইয়াতীমের ধন-সম্পদ অন্যায়ভাবে ভক্ষণ করে, তারা মূলত আগুন দ্বারাই নিজেদের পেট বোঝাই করে”। (সূরা নিসা ঃ ১০)

www.BANGLAKITAB.com

وَلاَ تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ إِلاَّ بِالَّتِىْ هِىَ أَحْسَنُ (الأنعام : ١٥٢)

"তোমরা ইয়াতীমের ধন-সম্পদের কাছেও যেও না। অবশ্য এমন নিয়ম ও পন্থায় যেতে পারো যা সর্বাপেক্ষা উত্তম"। (সূরা-আন'আম ঃ ১৫২)

وَيَسْأَلُوْنَكَ عَنِ الْيَتَامٰى قُلْ إِصْلاَحٌ لَّهُمْ خَيْرٌ وَإِنْ تُخَالِطُوْهُمْ فَإِخْوَانُكُمْ وَاللّٰهُ يَعْلَمُ الْمُفْسِدَ مِنَ الْمُصْلِحِ (البقرة : ٢٢٠)

"লোকেরা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, ইয়াতীমদের সাথে কিরূপ ব্যবহার করবে? বলুন ঃ যে ধরণের কাজে তাদের কল্যাণ হতে পারে, তা অবলম্বন করাই উত্তম। যদি তোমরা নিজেদের ও তাদের খরচ-পত্র ও থাকা-খাওয়া একত্র রাখ, তবে তাতে কোন দোষ নেই। কেননা তারা তোমাদেরই ভাইবন্ধু। যারা অন্যায় করে এবং যারা ন্যায় করে তাদের অবস্থা আল্লাহ জানেন"। (সূরা বাকারা ঃ ২২০)

١٦١٤- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « اِجْتَنِبُوْا السَّبْعَ الْمُوْبِقَاتِ ! قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ وَمَا هُنَّ ؟ قَالَ : اَلشِّرْكُ بِاللّٰهِ ، وَالسِّحْرُ وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ إِلاَّ بِالْحَقِّ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيْمِ ، وَالتَّوَلِّىْ يَوْمَ الزَّحْفِ وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلاَتِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৬১৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। নবী (স) বলেছেন ঃ সাতটি ধ্বংসকারী জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবীরা বললেনঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! ঐগুলো কি? তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ সাথে কাউকে শরীক করা; যাদু করা; যে জীবন ও প্রাণকে হত্যা করা আল্লাহ হারাম করেছেন তা অন্যায়ভাবে হত্যা করা, তবে ন্যায়ত হত্যা করলে ভিন্ন কথা; সুদ খাওয়া; ইয়াতীমের ধন-মাল আত্মসাৎ করা; যুদ্ধক্ষেত্র থেকে পলায়ন করা এবং পুণ্য চরিত্রের অধিকারীণী সরলপ্রাণ মু'মিন স্ত্রীলোকের প্রতি চারিত্রিক অপবাদ আরোপ করা। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ الرِّبَا

অনুচ্ছেদ ঃ সুদ কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبٰوا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِىْ يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ. ذٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا : إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبٰوا ، وَأَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ

www.BANGLAKITAB.com

وَحَرَّمَ الرِّبٰوا، فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهٰى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللّٰهِ وَمَنْ عَادَ فَأُولٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ ، يَمْحَقُ اللّٰهُ الرِّبٰوا وَيُرْبِى الصَّدَقَاتِ .... يٰٓأَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اتَّقُوْا اللّٰهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبٰوا(البقرة : ٢٧٥ ٢٧٨)

"যারা সুদ খায় তাদের অবস্থা সেই ব্যক্তির মত, যাকে শয়তান স্পর্শ দ্বারা পাগল ও জ্ঞানশূন্য করে দিয়েছে। তাদের এরূপ অবস্থা হওয়ার কারণ এই যে, তারা বলেঃ ব্যবসা তো সুদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সুদকে হারাম করেছেন। কাজেই যার কাছে তার প্রভুর তরফ থেকে এই উপদেশ পৌঁছবে পরে সে সুদখোরী থেকে বিরত থাকবে, সে পূর্বে যা কিছু করেছে তা অতীতের ব্যাপার। ব্যপারটি আল্লাহর হাতে সোর্পদ। আর যারা এ নির্দেশ পাওয়ার পরও সুদের পুনরাবৃত্তি করবে, তারা নিশ্চিতরূপে জাহান্নামী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ সুদকে নির্মুল করে দেন এবং দান-খয়রাতকে ক্রমবৃদ্ধি দান করেন ....। (সূরা বাকারা ঃ ২৭৫-২৭৯)

١٦١٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : « لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ آكِلَ الرِّبَا وَمُوْكِلَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬১৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত।তিনি বলেছেন ঃ রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লা সুদখোর এবং সুদদাতাকে অভিসম্পাত করেছেন। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الرِّيَاءِ

অনুচ্ছেদ ঃ রিযা বা প্রদর্শনীমূলকভাবে কোন কাজ করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

وَمَا أُمِرُوْا إِلاَّ لِيَعْبُدُوْا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاءَ (البينة : ٥).

"তাদেরকে নির্দেশ দেয়া হয়েছে একমাত্র আল্লাহর জন্য ইবাদত করার। তাঁর দীনকে খালেস করতে, একনিষ্ঠ ও একমুখী করতেও নির্দেশ দেয়া হয়েছে ....।" (সূরা বাইয়্যেনা ঃ ৫)

لاَ تُبْطِلُوْا صَدَقَاتِكُمْ بِالْمَنِّ وَالْأَذٰى كَالَّذِيْ يُنْفِقُ مَالَهُ رِئَاءَ النَّاسِ (البقرة : ٢٦٤)

www.BANGLAKITAB.com

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজেদের দান-খয়রাতকে অনুগ্রহের কথা বলে এবং কষ্ট দিয়ে সেই ব্যক্তির মত নষ্ট করে দিও না, যে শুধু লোক দেখানোর জন্য নিজের ধন সম্পদ ব্যয় করে........"। (সুরা বাকারা ঃ ২৬৪)

يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَلاَ يَذْكُرُوْنَ اللّٰهَ إِلاَّ قَلِيْلاً (النساء : ١٤٢)

"শুধু লোক দেখানোর জন্য এরা ঠোঁট নাড়ে। আল্লাহকে এরা খুব কমই স্মরণ করে"। (সূরা নিসা ঃ ১৪২)

١٦١٦- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : أَنَا أَغْنَى الشُّرَكَاءِ عَنِ الشِّرْكِ ، مَنْ عَمِلَ عَمَلاً أَشْرَكَ فِيْهِ مَعِي غَيْرِيْ ، تَرَكْتُهُ وَشِرْكَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তায়ালা বলেন, আমি শিরককারীদের আরোপিত শিরক থেকে মুক্ত। যে ব্যক্তি এমন কাজ করলো যার মধ্যে আমার সাথে অন্য কাউকে শরীক করলো, আমি তাকে এবং শিরককে পরিত্যাগ করি। (মুসলিম)

١٦١٧- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ أَوَّلَ النَّاسِ يُقْضَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَيْهِ رَجُلٌ اسْتُشْهِدَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعْمَتَهُ فَعَرَفَهَا ، قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ قَاتَلْتُ فِيْكَ حَتَّى اسْتُشْهِدْتُ : قَالَ كَذَبْتَ ، وَلٰكِنَّكَ قَاتَلْتَ لأَنْ يُقَالَ . جَرِيءٌ ! فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ . وَرَجُلٌ تَعَلَّمَ الْعِلْمَ وَعَلَّمَهُ ، وَقَرَأَ الْقُرْآنَ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَّفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَالَ : تَعَلَّمْتُ الْعِلْمَ وَعَلَّمْتُهُ ، وَقَرَأْتُ فِيْكَ الْقُرْآنَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلٰكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ لِيُقَالَ : عَالِمٌ! وَقَرَأْتَ الْقُرْآنَ لِيُقَالَ : هُوَ قَارِيٌّ ! فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ ، فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَتَّى أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ وَرَجُلٌ وَسَّعَ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَأَعْطَاهُ مِنْ أَصْنَافِ الْمَالِ فَأُتِيَ بِهِ فَعَرَّفَهُ نِعَمَهُ فَعَرَفَهَا . قَالَ : فَمَا عَمِلْتَ فِيْهَا ؟ قَا : مَا تَرَكْتُ مِنْ سَبِيْلٍ تُحِبُّ أَنْ يُنْفَقَ فِيْهَا إِلاَّ أَنْفَقْتُ فِيْهَا لَكَ ، قَالَ : كَذَبْتَ ، وَلٰكِنَّكَ فَعَلْتَ لِيُقَالَ : هُوَ جَوَادٌ فَقَدْ قِيْلَ ، ثُمَّ أُمِرَ بِهِ فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ ثُمَّ أُلْقِيَ فِيْ النَّارِ » . رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬১৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন প্রথম যে ব্যক্তির বিচার হবে সে একজন শহীদ। তাকে হাযির করা হবে। পার্থিব জগতে তাকে যেসব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল সেগুলো তাকে দেখানো হবে এবং সে তা চিনতে পারবে। তাকে বলা হবে, এসব নিয়ামতকে তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ? সে বলবে, হে আল্লাহ! আমি তোমার তোমার রাস্তায় জিহাদ করেছি এবং শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি। আল্লাহ বলবেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে বরং তুমি এজন্য যুদ্ধ করেছ যে, লোকে তোমাকে বীর উপাধি দেবে। অবশ্য তা বলাও হয়েছে। অতঃপর নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। অপর এক ব্যক্তি জ্ঞান অর্জন করেছিল এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছিল আর সে কুরআনও পাঠ করেছিল। তাকে ডেকে নিয়ে যে সব নিয়ামত দেয়া হয়েছিল তা দেখানো হবে। সে তা সনাক্ত করবে। আল্লাহ পাক বলবেন ঃ এসব নিয়ামত তুমি কিভাবে কাজে লাগিয়েছ ? সে উত্তর দেবে আমি জ্ঞানার্জন করেছি এবং তা অন্যকে শিক্ষা দিয়েছি। আর তোমার সন্তুষ্টির জন্য কুরআন পাঠ করেছি। আল্লাহ বললেন ঃ তুমি মিথ্যা বললে, বরং তুমি এজন্যই জ্ঞান অর্জন করেছ যে, লোকে তোমাকে জ্ঞানী বলবে। আর কুরআন এজন্যই পাঠ করেছ যে, তোমাকে কারী বলা হবে, আর তা বলা হয়েছে। অতঃপর তার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে দোজখে নিক্ষেপ করা হবে। আরেক ব্যক্তিকে আল্লাহ ধন-সম্পদের যথেষ্ট প্রাচুর্য দান করেছিলেন তাকে দেয়া নিয়ামতসমূহ তার সামনে হাযির করা হবে এবং সে তা চিনতে পারবে। তাকে জিজ্ঞেস করা হবে, তুমি এই ধন-সম্পদ কিভাবে ব্যবহার করেছ ? সে বলবে, হে আল্লাহ! যে সব পথে খরচ করাকে তুমি পছন্দ কর আমি তার প্রতিটি পথেই অর্থ-সম্পদ খরচ করেছি। আল্লাহ বলবেনঃ তুমি মিথ্যা বললে বরং তুমি এজন্যই অর্থ-সম্পদ খরচ করেছ যে তোমাকে দানশীল বলা হবে। আর তা বলাও হয়েছে। তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে, তাকে উপুড় করে হেঁচড়ে টেনে নিয়ে দোযখে নিক্ষেপ করা হবে। (মুসলিম)

١٦١٨– وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ نَاسًا قَالُوْا لَهُ : إِنَّا نَدْخُلُ عَلَى سَلَاطِيْنِنَا فَنَقُوْلُ لَهُمْ بِخِلَافِ مَا نَتَكَلَّمُ إِذَا خَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمْ ؟ قَالَ ابْنُ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : كُنَّا نَعُدُّ هٰذَا نِفَاقًا عَلَى عَهْدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ . رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৬১৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। এক দল লোক তাকে বলল ঃ আমরা কখনও কখনও আমাদের বাদশাহের কাছে গিয়ে থাকি। সেখানে যে কথাবার্তা বলি, বাইরে এস তার উল্টা বলি। হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) বললেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময়ে এরূপ আচরণকে মুনাফিকীর মধ্যে গণ্য করতাম। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

١٦١٩– وَعَنْ جُنْدُبِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ سُفْيَانَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِىُّ ﷺ : « مَنْ سَمَّعَ سَمَّعَ اللّٰهُ بِهِ وَمَنْ يُرَائِى يُرَائِى اللّٰهُ بِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬১৯. হযরত জুনদুব ইব্‌ন আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন সুফিয়ান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি মানুষকে শুনানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার দোষত্রুটি মানুষের গোচরীভূত করবেন। আর যে ব্যক্তি মানুষকে দেখানোর জন্য কাজ করে আল্লাহ তার সমস্ত দোষত্রুটি মানুষকে দেখিয়ে দিবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٠– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمًا مِمَّا يُبْتَغَى بِهِ وَجْهُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ لاَ يَتَعَلَّمُهُ إِلاَّ لِيُصِيْبَ بِهِ عَرَضًا مِنَ الدُّنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ الْجَنَّةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » يَعْنِى : رِيْحَهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে এমন জ্ঞান অর্জন করল, যে দ্বারা মহান ও পরাক্রমশালী আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করা যায় কিন্তু তা সে পার্থিব সুখ–শান্তি ও সুযোগ -সুবিধা লাভের জন্য অর্জন করল, সে কিয়ামতের দিন জান্নাতের গন্ধও পাবে না। (আবু দাউদ)

بَابُ مَا يَتَوَهَّمُ أَنَّهُ رِيَاءٌ وَلَيْسَ هُوَ رِيَاءٌ

অনুচ্ছেদ ঃ যে সব জিনিষের মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা আছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে তার মধ্যে প্রদর্শনেচ্ছা নেই।

١٦٢١– عَنْ أَبِى ذَرٍّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قِيْلَ لِرَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ : أَرَأَيْتَ الرَّجُلَ يَعْمَلُ الْعَمَلَ مِنَ الْخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاسُ عَلَيْهِ ؟ قَالَ : « تِلْكَ عَاجِلُ بُشْرَى الْمُؤْمِنِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬২১. হযর আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলা হল ঃ আপনার কি মত, কোন লোক ভাল কাজ করে এবং লোকেরা তার প্রশংসা করে? তিনি বললেন ঃ এটা একজন মু'মিনের জন্য অগ্রিম সংবাদ। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ النَّظْرِ إِلَى الْمَرْأَةِ الْأَجْنَبِيَّةِ وَالْأَمْرَدِ الْحَسَنِ لِغَيْرِ حَاجَةٍ شَرْعِيَّةٍ

অনুচ্ছেদ ঃ অপরিচিত নারীর ও সুদর্শনা বালকদের প্রতি শরয়ী কারণ ছাড়া তাকানো হারাম।

www.BANGLAKITAB.com

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

قُلْ لِلْمُؤْمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنْ أَبْصَارِهِمْ (النور : ٣٠)

"হে নবী! মু'মিন পুরুষদের বলুন, তারা যেন নিজেদের দৃষ্টিকে অবনত করে রাখে"। (সূরা নূর ঃ ৩০)

إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُوْلٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً (الإسراء : ٣٦)

"শ্রবণশক্তি, দৃষ্টিশক্তি, অন্তঃকরণ প্রভৃতি প্রতিটি অংগ প্রত্যঙ্গের জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে"। (সূরা বনী ইসরাইল ঃ ৩৬)

يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِى الصُّدُوْرُ (المؤمن : ١٩)

"আল্লাহ চোখের খিয়ানতকেও জানেন, আর বুকের মধ্যে লুকিয়ে থাক গোপন কথাও জানেন।"। (সূরা মু'মিন ঃ ১৪)

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ (الفجر : ١٤)

"তোমার প্রভু ঘাঁটিতে অপেক্ষামান আছেন"। (সূরা ফাজ্র ঃ ১৪)

١٦٢٢– وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكُ ذٰلِكَ لاَ مَحَالَةَ : اَلْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ ، وَالْأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الْاِسْتِمَاعُ ، وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ ، وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ ، وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا ، وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذٰلِكَ الْفَرْجُ أَوْ يُكَذِّبُهُ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬২২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একটি অংশ নির্দিষ্ট করা আছে। এটা সে নিঃসন্দেহে পাবেই। দু'চোখের যিনা পরস্ত্রীর প্রতি দৃষ্টিপাত করা, দু'কানের যিনা হল যৌন উত্তেজক কথাবার্তা শ্রবণ করা, মুখের যিনা হল আলোচনা করা, হাতের যিনা স্পর্শ করা, পায়ের যিনা ঐ উদ্দেশ্যে যাতায়াত করা। অন্তর ঐ কাজের প্রতি কুপ্রবৃত্তিকে জাগ্রত করা এবং তার আকাঙ্ক্ষা করে। আর যৌনাংগ এমন অবস্থা সত্যায়িত বা মিথ্যা প্রতিপন্ন করে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٣– وَعَنْ أَبِىْ سَعِيْدٍ الْخُدْرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالْجُلُوْسَ فِى الطُّرُقَاتِ ! » قَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا لَنَا مِنْ مَجَالِسِنَا بُدٌّ : نَتَحَدَّثُ فِيْهِ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « فَإِذَا أَبَيْتُمْ إِلاَّ

www.BANGLAKITAB.com

الْمَجْلِسَ فَأَعْطُوْا الطَّرِيقَ حَقَّهُ » قَالُوْا : وَمَا حَقُّ الطَّرِيْقِ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ؟ قَالَ : « غَضُّ الْبَصَرِ وَكَفُّ الْأَذَى وَرَدُّ السَّلَامِ وَالْأَمْرُ بِالْمَعْرُوْفِ وَالنَّهْيُ عَنِ الْمُنْكَرِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬২৩. হযরত আবু সাঈদ খুদ্‌রী (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রাস্তায় বসা থেকে নিজেকে দূরে রাখ। সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমাদের রাস্তায় বসা থেকে বাঁচার কোন উপায় নেই। আমরা রাস্তায় বসে কথাবার্তা বলি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা যখন রাস্তার উপর বসা থেকে বিরত থাকতে অস্বীকার করছ, তখন রাস্তার হক্ আদায় করবে। সাহাবা কিরাম (রা.) বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্! রাস্তার হক আবার কি ? তিনি বললেন ঃ দৃষ্টি সংযত রাখা, কষ্টদায়ক বস্তু রাস্তা থেকে সরিয়ে দেয়া, পথিকদের সালামের উত্তর দেয়া, সৎকাজের আদেশ করা এবং অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٤- وَعَنْ أَبِيْ طَلْحَةَ زَيْدِ بْنِ سَهْلٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : كُنَّا قُعُوْدًا بِالْأَفْنِيَةِ نَتَحَدَّثُ فِيْهَا فَجَاءَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَامَ عَلَيْنَا فَقَالَ : مَا لَكُمْ وَلِمَجَالِسِ الصُّعُدَاتِ ؟ اجْتَنِبُوْا مَجَالِسَ الصُّعُدَاتِ فَقُلْنَا : إِنَّمَا قَعَدْنَا لِغَيْرِ مَا بَأْسٍ : قَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّثُ. قَالَ : « إِمَّا لَا فَأَدُّوْا حَقَّهَا : غَضُّ الْبَصَرِ ، وَرَدُّ السَّلَامِ ، وَحُسْنُ الْكَلَامِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬২৪. হযরত আবু তালহা ইব্‌ন সাহল (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বললেন ঃ আমরা আমাদের বাড়ীর চত্বরে বসে কথাবার্তা বলছিলাম। ইতিমধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এসে আমাদের সামনে দাঁড়ালেন। তিনি বললেন ঃ তোমাদের কি হল, রাস্তায় বসে কেন ? রাস্তায় বসা পরিহার কর। আমরা বললাম ঃ আমরা কোন ক্ষতি সাধনের জন্য এখানে বসি নাই বরং শুধু কথাবার্তা ও আলাপ আলোচনার জন্য বসেছি। তিনি বললেন ঃ যদি না বসলেই নয় তাহলে রাস্তার হক আদায় কর। রাস্তার হক হল দৃষ্টি সংযত রাখা, পথিকের সালামের জবাব দেয়া এবং এবং উত্তম কথা বলা। (মুসলিম)

١٦٢٥- وَعَنْ جَرِيْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنْ نَظَرِ الْفَجْأَةِ فَقَالَ : « اصْرِفْ بَصَرَكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬২৫. হযরত জারীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আকস্মিকভাবে দৃষ্টি পড়ে যাওয়ার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে আন। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٦٢٦- وَعَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كُنْتُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ وَعِنْدَهُ مَيْمُوْنَةُ ، فَأَقْبَلَ ابْنُ أُمِّ مَكْتُوْمٍ ، وَذٰلِكَ بَعْدَ أَنْ أُمِرْنَا بِالْحِجَابِ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « احْتَجِبَا مِنْهُ » فَقُلْنَا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ أَلَيْسَ هُوَ أَعْمٰى : لَا يُبْصِرُنَا ، وَلَا يَعْرِفُنَا ؟ فَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « أَفَعَمْيَا وَانِ أَنْتُمَا أَلَسْتُمَا تُبْصِرَانِهِ ! ؟ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৬২৬. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে ছিলাম। মাইমুনাও তখন তাঁর কাছে ছিলেন। এমন সময় আবদুল্লাহ্ ইব্ন উম্মে মাকতূম (রা.) আসল। এটা আমাদেরকে পর্দার হুকুম দেয়ার পরের ঘটনা। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা তাঁর সামনে পরদা কর। আমরা বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! সে কি অন্ধ নয় ? সে তো আমাদের দেখতে পায় না, চিনতেও পারে না। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা দু'জনও কি অন্ধ ? তোমরা কি তাকে দেখতে পাও না? (আবূ দাঊদ ও তিরমিযী)

١٦٢٧- وَعَنْ أَبِيْ سَعِيْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : لَايَنْظُرُ الرَّجُلُ إِلَى عَوْرَةِ الرَّجُلِ وَلَا الْمَرْأَةُ إِلَى عَوْرَةِ الْمَرْأَةِ وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجُلِ فِيْ ثَوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُفْضِي الْمَرْأَةُ إِلَى الْمَرْأَةِ فِي الثَّوْبِ الْوَاحِدِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬২৭.হযরত আবু সাঈদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন পুরুষ কোন কোন পুরুষের গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকাবে না এবং কোন নারী অন্য কোন নারীর গুপ্তাঙ্গের দিকে তাকাবে না। দু'জন পুরুষ লোক একত্রে একই কাপড়ে ঘুমাবে না। অনুরূপভাবে দু'জন মহিলাও একত্রে একই বস্ত্রের মধ্যে জড়াজড়ি করে ঘুমাবে না। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْخَلْوَةِ بِالْأَجْنَبِيَّةِ

অনুচ্ছেদ ঃ পর স্ত্রীর সাথে নির্জনে সাক্ষাত করা হারাম।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

وَإِذَا سَأَلْتُمُوْهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوْهُنَّ مِنْ وَّرَاءِ حِجَابٍ (الأحزاب : ٥٣)

"নবীর স্ত্রীদের কাছ থেকে তোমাদের কিছু চাইতে হলে পর্দার বাইরে থেকে চাও"। (সূরা আহ্যাব ঃ ৫৩)

www.BANGLAKITAB.com

١٦٢٨– وَعَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِيَّاكُمْ وَالدُّخُوْلَ عَلَى النِّسَاءِ » ! فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الْأَنْصَارِ : أَفَرَأَيْتَ الْحَمْوَ؟ قَالَ : « اَلْحَمْوُ الْمَوْتُ ! » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬২৮. হযরত উক্‌বা ইব্‌ন আমের (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পর নারীর সাথে মেলামেলা করা থেকে বিরত থাক। আবার একজন বলল, দেবরের সাথে মেলামেশার ব্যাপারে আপনার কি মত? তিনি বললেন ঃ দেবর মৃত্যুর মত ভয়ংকর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٢٩– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَخْلُوَنَّ أَحَدُكُمْ بِامْرَأَةٍ إِلاَّ مَعَ ذِيْ مَحْرَمٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬২৯. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ কোন মেয়ের সাথে নির্জনে মিশবে না। তবে তার সাথে তার কোন মুহাররম পুরুষ থাকলে ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٣٠– وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « حُرْمَةُ نِسَاءِ الْمُجَاهِدِيْنَ عَلَى الْقَاعِدِيْنَ كَحُرْمَةِ أُمَّهَاتِهِمْ ، مَا مِنْ رَجُلٍ مِنَ الْقَاعِدِيْنَ يَخْلُفُ رَجُلاً مِنَ الْمُجَاهِدِيْنَ فِيْ أَهْلِهِ فَيَخُوْنُهُ فِيْهِمْ إِلاَّ وَقَفَ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَيَأْخُذُ مِنْ حَسَنَاتِهِ مَا شَاءَ حَتَّى يَرْضَى » ثُمَّ الْتَفَتَ إِلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : « مَا ظَنُّكُمْ ؟ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩০. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জিহাদে অংশ গ্রহণকারী মুজাহিদদের স্ত্রীদের সম্মান-সম্ভ্রম রক্ষা করা বাড়িতে অবস্থানকারী পুরুষদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। যদি বাড়িতে অবস্থানকারী কোন ব্যক্তিকে কোন মুজাহিদ পরিবারের দেখাশুনার দায়িত্ব দেয়া হয়, আর সে যদি তাতে খিয়ানত করে তবে কিয়ামতের দিন মুজাহিদ ব্যক্তি যত খুশী তার নেকী থেকে নিয়ে নিতে পারবে। অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি মনে কর ? (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ تَشَبُّهِ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ وَالنِّسَاءُ بِالرِّجُلِ فِيْ لِبَاسٍ وَحَرْكَةٍ وَغَيْرِ ذٰلِكَ.

www.BANGLAKITAB.com

অনুচ্ছেদ ঃ পোশাক-পরিচ্ছদ, চাল-চলন, আচার-ব্যবহার ইত্যাদিতে পুরুষ কর্তৃক নারীর এবং নারী কর্তৃক পুরুষের অনুকরণ হারাম।

١٦٣١- عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُخَنَّثِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ ، وَالْمُتَرَجِّلَاتِ مِنَ النِّسَاءِ .

وَفِيْ رِوَايَةٍ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الْمُتَشَبِّهِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِنَ النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৩১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের বেশধারণকারী পুরুষ এবং পুরুষের বেশধারণকারী নারীদের প্রতি লা'নত করেছেন।

অন্য বর্ণনায় আছে ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদের অনুকরণকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের অনুকরণকারী নারীদের লা'নত করেছেন। (বুখারী)

١٦٣٢- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ الرَّجُلُ يَلْبَسُ لِبْسَةَ الْمَرْأَةِ ، وَالْمَرْأَةَ تَلْبَسُ لِبْسَةَ الرَّجُلِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৩২. হযর আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীর পোষাক পরিধানকারী পুরুষ এবং পুরুষের পোষাক পরিধানকারী নারীদের লা'নত করেছেন। (আবূ দাঊদ)

١٦٣٣- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « صِنْفَانِ مِنْ أَهْلِ النَّارِ لَمْ أَرَهُمَا : قَوْمٌ مَعَهُمْ سِيَاطٌ كَأَذْنَابِ الْبَقَرِ يَضْرِبُوْنَ بِهَا النَّاسَ ، وَنِسَاءٌ كَاسِيَاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيْلَاتٌ ، رُؤُوْسُهُنَّ كَأَسْنِمَةِ الْبُخْتِ الْمَائِلَةِ لَا يَدْخُلْنَ الْجَنَّةَ ، وَلَا يَجِدْنَ رِيْحَهَا وَإِنَّ رِيْحَهَا لَيُوْجَدُ مِنْ مَسِيْرَةِ كَذَا وَكَذَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩৩. হযরত আবু হুরায়রা (সা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দোযখীদের এমন দু'টি দল রয়েছে যাদের আমি দেখিনি। তাদের এক দলের হাতে গরুর লেজের মত চাবুক থাকবে। তারা তা দিয়ে লোকদের মারবে। আর এক দল হবে নারীদের। তাদেরকে পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধান করা সত্ত্বেও উলঙ্গ দেখাবে। গর্বের সাথে নৃত্যের ভঙ্গিতে বাহু দুলিয়ে পথে চলবে। বুখ্‌তী উটের উঁচু কুঁজের মত করে খোপা বাঁধবে। এসব নারী কখনও জান্নাতে প্রবেশ লাভ করবে না। জান্নাতের সুগন্ধিও পাবে না। অথচ জান্নাতের সুগন্ধ অনেক অনেক দূর থেকে পাওয়া যাবে। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ النَّهِي عَنِ التَّشَبُّهِ بِالشَّيْطَانِ وَالْكُفَّارِ

অনুচ্ছেদ ঃ শয়তান ও কাফিরদের অনুকরণ করা নিষেধ।

١٦٣٤– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَتَأْكُلُوْا بِالشِّمَالِ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ وَيَشْرَبُ بِشِمَالِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "বাম হাত দিয়ে পানাহার করো না। কেননা শয়তান বাম হাত দিয়ে পানাহার করে"। (মুসলিম)

١٦٣٥– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَأْكُلَنَّ أَحَدُكُمْ بِشِمَالِهِ وَلاَ يَشْرَبَنَّ بِهَا فَإِنَّ الشَّيْطَانَ يَأْكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَشْرَبُ بِهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্নিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন ঃ "তোমাদের কেউ যেন কখনো বাঁ হাত দিয়ে না খায় এবং বাঁ হাত দিয়ে পান না করে। কেননা শয়তান বা হাত দিয়ে খায় এবং পান করে"। (মুসলিম)

١٦٣٦– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ « إِنَّ الْيَهُوْدَ وَالنَّصَارَى لاَ يَصْبِغُوْنَ فَخَالِفُوْهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৩৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ইয়াহুদী ও খ্রিস্টানরা খিযাব ব্যাবহার করে না। অতএব তোমরা এর বিপরীত কর"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ نَهِي الرَّجُلِ وَالْمَرْأَةِ عَنْ خِضَابِ شَعْرِهِمَا بِسَوَادٍ

অনুচ্ছেদঃ নারী পুরুষ সবার চুলে কালো খিযাব ব্যাবহার করা নিষেধ।

١٦٣٧– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : أُتِيَ بِأَبِيْ قُحَافَةَ وَالِدِ أَبِيْ بَكْرٍ الصِّدِّيْقِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَّةَ وَرَأْسُهُ وَلِحْيَتُهُ كَالثَّغَامَةِ بَيَاضًا، فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « غَيِّرُوْا هٰذَا وَاجْتَنِبُوْا السَّوَادَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৩৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মক্কা বিজয়ের দিন হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রা.)-এর পিতা আবু কোহাফাকে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাছে হাযির করা হল। তাঁর দাড়িও মাথার চুল 'সাগামা' নামক ঘাসের মত সাদা ছিল। রাসূলুল্লাহ

www.BANGLAKITAB.com

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "চুলের এই রং কিছু দিয়ে পরিবর্তন কর। তবে কালো করা থেকে বিরত থাক" ।(মুসলিম)

بَابُ النَّهِي عَنِ الْقَزَعِ وَحَلَقِ بَعْضِ الرَّأسِ دُوْنَ بَعْضٍ وَاِبَاحَةِ حَلْقِهِ كُلُّهُ لِلرَّجُلِ دُوْنَ الْمَرْأَةِ

অনুচ্ছেদঃ মাথার কিছু অংশ মুন্ডানো নিষেধ। মাথার কিছু অংশ মুড়ে কিছু অংশে চুল রেখে দেয়া নিষেধ। পুরুষের জন্য সম্পূর্ণ মাথা মুড়ে ফেলা জায়েয। কিন্তু নারীদের জন্য মাথা মুড়ে ফেলা জায়িয নয়।

١٦٣٨– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْقَزَعِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৩৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাথার চুলের কিছু অংশ মুন্ডন করে কিছু অংশে চুল রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ওমুসলিম)

١٦٣٩– وَعَنْهُ قَالَ : رَأَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَبِيًّا قَدْ حُلِقَ بَعْضُ شَعْرِ رَأْسِهِ وَتُرِكَ بَعْضُهُ فَنَهَاهُمْ عَنْ ذٰلِكَ وَقَالَ : « احْلِقُوْهُ كُلُّهُ ، أَوِ اتْرُكُوْهُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৩৯. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি শিশুকে দেখতে পেলেন। তার মাথার চুলের কিছু অংশ মুন্ডন করা হয়েছিল, আর কিছুটা রেখে দেয়া হয়েছিল। তিনি তাদেরকে এরূপ করতে নিষেধ করলেন। তিনি বললেন ঃ হয় সম্পূর্ণ মাথা মুন্ডন কর নয় সম্পূর্ণ চুল রেখে দাও। (আবু দাউদ)

١٦٤٠– وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ أَمْهَلَ آلَ جَعْفَرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ ثَلَاثًا ، ثُمَّ أَتَاهُمْ فَقَالَ : « لَا تَبْكُوْا عَلَى أَخِيْ بَعْدَ الْيَوْمِ ». ثُمَّ قَالَ : « ادْعُوْا لِيْ بَنِيْ أَخِيْ » فَجِيءَ بِنَا كَأَنَّا أَفْرُخٌ فَقَالَ : « ادْعُوْا لِيَ الْحَلَّاقَ » فَأَمَرَ ، فَحَلَقَ رُؤُوْسَنَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৪০. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন জাফর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম জাফরের পরিবার পরিজনকে তাঁর শাহাদাত বরণ করার পর শোক পালনের জন্য তিন দিন সময় দিলেন। তৃতীয় দিনে তিনি তাদের কাছে আসলেন এবং বললেনঃ আজকের পর থেকে আমার ভাইয়ের জন্য আর কেঁদো না। তিনি আরও বললেন ঃ আমার

www.BANGLAKITAB.com

ভাইয়ের সন্তানদেরকে ডাক। আমাদেরকে আনা হল। দুঃখ বেদনায় আমরা অবোধ শিশুর মত হয়ে গেলাম। তিনি বললেন ঃ আমার জন্য নাপিত ডাক। তিনি আমাদের মাথা ন্যাড়া করে দেয়ার জন্য তাকে নির্দেশ দিলেন। (আবু দাউদ)

١٦٤١- وَعَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ تَحْلِقَ الْمَرْأَةُ رَأْسَهَا. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

১৬৪১. হযরত আলী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নারীদেরকে তাদের মাথা মুড়তে নিষেধ করেছেন। (নাসায়ী)

بَابُ تَحْرِيْمِ وَصَلِ الشَّعَرِ وَالْوَشْمِ وَالْوَشْرِ وَهُوَ تَحْدِيْدُ الْأَسْنَانِ

অনুচ্ছেদঃ পরচুলা লাগানো, উল্কি অংক ও দাত চেঁছে চিকন করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

إِنْ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ إِلاَّ إِنَاثًا وَّإِنْ يَدْعُوْنَ إِلاَّ شَيْطَانًا مَرِيْدًا لَعَنَهُ اللّٰهُ وَقَالَ : لَأَتَّخِذَنَّ مِنْ عِبَادِكَ نَصِيْبًا مَّفْرُوْضًا ، وَّلَأُضِلَّنَّهُمْ وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ ، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ ، وَلَآمُرَنَّهُمْ فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللّٰهِ ....

[النساء : ١١٧ ، ١١٩]

"তারা আল্লাহকে বাদ দিয়ে দেবীসমুহকে মা'বূদরূপে গ্রহণ করে। তারা দিদ্রোহী শয়তানকেও মা'বূদ হিসাবে গ্রহণ করে যার উপর রয়েছে আল্লাহর লা'নত। এই শয়তান আল্লাহকে বলেছিল ঃ "আমি তোমার বান্দাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট অংশ অবশ্যই নিয়ে ছাড়ব। আমি তাদেরকে পথভ্রষ্ট করব, আমি তাদেরকে নানারূপ আশা -আকাঙ্ক্ষায় জড়িত করব; আমি তাদেরকে আদেশ করব আর তারা জীবজন্তুর কান ছেদন করবে। আমি তাদেরকে আদেশ করব; আর তারা আল্লাহর সৃষ্টিকে স্বাভাবিক পথে না চালিয়ে তাতে রদবদল করতে......।" (সূরা নিসা ঃ ১১৭-১২১)

١٦٤٢- وَعَنْ أَسْمَاءَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ امْرَأَةً سَأَلَتِ النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَتْ: يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّ ابْنَتِي أَصَابَتْهَا الْحَصْبَةُ فَتَمَرَّقَ شَعْرُهَا وَإِنِّي زَوَّجْتُهَا أَفَأَصِلُ فِيْهِ ؟ فَقَالَ : « لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاصِلَةَ وَالْمَوْصُوْلَةَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪২. হযরত আসমা (রা.) থেকে বর্ণিত। একজন স্ত্রী লোক নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমার মেয়ের বসন্ত রোগ হয়েছে। ফলে তার মাথার চুল উঠে গিয়েছে। আমি তাকে বিয়ে দিয়েছি। তার মাথায় কি পরচুলা লাগাতে পারি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা পরচুলা ব্যবহারকারিণী এবং যে ব্যাবহার করায় উভয়কে লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٦٤٣- وَعَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ أَنَّهُ سَمِعَ مُعَاوِيَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَامَ حَجَّ عَلَى الْمِنْبَرِ وَتَنَاوَلَ قُصَّةً مِنْ شَعْرٍ كَانَتْ فِي يَدِ حَرَسِيٍّ فَقَالَ : يَاأَهْلَ الْمَدِيْنَةِ أَيْنَ عُلَمَاؤُكُمْ ؟ ! سَمِعْتُ النَّبِيَّ ﷺ يَنْهَى عَنْ مِثْلِ هَذِهِ. وَيَقُوْلُ : « إِنَّمَا هَلَكَتْ بَنُوْ إِسْرَائِيْلَ حِيْنَ إِتَّخَذَ هَذِهِ نِسَاؤُهُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৩. হযরত হুমায়েদ ইব্ন আবদুর রহমান (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি যে বছর হজ্জ করেছিলেন, সে বছর হযরত মু'আবিয়া (রা.)-কে গোলামের কাছ থেকে এক গুচ্ছচুল হাতে নিয়ে মিম্বরের উপর দাঁড়িয়ে বলতে শুনেছেন ঃ হে মদীনাবাসিগণ! তোমাদের আলিমগণ কোথায় ? আমি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে এরূপ চুল ব্যবহার করতে নিষেধ করতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ বনী ঈসরাঈলের মহিলারা যখন এরূপ চুলের গুচ্ছ (পরচুলা) ব্যবহার করা শুরু করলো, তখনই বনী ইসরাঈলীদের ধ্বংস শুরু হল। (বুখারীও মুসলিম)

١٦٤٤- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ لَعَنَ الْوَاصِلَةَ وَالْمُسْتَوْصِلَةَ وَالْوَاشِمَةَ وَالْمُسْتَوْشِمَةَ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরচুলা ব্যবহারকারিণী, তা প্রস্তুতকারিণী, উল্কি অংকনকারিণী এবং যে নারী উল্কি অংকন করায় তদের সবাইকে লা'নত করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٤٥- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : لَعَنَ اللّٰهُ الْوَاشِمَاتِ وَالْمُسْتَوْشِمَاتِ وَالْمُتَنَمِّصَاتِ ، وَالْمُتَفَلِّجَاتِ لِلْحُسْنِ ، اَلْمُغَيِّرَاتِ خَلْقَ اللّٰهِ ! فَقَالَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فِيْ ذَلِكَ ، فَقَالَ : وَمَا لِيْ لاَ أَلْعَنُ مَنْ لَعَنَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ وَهُوَ فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ ؟ ! قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا (الحشر : ٧) مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৫.হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, যে সব মেয়ে শরীরে উল্কি এঁকে নেয়, আর যারা এঁকে দেয়, সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্য দাঁত ঘর্ষণকারিণী এবং চোখের পাতা বা ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী এবং এভাবে আল্লাহর সৃষ্টিতে পরিবর্তন আনয়ন কারিণীদের আল্লাহ লা'নত করেছেন। জৈনকা মহিলা হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ যাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন আমি তাকে কেন লা'নত করব না, আর এটা ত কুরআন পাকেও আছে। আল্লাহ তা'য়ালা বলেছেন ঃ "রাসূল তোমাদেরকে যা কিছু দেন তা তোমরা গ্রহণ কর, আর যে জিনিষ থেকে বিরত থাকতে বলেন তা থেকে বিরত থাক" ।(সুরা হাশ্‌রঃ ৭)(বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ النَّهِي عَنْ نَتْفِ الشَّيْبِ مِنَ اللِّحْيَةِ وَالرَّأْسِ وَغَيْرِ هِمَا وَعَنْ نَتْفِ الْأَمْرِ شَعْرِ لِحْيَتِهِ عِنْدَ أَوَّلِ طُلُوْعِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ সাদা দাড়ি ও মাথার সাদা চুল তোলা নিষেধ। যুবকের দাড়ি গজালে তা চেঁছে ফেলা নিষেধ।

١٦٤٦– عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ تَنْتِفُوْا الشَّيْبَ ؛ فَإِنَّهُ نُوْرُ الْمُسْلِمِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » حَدِيْثٌ حَسَنٌ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ بِأَسَانِيْدَ حَسَنَةٍ. قَالَ التِّرْمِذِيُّ : هُوَ حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৬৪৬. হযরত আমর ইব্‌ন শু'আইব (রা.) তাঁর পিতার কাছ থেকে এবং তিনি তাঁর দাদার কাছ থেকে বর্ণনা করেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বার্ধক্য (সাদাচুলকে) উপড়ে ফেলো না। কেননা তা কিয়ামতের তিন মুসলমানের জন্য আলোকবর্তিকা হবে। এটি একটি হাসান হাদীস। আবু দাউদ, তিরমিযী ও নাসাঈ উত্তম সনদে হাদসিটি বর্ণনা করেছেন। ইমাম তিরমিযী (র). বলেছেন, এটি একটি হাসান হাদীস।

١٦٤٧– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৪৭. হযরত হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যে ব্যক্তি এমন কোন কাজ করলো যে বিষয়ে আমাদের কোন অনুমোদন নেই তা বাতিল।" (মুসলিম)।

بَابُ كَرَاهَةِ الْاِسْتِنْجَاءِ بِالْيَمِيْنِ وَمَسِّ الْفَرْجِ بِالْيَمِيْنِ مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদঃ ডান হাত দিয়ে শৌচক্রিয়া করা এবং বিনা প্রয়োজনে লজ্জাস্থানে ডান হাত লাগানো খারাপ।

١٦٤٨ – عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا بَالَ أَحَدُكُمْ فَلاَ يَأْخُذَنَّ ذَكَرَهُ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَسْتَنْجِ بِيَمِيْنِهِ وَلاَ يَتَنَفَّسْ فِي الإِنَاءِ ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৮. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বণানা করেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পেশাব করার সময় তোমরা কেউ যেন ডান হাত দিয়ে লিংগ স্পর্শ এবং শৌচক্রিয়া না কর। আর পানি পান করার সময় পাত্রের মধ্যে নিঃশ্বাস না ফেল। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ كَرَاهَةِ الْمَشِيِ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ أَوْ خُفٍّ وَاحِدٍ لِغَيْرِ عُذْرٍ وَكَرَاهَةُ لُبْسِ النَّعْلِ وَالْخُفِّهِ قَائِمًا لِغَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা ওযরে এক পায়ে জুতা, মোজা পরে চলাফেরা করা এবং দাঁড়িয়ে জুতা ও মোজা পরা মকরূহ।

١٦٤٩- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَيَمْشِ أَحَدُكُمْ فِى نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيَنْعَلْهُمَا جَمِيْعًا أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيْعًا». وَفِى رِوَايَةٍ «أَوْ لِيُحْفِهِمَا جَمِيْعًا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন এক পায়ে জুতা পরে না হাঁটে। হয় উভয় পায়ে জুতা পরিধান করবে অথবা উভয় পা খালি রাখবে। অন্য বর্ণনায় আছে, উভয় পাকে অনাবৃত রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٠- وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : «إِذَا انْقَطَعَ شَسْعُ نَعْلِ أَحَدِكُمْ فَلاَ يَمْشِ فِى الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা কারো একটি জুতার ফিতে ছিড়ে গেলে তা ঠিক না করা পর্যন্ত অন্য জুতাটি পায়ে দিয়ে চলবে না। শুধু এক পায়ে জুতা পরে চলবে না। (মুসলিম)

١٦٥١- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى أَنْ يَنْتَعِلَ الرَّجُلُ قَائِمًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ حَسَنٍ.

১৬৫১. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি দাঁড়িয়ে জুতা পরতে নিষেধ করেছেন। ইমাম আবু দাউদ হাসান সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ النَّهِى عَنْ تَرْكِ النَّارِ فِى الْبَيْتِ عِنْدَ النَّوْمِ أَوْنَحْوهُ سَوَاءٌ كَانَتْ فِى سِرَاجٍ أَوْ غَيْرِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ঘরে জ্বলন্ত আগুন বা প্রদীপ রেখে ঘুমানো নিষেধ।

١٦٥٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : «لاَتَتْرُكُوْا النَّارَ فِى بُيُوْتِكُمْ حِيْنَ تَنَامُوْنَ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬৫২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুমানোর সময় তোমরা ঘরে আগুন জ্বালিয়ে রেখো না। (বুখারীও মুসলিম)

١٦٥٣- وَعَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : احْتَرَقَ بَيْتٌ بِالْمَدِينَةِ عَلَى أَهْلِهِ مِنَ اللَّيْلِ ، فَلَمَّا حُدِّثَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ بِشَأْنِهِمْ قَالَ : « إِنَّ هَذِهِ النَّارَ عَدُوٌّ لَكُمْ ، فَإِذَا نِمْتُمْ ، فَأَطْفِئُوهَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫৩. হযরত আবু মুসা আশা'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, এক সময় মদীনাতে একটি ঘরে রাতের বেলা আগুন লেগে পুড়ে গেল। ঘটনাটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে বলা হলে তিনি বললেন ঃ আগুন তোমাদের শত্রু। তাই যখন ঘুমাতে যাবে তখন তা নিভিয়ে ফেলবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٤- وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ : « غَطُّوا الْإِنَاءَ وَأَوْكِئُوا السِّقَاءَ ، وَأَغْلِقُوا الْبَابَ ، وَأَطْفِئُوا السِّرَاجَ ، فَإِنَّ الشَّيْطَانَ لَا يَحِلُّ سِقَاءً وَلَا يَفْتَحُ بَابًا وَلَا يَكْشِفُ إِنَاءً فَإِنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلَّا أَنْ يَعْرُضَ عَلَى إِنَائِهِ عُودًا وَيَذْكُرَ اسْمَ اللَّهِ فَلْيَفْعَلْ فَإِنَّ الْفُوَيْسِقَةَ تُضْرِمُ عَلَى أَهْلِ الْبَيْتِ بَيْتَهُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৫৪. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রাতে শোবার আগে পাত্র ঢেকে রাখ, মশ্‌কের মুখ বেঁধে রাখ, ঘরের দরজা বন্ধ রাখ এবং বাতি নিভিয়ে দাও। কেননা শয়তান বন্ধ মশ্‌কের মুখ ও বন্ধ দরজাও খোলে না; ঢেকে রাখা পাত্রের ঢাকনাও উঠায় না। তোমাদের কেউ যদি পাত্র ঢাকার কিছু না পায় তবে অন্তত পাত্রের উপর একখন্ড কাঠ রেখে দেবে অথবা আল্লাহর নাম নিয়ে রেখে দেবে। কেননা অনেক সময় ইঁদুর বাড়ীতে আগুন লাগিয়ে দেয়। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّكَلُّفِ وَهُوَ فِعْلٌ وَقَوْلٌ مَا لَا مَصْلَحَةَ فِيهِ بِمَشَقَّةٍ

অনুচ্ছেদঃ ভান করা নিষেধ। সেটা কাজ, কথায় এমন ভণিতা করা যার মাঝে কোন কল্যাণ নেই।

মহান আল্লাহর বাণীঃ

قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ (ص : ٨٦)

"হে নবী এদেরকে বলুন, এ দীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি ভানকারীদের অন্তর্ভুক্ত নই"। (সূরা ছোয়াদ ঃ ৮৬)

www.BANGLAKITAB.com

١٦٥٥- وَعَنْ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نُهِيْنَا عَنِ التَّكَلُّفِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৫৫. হযরত উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমাদেরকে ভান বা কৃত্রিম লৌকিকিতা প্রদর্শন করতে নিষেধ করা হয়েছে। (বুখারী)

١٦٥٦- وَعَنْ مَسْرُوْقٍ قَالَ : دَخَلْنَا عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : يَا أَيُّهَا النَّاسُ مَنْ عَلِمَ شَيْئًا فَلْيَقُلْ بِهِ ، وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ ، فَلْيَقُلْ : اَللّٰهُ أَعْلَمُ ، فَإِنَّ مِنَ الْعِلْمِ أَنْ تَقُوْلَ لِمَا لاَ تَعْلَمُ : اَللّٰهُ أَعْلَمُ. قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى لِنَبِيِّهِ ﷺ : قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِيْنَ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৫৬. হযরত মাসরূক (রা) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আমরা আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (র.)-এর কাছে গেলে তিনি বললেন ঃ হে লোকেরা! কারো কোন কিছু জানা থাকলে তা বলা কর্তব্য। কিন্তু যে ব্যক্তির জানা নেই সে যেন বলে আল্লাহই সর্বাধিক জানেন। কেননা যে সম্পর্কে মানুষের জ্ঞান নাই সে সম্পর্কে 'আল্লাহ-ই ভালো জানেন' বলাটাই তার জ্ঞানের পরিচায়ক। আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে লক্ষ্য করে বলেছেনঃ "হে নবী! এদেরকে বলুন, এই দীন প্রচারের জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন পারিশ্রমিক চাই না। আর আমি ভাণকারী নই।"(বুখারী)

بَابُ تَحْرِيْمِ النِّيَاحَةِ عَلَى الْمَيِّتِ وَلَطْمِ الْخَدِّ وَشَقِّ الْجَيْبِ وَنَتْفِ الشَّعْرِ وَحَلْقِهِ وَالدُّعَاءِ بِالْوَيْلِ وَالثُّبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ মৃতের জন্য বিলাপ করা হারাম। মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা, মুখে চপোটাঘাত করা, জামার বুক চিড়ে ফেলা, মাথা মুড়ে ফেলা, বিপদ ডাকা ইত্যাদি কাজ হারাম।

١٦٥٧- عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « الْمَيِّتُ يُعَذَّبُ فِيْ قَبْرِهِ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ » وَفِيْ رِوَايَةٍ : « مَا نِيْحَ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫৭. হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "মৃতের জন্য যে বিলাপ করা হয় তার জন্য তাকে কবরে শাস্তি দেয়া হয়"। (বুখরী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٦٥٨- وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَيْسَ مِنَّا مَنْ ضَرَبَ الْخُدُوْدَ ، وَشَقَّ الْجُيُوْبَ وَدَعَا بِدَعْوَى الْجَاهِلِيَّةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি বিপদের সময় নিজের গালে চপোটাঘাত করবে, বুকের কাপড় ছিড়ে মাতম করবে এবং জাহেলী যুগের মানুষের ন্যায় কথাবার্তা বলবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٥٩- وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ قَالَ وَجِعَ أَبُوْ مُوْسَى فَغُشِيَ عَلَيْهِ وَرَأْسُهُ فِي حِجْرِ امْرَأَةٍ مِنْ أَهْلِهِ فَأَقْبَلَتْ تَصِيْحُ بِرَنَّةٍ فَلَمْ يَسْتَطِعْ أَنْ يَرُدَّ عَلَيْهَا شَيْئًا ؛ فَلَمَّا أَفَاقَ ، قَالَ : أَنَا بَرِيءٌ مِمَّنْ بَرِئَ مِنْهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : إِنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ بَرِيءٌ مِنَ الصَّالِقَةِ ، وَالْحَالِقَةِ ، وَالشَّاقَّةِ ! مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৫৯. হযরত আবু বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একবার আবু মূসা (রা.) কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে ছিলেন এবং মাঝে মাঝে সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ছিলেন। তাঁর বাড়ীর এক মহিলার কোলে তাঁর মাথা রাখা ছিল। স্ত্রীলোকটি চিৎকার করে কাঁদছিল। তাকে কিছু বলার মত শক্তি আবু মূসার ছিলা না। যখন কিছুটা সংজ্ঞা ফিরে আসল তখন তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যার প্রতি অসন্তুষ্ট আমিও তার প্রতি অসন্তুষ্ট। যে নারী চিৎকার করে বিপদে মাথার চুল মুণ্ডন করে এবং পরিধেয় বস্ত্র ফেড়ে ফেলে, তার প্রতি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া মাল্লাম অসন্তুষ্ট ছিলেন। (বুখারী ও মসলিম)

(**'আস্‌সালিকাহ'** ঃ যে নারী মৃতের জন্য উচ্চস্বরে বিলাপ করে কাঁদে।

'আল-হালিকা' ঃ যে নারী বিপদের সময় মাথার চুল মুণ্ডন করে।

'আশ-শাককাহ্‌' ঃ যে নারী বিপদের সময় বুকের কাপড় টেনে ছিড়ে ফেলে))

١٦٦٠- وَعَنِ الْمُغِيْرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ نِيْحَ عَلَيْهِ فَإِنَّهُ يُعَذَّبُ بِمَا نِيْحَ عَلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৬০. হযরত মুগীরা ইব্‌ন শু'বা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া মাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির জন্য বিলাপ করে কাঁদা হয় তাকে ওই কাঁদার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত শাস্তি দেয়া হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٦٦١– وَعَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ بِضَمِّ النُّوْنِ وَفَتْحِهَا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَتْ: أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عِنْدَ الْبَيْعَةِ أَنْ لاَ نَنُوْحَ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৬১. হযরত উম্মে আতিয়া নুসাইবা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ বাইয়াত গ্রহণের সময় মৃতের জন্য বিলাপ করে না কাঁদার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের কাছ থেকে প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়েছিলেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦٢– وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيْرٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : أُغْمِىَ عَلَى عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ رَوَاحَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ. فَجَعَلَتْ أُخْتُهُ تَبْكِى وَتَقُوْلُ : وَاجَبَلاَهُ، وَاكَذَا ، وَاكَذَا : تُعَدِّدُ عَلَيْهِ. فَقَالَ حِيْنَ أَفَاقَ : مَا قُلْتِ شَيْئًا إِلاَّ قِيْلَ لِىْ : أَنْتَ كَذَلِكَ ؟ ! رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৬৬২. হযরত নু'মান ইব্‌ন বাশীর (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন রাওয়াহা (রা.) অসুস্থতার কারণে বেহুশ হয়ে পড়লেন। তার বোন কাঁদতে শুরু করল এবং বলতে লাগল; হে পাহাড় আফসোস ! এবং হে এরূপ হে সেরূপ, অর্থাৎ তার বৈশিষ্ট্য বর্ণনা করছিল। সংজ্ঞা ফিরে আসলে, তিনি তাঁর বোনকে বললেন ঃ তুমি যা কিছু বলেছ সে সম্পর্কে আমাকে জিজ্ঞেস করা হয়েছে ঃ তুমি কি সত্যিই এরূপ ? (বুখারী)

١٦٦٣– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : اشْتَكَى سَعْدُ بْنُ عُبَادَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ شَكْوَى ، فَأَتَاهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ يَعُوْدُهُ مَعَ عَبْدِ الرَّحْمٰنِ بْنِ عَوْفٍ وَسَعْدِ بْنِ أَبِىْ وَقَّاصٍ وَعَبْدِ اللّٰهِ بْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمْ ، فَلَمَّا دَخَلَ عَلَيْهِ وَجَدَهُ فِىْ غَشْيَةٍ فَقَالَ : « أَقَضَى ؟ قَالُوْا : لاَ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ. فَبَكَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ . فَلَمَّا رَأَى الْقَوْمُ بُكَاءَ النَّبِىِّ ﷺ بَكَوْا ، قَالَ : « أَلاَ تَسْمَعُوْنَ ؟ إِنَّ اللّٰهَ لاَ يُعَذِّبُ بِدَمْعِ الْعَيْنِ ، وَلاَ بِحُزْنِ الْقَلْبِ ، وَلَكِنْ يُعَذِّبُ بِهٰذَا » وَأَشَارَ إِلَى لِسَانِهِ « أَوْ يَرْحَمُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৬৩. হযরত আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ একদা সা'দ ইব্‌ন উবাদা (রা.) রোগাক্রান্ত হয়ে পড়লেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, আবদুর রহমান ইব্‌ন আওফ, সা'দ ইব্‌ন আবু ওয়াক্‌কাস এবং আবদুল্লাহ্ ইব্‌ন মাসউদ (রা.)-কে সাথে নিয়ে তাঁকে দেখতে গেলেন। তাঁরা তাঁকে সংজ্ঞাহীন অবস্থায় দেখলেন। রাসূলুল্লাহ (সা.) জিজ্ঞেস করলেন, মারা গেছে কি ? লোকেরা বলল, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ্। তখন

www.BANGLAKITAB.com

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাঁদতে লাগলেন। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কাঁদতে দেখে লোকেরাও কাঁদতে লাগল। তিনি বললেন ঃ তোমরা কি শুনবে না ? নিশ্চয়ই আল্লাহ্ চোখের পানিও অন্তরের ব্যথা-বেদনার জন্য শাস্তি দিবেন না। বরং এটার জন্য শাস্তি দিবেন। অথবা এটার কারণে রহম করবেন। এই বলে তিনি তাঁর জিহ্বার দিকে ইশারা করে দেখালেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٦٤- وَعَنْ أَبِى مَالِكٍ الْأَشْعَرِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « النَّائِحَةُ إِذَا لَمْ تَتُبْ قَبْلَ مَوْتِهَا تُقَامُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالٌ مِنْ قَطِرَانٍ ، وَدِرْعٌ مِنْ جَرَبٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৬৪. হযরত আবু মালিক আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ (মৃতের জন্য) বিলাপ করা ক্রন্দনকারিণী মৃত্যুর পূর্বে তাওবা না করলে কিয়ামতের দিন তাকে আলকাতরার তৈরী পরিধেয় এবং দস্তার তৈরী জামা পরিয়ে উঠানো হবে। (মুসলিম)

١٦٦٥- وَعَنْ أَسِيْدِ بْنِ أَبِىْ أَسِيْدٍ التَّابِعِىِّ عَنِ امْرَأَةٍ مِنَ الْمُبَايِعَاتِ قَالَتْ: كَانَ فِيْمَا أَخَذَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ فِى الْمَعْرُوْفِ الَّذِىْ أَخَذَ عَلَيْنَا أَنْ لَانَعْصِيَهُ فِيْهِ : أَنْ لاَ نَخْمِشَ وَجْهًا وَلاَ نَدْعُوَ وَيْلاً وَلاَ نَشُقَّ جَيْبًا ، وَأَنْ لاَ نَنْشُرَ شَعْرًا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৬৫. হযরত উসাইদ ইব্ন আবু উসাইদ তাবেয়ী বাই'আতকারিণী কোন একজন মহিলা থেকে বর্ণনা করেছেন। উক্ত মহিলা বলেছেন ঃ ভাল কাজ করা সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের নিকট থেকে যে বাই'আত গ্রহণ করেছিলেন, তার মধ্যে ছিল যে আমরা যেন এ বিষয়ে অর্থাৎ মারূফ বা ভাল কাজে তাঁর নাফরমানী না করি, খামচিয়ে চেহারা রক্তাক্ত না করি, ধ্বংস বা বিপদ নাই চাই, বুকের কাপড় না ফাঁড়ি এবং মাথার চুল যেন না ছিঁড়ি। (আবূ দাঊদ)

١٦٦٦- وَعَنْ أَبِىْ مُوْسَى رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَا مِنْ مَيِّتٍ يَمُوْتُ ، فَيَقُوْمُ بَاكِيْهِمْ ، فَيَقُوْلُ : وَاجَبَلاَهُ ، وَاسَيِّدَاهُ ، أَوْ نَحْوَ ذٰلِكَ إِلاَّ وُكِّلَ بِهِ مَلَكَانِ يَلْهَزَانِهِ : أَهٰكَذَا كُنْتَ ؟ ! » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৬৬৬. হযরত আবু মূসা আশ'আরী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন মানুষ মারা গেলে তার জন্য ক্রন্দনকারীরা হায়রে পাহাড়! হায়রে

www.BANGLAKITAB.com

নেতা ইত্যাদি বলে কাঁদে। তখন ঐ মৃতের জন্য দুইজন ফিরিশ্‌তা নিয়োজিত করা হয়। তারা তাকে ঘুষি মারে আর বলে, তুমি কি সত্যিই ছিলে। (তিরমিযী)

١٦٦٧– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «اثْنَتَانِ فِى النَّاسِ هُمَا بِهِمْ كُفْرٌ : الطَّعْنُ فِى النَّسَبِ ، وَالنِّيَاحَةُ عَلَى الْمَيِّتِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৬৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের মধ্যে দু'টি স্বভাব কুফ্‌রী হিসেবে গণ্য। (সে দু'টি হলো ঃ) কারো বংশে অপবাদ আরোপ করা বা বংশ কুলে গালি দেয়া এবং মৃতের জন্য বিলাপ করে কাঁদা। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِى عَنْ إِتْيَانِ الْكُهَّانِ وَالْمُنَجِّمِيْنَ

অনুচ্ছেদ ঃ জ্যোতিষী এবং ভাগ্য গণনাকারী প্রভৃতির কাছে যাওয়া নিষেধ।

١٦٦٨– عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ سَأَلَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ أُنَاسٌ عَنِ الْكُهَّانِ فَقَالَ : « لَيْسُوْا بِشَىْءٍ فَقَالُوْا : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنَّهُمْ يُحَدِّثُوْنَنَا أَحْيَانًا بِشَىْءٍ فَيَكُوْنُ حَقًّا ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « تِلْكَ الْكَلِمَةُ مِنَ الْحَقِّ يَخْطَفُهَا الْجِنِّىُّ. فَيَقُرُّهَا فِى أُذُنِ وَلِيِّهِ ، فَيَخْلِطُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِى رِوَايَةٍ لِلْبُخَارِىِّ عَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَنْزِلُ فِى الْعَنَانِ وَهُوَ السَّحَابُ فَتَذْكُرُ الْأَمْرَ قُضِىَ فِى السَّمَاءِ ، فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعَ فَيَسْمَعُهُ فَيُوْحِيْهِ إِلَى الْكُهَّانِ فَيَكْذِبُوْنَ مَعَهَا مِائَةَ كَذْبَةٍ مِنْ عِنْدِ أَنْفُسِهِمْ ».

১৬৬৮. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, কিছু সংখ্যক লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে গণকদের সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ ঐ গুলি কিছুই নয়। লোকেরা বলল, ইয়া রাসূলাল্লাহ্! তারা কখনও কখনও আমাদেরকে এমন সব কথা বলে যা প্রকৃতই সর্ত হয়। রাসূলাল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ওই গুলো সত্য কথা। জিনেরা (ফিরিশতাদের কাছ থেকে) আঁড়ি পেতে শুনে তা নিয়ে দ্রুত পালিয়ে আসে এবং তাদের বন্ধুকে কানেকানে বলে দেয়। অতঃপর গণকরা নিজেদের পক্ষ থেকে এর সাথে শত শত মিথ্যা কথা যোগ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে ফিরিশতারা (তাঁদের প্রতি অর্পিত) আল্লাহর নির্দেশ নিয়ে শূণ্য জগতে ছড়িয়ে পড়েন এবং জারিকৃত আসমানী নির্দেশ সম্পর্কে আলোচনা করতে থাকেন, শয়তান তখন চুরি করে তাদের কথা শুনে। অতঃপর সেইগুলো গণকদেরকে কানেকানে বলে দেয়। গণকরা এর সাথে নিজেদের পক্ষ থেকে শতশত মিথ্যা কথা যোগ করে।

١٦٦٩– وَعَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِى عُبَيْدٍ عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِيِّ ﷺ وَرَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَتَى عَرَّافًا فَسَأَلَّ عَنْ شَيْءٍ، فَصَدَّقَهُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلاَةٌ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৬৯. হযরত সাফিয়া বিন্ত আবু উবাইদা (রা.) নবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন এক স্ত্রীর মাধ্যমে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি গনক বা হস্তরেখাবিদের কাছে গিয়ে কোন বিষয়ে জানতে চাইল এবং (সে যা বলল তা) বিশ্বাস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত তার নামায কবুল হবে না"। (মুসলিম)

١٦٧٠– وَعَنْ قَبِيْصَةَ بْنِ الْمُخَارِقِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : الْعِيَافَةُ وَالطِّيَرَةُ وَالطَّرْقُ مِنَ الْجِبْتِ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৭০. হযরত কাবীসা ইব্‌ন মুখারিক (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ 'ইয়াফাহ' –রেখা টেনে 'তাইরাহ্' – কোন কিছু দেখে এবং 'তারক' – পাখি হাকিয়ে শুভাশুভ নির্ণয় আল্লাহদ্রোহিতামূলক কাজ। (আবূ দাঊদ)

١٦٧١– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنِ اقْتَبَسَ عِلْمًا مِنَ النُّجُوْمِ اقْتَبَسَ شُعْبَةً مِنَ السِّحْرِ زَادَ مَا زَادَ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৭১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি জ্যোতিষী বিদ্যা অর্জন করে সে প্রকারন্তরে যাদুবিদ্যাই অর্জন করে। যত অধিক জ্যোতিষী বিদ্যা অর্জন করবে তত অধিকই যেন যাদুবিদ্যা অর্জন করল।" (আবূ দাঊদ)

١٦٧٢– وَعَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ الْحَكَمِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قُلْتُ يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ إِنِّى حَدِيْثُ عَهْدٍ بِجَاهِلِيَّةٍ وَقَدْ جَاءَ اللّٰهُ تَعَالَى بِالْإِسْلاَمِ ، وَإِنَّ مِنَّا

www.BANGLAKITAB.com

رِجَالاً يَأْتُونَ الْكُهَّانَ ؟ قَالَ : « فَلاَ تَأْتِهِمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَتَطَيَّرُونَ ؟ قَالَ : ذَلِكَ شَيْءٌ يَجِدُونَهُ فِي صُدُورِهِمْ فَلاَ يَصُدُّهُمْ » قُلْتُ : وَمِنَّا رِجَالٌ يَخُطُّونَ؟ قَالَ : « كَانَ نَبِيٌّ مِنَ الْأَنْبِيَاءِ يَخُطُّ ، فَمَنْ وَافَقَ خَطَّهُ ، فَذَاكَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৭২. হযরত মু'আবিয়া ইব্‌ন হাকাম (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি বললাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ,! আমি সবে মাত্র জাহেলী যুগ ত্যাগ করেছি। আল্লাহ তা'আলা আমাকে ইসলাম গ্রহণের তাওফিক দিয়েছেন। আমাদের মধ্যে বেশ কিছু লোক গণকের কাছে যায়। তিনি বললেন ঃ তুমি তাদের কাছে যেও না। আমি বললাম, আমাদের কোন লোক পাখি উড়িয়ে শুভাশুভের পূর্ব লক্ষণ নির্ণয় করে। তিনি বললেন ঃ এগুলো তোমাদের মনের আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু এগুলো যেন তাদেরকে কোন কাজ থেকে বিরত না রাখে। আমি বললাম, আমাদের কিছু লোক হস্তরেখা বিশ্লেষণ করে। তিনি বললেন ঃ নবীদের মধ্যে একজন নবী হস্তরেখা বিশ্লেষণ করতেন। যদি কারো বিশ্লেষণ তাঁর অনুরূপ হয় তবে তা ঠিক। (মুসলিম)

١٦٧٣- وَعَنْ أَبِي مَسْعُودٍ الْبَدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ ثَمَنِ الْكَلْبِ وَمَهْرِ الْبَغِيِّ وَحُلْوَانِ الْكَاهِنِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৭৩. হযরত আবু মাসউদ বাদরী (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুরের মূল্য, বেশ্যার উপার্জন ও গণকের পারিশ্রমিক খেতে নিষেধ করেছন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ التَّطَيُّرِ

অনুচ্ছেদ ঃ শুভ বা অশুভ হওয়ার আকীদা পোষণ করা নিষেধ।

١٦٧٤- عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : « لاَ عَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ وَيُعْجِبُنِي الْفَأْلُ » قَالُوا : وَمَا الْفَأْلُ ؟ قَالَ : « كَلِمَةٌ طَيِّبَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৭৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে এবং অশুভ লক্ষণ বলতে কিছুই নেই। তবে আমি 'ফাল' পছন্দ করি। লোকেরা বলল 'ফাল" কি? তিনি বললেন 'ভাল কথা'। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٥- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ : لاَعَدْوَى وَلاَ طِيَرَةَ ، وَإِنْ كَانَ الشُّؤْمُ فِي شَيْءٍ فَفِي الدَّارِ ، وَالْمَرْأَةِ وَالْفَرَسِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬৭৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াছে ও কুলক্ষণ বলে কিছুই নেই। কোন কিছুর মধ্যে অশুভ লক্ষণ থাকলে, তা বাড়ি, স্ত্রীলোক ও ঘোড়ার মধ্যে থাকত। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٦- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ لاَ يَتَطَيَّرُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৭৬. হযরত বুরাইদা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কিছুকে অশুভ বা অলক্ষুণে বলে মনে করতেন না। (আবূ দাউদ)

١٦٧٧- وَعَنْ عُرْوَةَ بْنِ عَامِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : ذُكِرَتِ الطِّيَرَةُ عِنْدَ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَقَالَ : أَحْسَنُهَا الْفَأْلُ وَلاَ تَرُدُّ مُسْلِمًا فَإِذَا رَأَى أَحَدُكُمْ مَا يَكْرَهُ ، فَلْيَقُلْ : أَللّٰهُمَّ لاَ يَأْتِيْ بِالْحَسَنَاتِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ يَدْفَعُ السَّيِّئَاتِ إِلاَّ أَنْتَ ، وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ » حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৬৭৭. হযরত উরওয়াহ ইব্‌ন আমির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে অশুভ বা কুলক্ষণ সম্পর্কে আলোচনা হচ্ছিল। তিনি বললেন ঃ এর মধ্যে উত্তম হল 'ফাল'। কিন্তু অশুভ বলে কোন কিছু মুসলমানকে তার কাজ থেকে বিরত রাখতে পারে না। তোমাদের কেউ খারাপ কিছু দেখলে যেন বলে, হে আল্লাহ্! তুমি ছাড়া কেউ কল্যাণ ও মঙ্গল বিধান করতে পারে না। আর তুমি ছাড়া কেউ মন্দ ও ক্ষতি দূর করতে পারে না। অবস্থার পরিবর্তন করা বা কল্যাণ ও অকল্যাণ বিধান করার শক্তি কেবলমাত্র তোমারই রয়েছে। (আবু দাউদ)

بَابُ تَحْرِيْمِ تَصْوِيْرِ الْحَيْوَانِ فِيْ بِسَاطٍ أَوْ حَجْرٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ دِرْهَمٍ أَوْ مُخَدَّةٍ أَوْ دِيْنَارٍ أَوْ وِسَادَةٍ وَغَيْرِ ذَلِكَ وَتَحْرِيْمُ اِتِّخَاذِ الصُّوْرَةِ فِيْ حَائِطٍ وَسِتْرٍ وَعِمَامَةٍ وَثَوْبٍ وَنَحْوِهَا وَالْأَمْرِ بِإِتْلاَفِ الصُّوَرَ

অনুচ্ছেদ ঃ বিছানা-পত্র, পাথর ইত্যাদির উপর জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হারাম বিছানা-পত্র, কাপড়-চোপ, বালিশ, পাথর, ধাতু, মুদ্রা, কাগজী নোট, ইত্যাদির উপর জীব-জন্তুর ছবি আঁকা হারাম বা অনুরূপভাবে দেয়াল. ছাদ, পর্দার কাপড়, পাগড়ি, কাপড় ইত্যাদির উপর চিত্রাংকন করা নিষেধ এবং এগুলো থেকে ছবি তুলে ফেলা বা মুছে ফেলার নির্দেশ।

١٦٧٨- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ الَّذِيْنَ يَصْنَعُوْنَ هٰذِهِ الصُّوَرَ يُعَذَّبُوْنَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ، يُقَالُ لَهُمْ : أَحْيُوْا مَاخَلَقْتُمْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬৭৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে সব লোক ছবি বানায়, তাদেরকে কিয়ামতের দিন শাস্তি দেয়া হবে। তাদেরকে বলা হবে ঃ যা তোমরা এঁকেছো তাতে জীবন দান কর। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٧٩– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : قَدِمَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِنْ سَفَرٍ وَقَدْ سَتَرْتُ سَهْوَةً لِّىْ بِقِرَامٍ فِيْهِ تَمَاثِيْلُ فَلَمَّا رَاٰهُ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ تَلَوَّنَ وَجْهُهُ ! وَقَالَ : « يَا عَائِشَةُ ، أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا عِنْدَ اللّٰهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الَّذِيْنَ يُضَاهُوْنَ بِخَلْقِ اللّٰهِ ! » قَالَتْ : فَقَطَعْنَاهُ ، فَجَعَلْنَا مِنْهُ وِسَادَةً أَوْ وِسَادَتَيْنِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৭৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কে সফর থেকে ফিরে আসলেন। আমি চত্বরে একটি পরদা ঝুলিয়ে রেখেছিলাম তাতে ছবি আকাঁ ছিল। তা দেখে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহারা মোবারকের রং বদলে গেল। তিনি বললেন ঃ হে আয়েশা! কিয়ামতের দিন আল্লাহর কাছে ঐ ব্যক্তিরাই কঠিন শাস্তিপ্রাপ্ত হবে; যারা আল্লাহর সৃষ্টিকে নকল করে (চবি তৈরী করে)। আয়েশা (রা) বলেছেন ঃ এর পর আমি তো ছিড়ে ফেললাম এবং তা দ্বারা একটি অথবা দু'টি বালিশ তৈরী করলাম। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٠– وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « كُلُّ مُصَوِّرٍ فِى النَّارِ يُجْعَلُ لَهُ بِكُلِّ صُوْرَةٍ صَوَّرَهَا نَفْسٌ فَيُعَذِّبُهُ فِىْ جَهَنَّمَ » قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : فَإِنْ كُنْتَ لَا بُدَّ فَاعِلًا فَاصْنَعِ الشَّجَرَ وَمَا لَا رُوْحَ فِيْهِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮০. হযরত ইব্‌ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ প্রত্যেক চিত্রকরের প্রতিটি ছবির পরিবর্তে এক জন করে লোক নিযুক্ত করা হবে। এরা জাহান্নামের মধ্যে তাদেরকে শাস্তি দেবে। ইব্‌ন আব্বাস (রা) বলেন ঃ যদি তোমাকে ছবি আঁকতে হয়, তবে গাছ অথবা প্রাণহীন বস্তুর ছবি আঁক। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨١– وَعَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ صَوَّرَ صُوْرَةً فِى الدُّنْيَا ، كُلِّفَ أَنْ يَنْفُخَ فِيْهَا الرُّوْحَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَيْسَ بِنَافِخٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬৮১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি দুনিয়াতে কোন কিছুর ছবি তৈরী করবে। কিয়ামতের দিন তাকে ওই ছবির মধ্যে জীবন দিতে বলা হবে। অথচ তার পক্ষে তা কখনও সম্ভব হবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٢– وَعَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : إِنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَذَابًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوِّرُوْنَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কিয়ামতের দিন ছবি নির্মাতাগণই সবচেয়ে কঠিন শাস্তির সম্মুখীন হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٣– وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى : وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَهَبَ يَخْلُقُ كَخَلْقِي ! فَلْيَخْلُقُوْا ذَرَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا حَبَّةً أَوْ لِيَخْلُقُوْا شَعِيْرَةً » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ আল্লাহ তা'আলা বলেন, যে ব্যক্তি আমার সৃষ্টির মত কোন কিছু সৃষ্টি করতে চায় তার মত বড় যালিম আর কে আছে? যদি সে এতই করতে সক্ষম তাহলে, একটি ছোট্ট পিঁপড়া সৃষ্টি করুক অথবা একটি শস্যদানা সৃষ্টি করুক, অথবা একটি যবের দানা সৃষ্টি করুক। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٤– وَعَنْ أَبِى طَلْحَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لَاتَدْخُلُ الْمَلَائِكَةُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮৪. হযরত আবু তালহা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ঘরে কুকুর অথবা ছবি আছে সে ঘরে ফিরিশতা যাতায়াত করে না। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٨٥– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : وَعَدَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيْلُ أَنْ يَأْتِيَهُ فَرَاشَ عَلَيْهِ حَتَّى أَشْتَدَّ عَلَى رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ فَخَرَجَ فَلَقِيَهُ جِبْرِيْلُ فَشَكَا إِلَيْهِ فَقَالَ : إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيْهِ كَلْبٌ وَلَا صُوْرَةٌ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৬৮৫. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ হযরত জিব্রাঈল (আ.) একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সাক্ষাত করার

www.BANGLAKITAB.com

ওয়াদা করলেন। কিন্তু তিনি আসতে দেরী করলেন ঃ এই বিলম্বটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে অত্যন্ত কষ্টকর মনে হল। পরে তিনি বাড়ি থেকে বের হলে জিব্‌রাঈলের সাথে তাঁর সাক্ষাত হল। তিনি অভিযোগ করলেন। উত্তরে জিব্‌রাঈল (আ.) বললেন ঃ যে বাড়িতে কুকুর অথবা কোন জীবের প্রতিকৃতি থাকে আমরা সে বাড়িতে প্রবেশ করি না। (বুখারী)

١٦٨٦- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : وَاعَدَ رَسُولَ اللّٰهِ ﷺ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِى سَاعَةٍ أَنْ يَأْتِيَهُ ، فَجَاءَتْ تِلْكَ السَّاعَةُ وَلَمْ يَأْتِهِ ! قَالَتْ : وَكَانَ بِيَدِهِ عَصًا فَطَرَحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُولُ : « مَا يُخْلِفُ اللّٰهُ وَعْدَهُ وَلَا رُسُلُهُ » ثُمَّ الْتَفَتَ ، فَإِذَا جِرْوُ كَلْبٍ تَحْتَ سَرِيْرِهِ. فَقَالَ : « مَتَى دَخَلَ هٰذَا الْكَلْبُ ؟ » فَقُلْتُ : وَاللّٰهِ مَا دَرَيْتُ بِهِ ، فَأَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ ، فَجَاءَهُ جِبْرِيلُ عَلَيْهِ السَّلَامُ : فَقَالَ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ : « وَعَدْتَنِى فَجَلَسْتُ لَكَ وَلَمْ تَأْتِنِى » فَقَالَ : مَنَعَنِى الْكَلْبُ الَّذِى كَانَ فِى بَيْتِكَ ، إِنَّا لَا نَدْخُلُ بَيْتًا فِيهِ كَلْبٌ وَلَا صُورَةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৮৬. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ জিব্‌রাঈল (আ.) একটি নির্ধারিত সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে দেখা করার ওয়াদা করলেন। নির্দিষ্ট সময় অতিবাহিত হওয়ার পরও তিনি আসলেন না। হযরত আয়েশা (রা.) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাতে একটি লাঠি ছিল। তিনি তা ছুঁড়ে ফেলে দিতে দিতে বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণ কখনো ওয়াদা খেলাফ করেন না। অতঃপর তিনি এদিক সেদিক দৃষ্টি নিক্ষেপ করে তাঁর খাটিয়ার নিচে একটি কুকুর দেখতে পেলেন। তিনি বললেন ঃ কুকুরটি কখন ঢুকল? হযরত আয়েশা (রা.) বলেন; আমি বললাম, আল্লাহর কসম! আমি জানিই না এটি কখন ঢুকেছে। তিনি তাড়িয়ে দেয়ার নির্দেশ দিলে ওটাকে বের করে দেয়া হল। অতঃপর জিব্‌রাঈল (আ.) তাঁর কাছে আসলেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আপনি আসার ওয়াদা করেছেন। আমি আপনার জন্য বসে ছিলাম; কিন্তু আপনি আসেননি। তিনি বললেন ঃ আপনার ঘরের মধ্যে যে কুকুরটি ছিল, ওটার কারণে আমি আসতে পারি নাই। যে ঘরে কুকুর অথবা জীবের প্রতিকৃতি থাকে আমরা সে ঘরে কখনও প্রবেশ করি না। (মুসলিম)

١٦٨٧- وَعَنْ أَبِى الْهَيَّاجِ حَيَّانَ بْنِ حُصَيْنٍ قَالَ : قَالَ لِى عَلِىُّ بْنُ أَبِى طَالِبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَلَا أَبْعَثُكَ عَلَى مَا بَعَثَنِى عَلَيْهِ رَسُولُ اللّٰهِ ﷺ ؟ أَنْ لَا تَدَعَ صُورَةً إِلَّا طَمَسْتَهَا وَلَا قَبْرًا مُشْرِفًا إِلَّا سَوَّيْتَهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬৮৭. হযরত আবু হাইয়াজ হাইয়ান ইব্‌ন হুসাইন (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আলী ইব্‌ন আবু তালিব (রা.) আমাকে বললেন ঃ আমি কি তোমাকে সেই কাজে পাঠব না যে কাজ করতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে পাঠিয়েছিলেন? তাহল, কোন ছবি চুরমার না করে ছাড়বে না এবং কোন উঁচু কবর মাটির সমান না করে ছাড়বে না। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ اتِّخَاذِ الْكَلْبِ إِلاَّ لِصَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ أَوْ زَرْعٍ

অনুচ্ছেদ ঃ শিকার এবং গবাদি পশু ও কৃষির ক্ষেত্রের পাহারা দেয়া উদ্দেশ্য ছাড়া কুকুর পোষা হারাম।

١٦٨٨– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا : قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا إِلاَّ كَلْبَ صَيْدٍ أَوْ مَاشِيَةٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ كُلَّ يَوْمٍ قِيرَاطَانِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৮৮. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি শিকার গবাদি পশুর রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ছাড়া অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পুষবে; তার ভাল কাজের নেকী থেকে দৈনিক 'দুই কিরাত' পরিমাণ পুণ্য কমে যাবে। (মুসলিম)

١٦٨٩– وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنْ أَمْسَكَ كَلْبًا فَإِنَّهُ يَنْقُصُ كُلَّ يَوْمٍ مِنْ عَمَلِهِ قِيرَاطٌ إِلاَّ كَلْبَ حَرْثٍ أَوْ مَاشِيَةٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَنِ اقْتَنَى كَلْبًا لَيْسَ بِكَلْبِ صَيْدٍ ، وَلاَ مَاشِيَةٍ وَلاَ أَرْضٍ فَإِنَّهُ يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهِ قِيرَطَانِ كُلَّ يَوْمٍ ».

১৬৮৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুকুর পোষে তার ভাল কাজের নেকী থেকে দৈনিক এক কিরাত পরিমাণ পুণ্য কমে যায়। তবে কৃষিক্ষেত ও গবাদি পশুর পাহারার জন্য কুকুর পালিত হলে ভিন্ন কথা। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য বর্ণনায় আছে, যে ব্যক্তি শিকার করা এবং গবাদি পশু ও ক্ষেতের রক্ষণাবেক্ষণের উদ্দেশ্য ব্যতীত অন্য কোন উদ্দেশ্যে কুকুর পালন করে তার পুণ্য থেকে দৈনিক দুই কিরাত পরিমাণ পুণ্য কমে যায়।

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ كَرَاهَةِ تَعْلِيْقِ الْجَرَسَ فِىْ الْبَعِيْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ উট অথবা অন্য কোন পশুর গলায় ঘণ্টা বাঁধা মাকরূহ।

١٦٩٠- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَتَصْحَبُ الْمَلاَئِكَةُ رُفْقَةً فِيْهَا كَلْبٌ أَوْ جَرَسٌ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ফিরিশতারা ঐ সব কাফিলার (যাত্রীদল) সংগী হয় না যার সাথে কুকুর অথবা ঘণ্টা থাকে। (মুসলিম)

١٦٩١- وَعَنْهُ أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ قَالَ : «اَلْجَرَسُ مَزَامِيْرُ الشَّيْطَانِ» رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঘণ্টা শয়তানের বাদ্যযন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ رُكُوْبِ الْجَلاَّلَةِ وَهِىَ الْبَعِيْرِ أَوْ النَّاقَةُ الَّتِىْ تَأْكُلْ الْعِذْرَةَ فَإِنْ أَكَلَتْ عَلْفًا طَاهِرًا فَطَابَ لَحِمِهَا زَالَتِ الْكَرَاهَةُ.

অনুচ্ছেদ ঃ নাপাক বস্তু বা বিষ্ঠা খেকো পশুতে আরোহণ করা মাকরূহ। তবে অভ্যাস বদলে নিয়ে যদি পবিত্র ঘাস খেতে শুরু করে তাহলে আর মাকরূহ হবে না এবং গোশত পবিত্র হয়ে যাবে

١٦٩٢- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْجَلاَّلَةِ فِىْ الإِبْلِ أَنْ يُرْكَبَ عَلَيْهَا. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدْ.

১৬৯২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাপাক খেকো উটের পিঠে সাওয়ার হতে নিষেধ করেছেন। (আবূ দাউদ)

بَابُ النَّهِىَ عَنِ الْبُصَاقُ فِىْ الْمَسْجِدِ وَالْأَمْرِ بَازَالَتَهُ مَنْهُ إِذَا وَجَدَ فِيْهِ وَالْأَمْرَ بِتَنْزِيْهَ الْمَسْجِدِ عَنِ الْأَقْذَارِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে থুথু ফেলা নিষেধ। মসজিদকে ময়লা-আবর্জনা থেকে পরিষ্কার রাখা, থুথু বা অনুরূপ কোন কিছু থাকলে তা দূর করার আদেশ।

١٦٩٣- عَنْ أَنَسٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «اَلْبُصَاقُ فِىْ الْمَسْجِدِ خَطِيْئَةٌ وَكَفَّارَتُهَا دَفْنُهَا». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬৯৩. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মসজিদের ভিতরে থুথু ফেলা গোনাহের কাজ। আর এর কাফ্ফারা হল তা পুঁতে ফেলা (বা পরিষ্কার করা)। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٩٤- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ رَأَى فِي جِدَارِ الْقِبْلَةِ مُخَاطًا أَوْ بُزَاقًا أَوْ نُخَامَةً فَحَكَّهُ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৬৯৪. হযরত আয়িশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন মসজিদের কিব্লার দিকের দেয়ালে থুথু অথবা নাকের ময়লা অথবা কফ দেখে তা ঘষেঘষে তুলে ফেললেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٦٩٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ هٰذِهِ الْمَسَاجِدَ لَا تَصْلُحُ لِشَيْءٍ مِنْ هٰذَا الْبَوْلِ وَلَا الْقَذَرِ إِنَّمَا هِيَ لِذِكْرِ اللّٰهِ تَعَالَى وَقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ » أَوْ كَمَا قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পেশাব বা ময়লা আবর্জনা মসজিদের মর্যাদা ও পবিত্রতার পরিপন্থী। মসজিদ হল আল্লাহর স্মরণ করার ও কুরআন তিলাওআতের স্থান অথবা (বর্ণনাকারী সন্দেহ) যেমনটি রাসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الْخُصُوْمِ فِي الْمَسْجِدِ وَرَفْعِ الصَّوْتِ فِيْهِ وَنَشْدِ الضَّالَّةِ وَالْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ وَالْإِجَارَةِ وَنَحْوِهَا مِنَ الْمُعَامَلَاتِ

অনুচ্ছেদ ঃ মসজিদে ঝগড়া বিবাদ করা, উচ্চস্বরে আওয়াজ করা বা কথা বলা, হারানো জিনিস খোঁজ করা, ক্রয়-বিক্রয়, ভাড়া ইত্যাদি লেন-দেন করা মাকরূহ।

١٦٩٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ : لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ ؛ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهٰذَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন যে, কেউ যদি শোনে কোন ব্যক্তি হারানো জিনিস মসজিদের মধ্যে খুঁজছে, তাহলে সে বলবে ঃ আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফেরত না দেন। মসজিদ এ কাজের জন্য বানানো হয়নি। (মুসলিম)

١٦٩٧- وَعَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيْعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي الْمَسْجِدِ فَقُوْلُوْا : لَا أَرْبَحَ اللّٰهُ تِجَارَتَكَ وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ ضَالَّةً فَقُوْلُوْا : لَا رَدَّهَا اللّٰهُ عَلَيْكَ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

www.BANGLAKITAB.com

১৬৯৭. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, যখন তোমরা কোন ব্যক্তি মসজিদের ভিতরে ক্রয়-বিক্রয় করতে দেখ, তখন বলবে ঃ আল্লাহ তোমার ব্যবসাকে লাভজনক না করুন। আর যখন তোমরা দেখবে কোন ব্যক্তি তার হারানো জিনিস মসজিদের মধ্যে খুঁজছে, তখন বলবে ঃ আল্লাহ যেন তোমার জিনিস ফেরত না দেন। (তিরমিযী)

١٦٩٨- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلاً نَشَدَ فِى الْمَسْجِدِ فَقَالَ : مَنْ دَعَا إِلَى الْجَمَلِ الْأَحْمَرِ ؟ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ وَجَدْتَ إِنَّمَا بُنِيَتِ الْمَسَاجِدُ لِمَا بُنِيَتْ لَهُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৬৯৮. হযরত হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। এক ব্যক্তি মসজিদে হারানো জিনিস খুঁজছিল। সে বলল, কে লাল বর্ণের উটের প্রতি আহ্বান জানালে? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমার উট পাবে না। যে উদ্দেশ্যে মসজিদ তৈরী করা হয় সে উদ্দেশ্যেই তৈরী করা হয়েছে। (মুসলিম)

١٦٩٩- وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيْهِ عَنْ جَدِّهِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ نَهَى عَنِ الشِّرَاءِ وَالْبَيْعِ فِى الْمَسْجِدِ وَأَنْ تُنْشَدَ فِيْهِ ضَالَّةٌ أَوْ يُنْشَدَ فِيْهِ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِىُّ.

১৬৯৯. হযরত আমর ইব্ন শু'আইব (পিতা থেকে, দাদা থেকে) (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে ক্রয়-বিক্রয় করতে, হারানো জিনিস খোঁজ করতে এবং কবিতা পাঠ করতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

١٧٠٠- وَعَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيْدَ الصَّحَابِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ كُنْتُ فِى الْمَسْجِدِ فَحَصَبَنِى رَجُلٌ فَنَظَرْتُ فَإِذَا عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ فَقَالَ : اذْهَبْ فَائْتِنِى بِهَذَيْنِ فَجِئْتُهُ بِهِمَا ، فَقَالَ : مِنْ أَيْنَ أَنْتُمَا ؟ فَقَالاَ: مِنْ أَهْلِ الطَّائِفِ فَقَالَ : لَوْ كُنْتُمَا مِنْ أَهْلِ الْبَلَدِ لَأَوْجَعْتُكُمَا تَرْفَعَانِ أَصْوَاتَكُمَا فِى مَسْجِدِ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ! رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৭০০. হযরত সায়িব ইব্ন ইয়াযীদ সাহাবী (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি মসজিদে ছিলাম। এক ব্যক্তি আমাকে পাথর নিক্ষেপ করল। তাকিয়ে দেখি উমার ইব্ন খাত্তাব (রা.) তিনি বললেন ঃ যাও, এই দুই ব্যক্তিকে আমার কাছে ডেকে আন। আমি লোক দু'জনকে তাঁর কাছে ডেকে আনলাম। তিনি বললেন, তোমরা কোথা থেকে এসেছ? তারা বলল ঃ আমরা তায়েফের বাসিন্দা। হযরত উমার (রা) বললেন ঃ তোমরা যদি শহরের অধিবাসী হতে তাহলে আমি তোমাদের শাস্তি দিতাম। কেননা তোমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মসজিদে উচ্চস্বরে কথা বলছ। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ نَهْيِ مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً أَوْ كُرَاثاً أَوْ غَيْرَهُ مِمَّا لَهُ رَائِحَةٌ كَرِيْهَةٌ عَنْ دُخُوْلِ الْمَسْجِدِ قَبْلَ زَوَالِ رَائِحَتِهِ الأَضْرُوْرَةُ

অনুচ্ছেদ ঃ পিঁয়াজ, রসুন এবং অনুরূপ কোন দুগন্ধযুক্ত জিনিস খাওয়ার পর দুর্গন্ত দূর হওয়ার পূর্বে বিনা প্রয়োজনে মসজিদে প্রবেশ করা নিষেধ।

١٧٠١– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّا النَّبِيُّ ﷺ قَالَ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هَذِهِ الشَّجَرَةِ يَعْنِيْ الثُّوْمَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَسَاجِدَنَا ».

১৭০১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে এই সব্জি অর্থাৎ রসুন জাতীয় কিছু খাবে সে যেন মসজিদে কাছেও না আসে। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় 'মাসাজিদানা-আমাদের মসজিদ' শব্দ আছে।

١٧٠٢– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ مِنْ هذِهِ الشَّجَرَةِ فَلاَ يَقْرَبَنَّا وَلاَ يُصَلِّيَنَّ مَعَنَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭০২. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ "যে এই জাতীয় সব্জি খাবে সে যেন আমাদের কাছে না আসে এবং আমাদের সাথে নামায না পড়ে"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٠٣– وَعَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِيُّ ﷺ : « مَنْ أَكَلَ ثُوْمًا أَوْ بَصَلاً فَلْيَعْتَزِلْنَا أَوْ فَلْيَعْتَزِلْ مَسْجِدَنَا » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : « مَنْ أَكَلَ الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ وَالْكُرَّاثَ فَلاَ يَقْرَبَنَّ مَسْجِدَنَا فَإِنَّ الْمَلاَئِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُوْ آدَمَ ».

১৭০৩. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেনঃ "যে ব্যক্তি রসুন অথবা পিঁয়াজ খাবে সে যেন আমাদের থেকে অথবা আমাদের মসজিদ থেকে দূরে থাকে"। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অপর এক বর্ণনায় আছে ঃ যে ব্যক্তি পিয়াজ, রসুন অথবা গো-রসুন খাবে সে যেন আমাদের মসজিদের কাছে না আসে। কেননা যে সব জিনিসে মানুষ কষ্ট পায়, তাতে ফিরিশ্‌তাগণও কষ্ট পান।

www.BANGLAKITAB.com

١٧٠٤– وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ خَطَبَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَقَالَ فِي خُطْبَتِهِ : ثُمَّ إِنَّكُمْ أَيُّهَا النَّاسُ تَأْكُلُوْنَ شَجَرَتَيْنِ مَا أُرَاهُمَا إِلاَّ خَبِيْثَتَيْنِ : الْبَصَلَ وَالثُّوْمَ ، لَقَدْ رَأَيْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ إِذَا وَجَدَ رِيْحَهُمَا مِنَ الرَّجُلِ فِي الْمَسْجِدِ أَمَرَ بِهِ فَأُخْرِجَ إِلَى الْبَقِيْعِ فَمَنْ أَكَلَهُمَا فَلْيُمِتْهُمَا طَبْخًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭০৪. হযরত উমার ইবনুল খাত্তাব (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এক জুমু'আর নামাযের দিন খুত্‌বা দিলেন। তিনি তার খুত্‌বায় বললেন ঃ অতঃপর হে লোক সকল! তোমরা দু'টি সব্জি খেয়ে থাক। আমার দৃষ্টিতে ও দু'টো খারাপ জিনিস। তা হলো ঃ পিঁয়াজ-রসুন। আমি দেখেছি, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম মসজিদে কোন লোকের মুখ থেকে এর গন্ধ পেলে তাকে বের করে দেয়ার নির্দেশ দিতেন। তাকে মসজিদ থেকে বের করে বাকী নামক কবরস্থান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হত। তাই যে ব্যক্তি এই দু'টো জিনিস খেতে চায় সে যেন রান্না করে গন্ধ দূর করে নেয়। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الْإِحْتِبَاءِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ

অনুচ্ছেদ ঃ জুমু'আর দিন ইমামের খুত্‌বার সময় হাঁটুর সাথে পেট মিলিয়ে বসা মাকরূহ।

١٧٠٥– عَنْ مُعَاذِ بْنِ أَنَسٍ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْحِبْوَةِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَالْإِمَامُ يَخْطُبُ. رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৭০৫. হযরত মু'আয ইব্‌ন আনাস আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খুত্‌বার সময় পেটের সাথে দুই হাঁটু মিলিয়ে বসতে নিষেধ করেছেন। (আবু দাঊদ ও তিরমিযী)

بَابُ نَهْيِ مَنْ دَخَلَ عَلَيْهِ عَشَرَ ذِي الْحِجَّةِ وَأَرَدَ أَنْ يُضَحِّيَ عَنْ اَخْذِ شَيْءٍ مِنْ شَعْرِهِ أَوْ الظِّفَارِ حَتَّى يُضَحِّيَ

অনুচ্ছেদ ঃ যে ব্যক্তি কুরবানী করার সংকল্প করেছে তার জন্য যিল-হজ্জের প্রথম দশদিন অর্থাৎ দশ তারিখ সকালে কুরবানী করার পূর্ব পর্যন্ত নখ-চুল কাটা নিষেধ।

١٧٠٦– عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ كَانَ لَهُ ذِبْحٌ يَذْبَحُهُ فَإِذَا أُهِلَّ هِلاَلُ ذِي الْحِجَّةِ فَلاَ يَأْخُذَنَّ مِنْ شَعْرِهِ وَلاَ مِنْ أَظْفَارِهِ شَيْئًا حَتَّى يُضَحِّيَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭০৬. হযরত উম্মে সালামা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির কাছে কুরবানীর পশু রয়েছে এবং সে তা কুরবানী করতে মনস্থ করেছে যিলহজ্জ মাসের চাঁদ দেখা দিলে কুরবানী না করা পর্যন্ত সে যেন নিজের চুল এবং নখ না কাটে। (মুসলিম)

بَابُ نَهِى عَنِ الْحَلْفِ بِمَخْلُوْقٍ كَالنَّبِيِّ وَالْكَعْبَةِ وَالْمَلاَئِكَةِ وَالسَّمَاءِ وَالْاَبَادِ وَالْحَيَاةِ وَالرُّوْحِ وَالرَّأْسِ وَحَيَاةِ السُّلْطَانِ وَنِعْمَةِ السُّلْطَانِ وَتَرْبَةِ فُلاَنَ وَالْاَمَانَةِ وَهِىَ مِنْ اَشَدِّهَا نَهِيًّا

অনুচ্ছেদ ঃ সৃষ্টির নামে শপথ করা নিষেধ। কোন সৃষ্টজীব বা বস্তুর নামে শপথ করা জায়িয নয়। যেমন ঃ নবী-রাসূল, ফিরিশ্‌তা, কা'বা ঘর, আসমান, পিতা, দাদা, জীবন, রুহ্‌, মাথা ইত্যাদির নাম করে শপথ করা এবং অনুরূপ সুলতান বা সম্রাটের দান, অমুকের কবর, আমানত বা বিশ্বস্ততার শপথ করা। এসবের উল্লেখ করে শপথ করা কঠোরভাবে নিষেধ।

١٧٠٧- عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَنْهَاكُمْ أَنْ تَحْلِفُوْا بِآبَائِكُمْ فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلْيَحْلِفْ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَصْمُتْ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

وَفِي رِوَايَةٍ فِي الصَّحِيْحِ « فَمَنْ كَانَ حَالِفًا فَلاَ يَحْلِفْ إِلاَّ بِاللّٰهِ أَوْ لِيَسْكُتْ »

১৭০৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদেরকে বাপ-দাদা ও পূর্ব-পুরুষের নামে শপথ করতে নিষেধ করছেন। কাউকে শপথ করতে হলে সে যেন আল্লাহর নামে শপথ করে কিংবা চুপ থাকে। (বুখারী ও মুসলি)

সহীহ্ বুখারীর অপর বর্ণনায় আছে ঃ "কাউকে শপথ করতে হলে সে যেন শুধুমাত্র আল্লাহর নামে শপথ করে অথবা চুপ থাকে"।

١٧٠٨- وَعَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَحْلِفُوْا بِالطَّوَاغِي وَلاَ بِآبَائِكُمْ ».. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭০৮. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা কোন দেব-দেবী অথবা বাপ-দাদা ও পূর্ব পুরুষের নামে কখনও শপথ করবে না"। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٧٠٩- وَعَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ بِالْأَمَانَةِ فَلَيْسَ مِنَّا ». حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ، رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ بِإِسْنَادٍ صَحِيْحٍ.

১৭০৯. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহকে বাদ দিয়ে শুধু আমানতের বিশ্বস্ততা উল্লেখ করে কসম করল, সে আমাদের দলভুক্ত নয়। এটি সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাঊদ সহীহ সনদে এ হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

١٧١٠- وَعَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَنْ حَلَفَ فَقَالَ : إِنِّيْ بَرِيْءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فَإِنْ كَانَ كَاذِبًا فَهُوَ كَمَا قَالَ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا فَلَنْ يَرْجِعَ إِلَى الْإِسْلَامِ سَالِمًا ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭১০. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন ব্যক্তি যদি এভাবে শপথ করে যে, আমি ইসলামের প্রতি অসন্তুষ্ট তার কথা যদি মিথ্যা হয় তবে সে মিথ্যাবাদী। আর যদি সে তার কথায় সত্যবাদী হয় তবে সে ইসলামের মধ্যে নিরাপদ ফিরে আসতে পারবে না। (আবু দাঊদ)

١٧١١- وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلًا يَقُوْلُ : لَا وَالْكَعْبَةِ، قَالَ ابْنُ عُمَرَ : لَا تَحْلِفْ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَإِنِّيْ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ حَلَفَ بِغَيْرِ اللّٰهِ فَقَدْ كَفَرَ أَوْ أَشْرَكَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَقَالَ : حَدِيْثٌ حَسَنٌ.

১৭১১. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি এক ব্যক্তিকে বলতে শুনলেন। সে বলেছে কা'বার শপথ। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রা) বললেন ঃ আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ কর না। কেননা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কিছুর নামে শপথ করে, সে কুফরী অথবা শিরক করে।" ইমাম তিরমিযী হাদীসটি বর্ণনা করেছেন এবং বলেছেন, এটি হাসান হাদীস।

بَابُ تَغْلِيْظِ الْيَمِيْنِ الْكَاذِبَةِ عَمْدًا

অনুচ্ছেদ ঃ স্বেচ্ছায় মিথ্যা শপথ করা কঠোরভাবে নিষিদ্ধ।

١٧١٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « مَنْ حَلَفَ عَلَى مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِغَيْرِ حَقِّهِ لَقِيَ اللّٰهَ وَهُوَ عَلَيْهِ غَضْبَانُ » قَالَ :

www.BANGLAKITAB.com

ثُمَّ قَرَأَ عَلَيْنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ مِصْدَاقَهُ مِنْ كِتَابِ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ : إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ وَأَيْمَانِهِمْ ثَمَنًا قَلِيْلاً [آل عمران : ٧٧] إِلَى آخِرِى الآيَةِ : مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭১২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ অবৈধভাবে লাভ করার জন্য মিথ্যা শপথ করল সে কিয়ামতের দিন আল্লাহর সাথে এমন অবস্থায় মিলবে যে, আল্লাহ তার প্রতি চরমভাবে অসন্তুষ্ট। হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) বলেন, অতঃপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই কথার সমর্থনে আমাদের সামনে কুরআনের এই আয়াত পাঠ করলেনঃ .... إِنَّ الَّذِيْنَ يَشْتَرُوْنَ بِعَهْدِ اللّٰهِ

(অর্থ) "যারা আল্লাহর সাথে করা প্রতিশ্রুতি এবং নিজেদের শপথসমূহ সামান্য মূল্যের (পার্থিব স্বার্থের) বিনিময়ে বিক্রি করে, পরকালে তাদের জন্য কোন অংশ নির্দিষ্ট নেই। কিয়ামতের দিন না আল্লাহ তাদের সমাথে কথা বলবেন; না তাদের প্রতি চেয়ে দেখবেন; আর না তাদেরকে পবিত্র করবেন। বরং তাদের জন্য কঠিন ও কষ্টকর শাস্তি রয়েছে"। (সূরা আলে ইমরান ঃ ৭৭) (বুখারী ও মুসলিম)

١٧١٣- وَعَنْ أَبِي أُمَامَةَ إِيَاسِ بْنِ ثَعْلَبَةَ الْحَارِثِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « مَنِ اقْتَطَعَ حَقَّ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ اللّٰهُ لَهُ النَّارَ وَحَرَّمَ عَلَيْهِ الْجَنَّةَ » فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : وَإِنْ كَانَ شَيْئًا يَسِيْرًا يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ؟ قَالَ : « وَإِنْ كَانَ قَضِيْبًا مِنْ أَرَاكٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭১৩. হযরত আবু উমামা ইয়াস ইব্‌ন সা'লাবা আল-হারিসী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মিথ্যা কসম করে কোন মুসলমানের হক আত্মসাৎ(প্রাপ্য নষ্ট) করল; আল্লাহ তার জন্য দোযখ অবশ্যম্ভাবী করে দেন এবং জান্নাত হারাম করে দেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ্ ! সেটা যদি সাধারণ জিনিস হয় ? তিনি উত্তরে বললেন ঃ সেটা পিলু গাছের ছোট শাখা হলেও। (মুসলিম)

١٧١٤- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « اَلْكَبَائِرُ : اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ وَعُقُوْقُ الْوَالِدَيْنِ وَقَتْلُ النَّفْسِ وَالْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

وَفِي رِوَايَةٍ : أَنَّ أَعْرَابِيًّا جَاءَ إِلَى النَّبِيِّ ﷺ فَقَالَ : يَا رَسُوْلَ اللّٰهِ مَا الْكَبَائِرُ ؟ قَالَ : « اَلْإِشْرَاكُ بِاللّٰهِ » قَالَ : ثُمَّ مَاذَا ؟ قَالَ : « اَلْيَمِيْنُ

www.BANGLAKITAB.com

الْغَمُوْسُ » قُلْتُ : وَمَا الْيَمِيْنُ الْغَمُوْسُ ؟ قَالَ : « اَلَّذِى يَقْتَطِعُ مَالَ امْرِئٍ مُسْلِمٍ بِيَمِيْنٍ هُوَ فِيْهَا كَاذِبٌ.

১৭১৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইবনুল আস (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ কবীরা গুনাহ হল আল্লাহর সাথে শিরক করা, পিতামাতাকে কষ্ট দেয়া, মানুষ খুন করা এবং মিথ্যা শপথ করা। (বুখারী)

বুখারীর অন্য বর্ণনায় আছে ঃ এক বেদুঈন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! কবীরা গুনাহ কি কি ? তিনি বললেন ঃ আল্লাহর সাথে শিরক করা। লোকটি বলল, তারপর কোনটি ? তিনি বললেন ঃ মিথ্যা শপথ করা। আমি জিজ্ঞেস করলাম, মিথ্যা শপথ কি ? তিনি বলনে ঃ যে শপথের দ্বারা কোন মুসলমানের ধন-সম্পদ আত্মসাৎ করা হয়।

بَابُ نُدْبِ مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا أَنْ يَّفْعَلَ ذَلِكَ الْمَحْلُوْفَ عَلَيْهِ ثُمَّ يُكَفِّرُ عَنْ يَمِيْنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কোন লোক কোন একটি কাজের শপথ গ্রহণ করল। অতঃপর এর চেয়েও উত্তম কাজ করার সুযোগ সৃষ্টি হল। এরূপ ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত উত্তম কাজটিকে অগ্রাধিকার দিতে হবে এবং পরে শপথ ভংগের কাফ্‌ফারা আদায় করলেই চলবে।

١٧١٥- عَنْ عَبْدِ الرَّحْمنِ بْنِ سَمُرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَائْتِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِكَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭১৫. হযরত আবদুর রহমান ইব্‌ন সামুরা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ যদি তুমি কোন বিষয় শপথ করার পর তার চেয়ে উত্তম বিষয় দেখতে পাও তাহলে উত্তম কাজটিই করবে এবং তোমার কসম ভংগের কাফ্‌ফারা আদায় করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧١٦- وَعَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : مَنْ حَلَفَ عَلَى يَمِيْنٍ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا فَلْيُكَفِّرْ عَنْ يَمِيْنِهِ ، وَلْيَفْعَلِ الَّذِىْ هُوَ خَيْرٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭১৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিষয় কসম করল এবং পরে এর চেয়েও উত্তম কিছু করার সুযোগ দেখতে পেল। এরূপ ক্ষেত্রে সে কসম ভংগ করে তার কাফ্‌ফারা আদায় করবে এবং অপেক্ষাকৃত ভাল কাজটি করবে। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

١٧١٧- وَعَنْ أَبِيْ مُوْسَى رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «إِنِّيْ وَاللّٰهِ إِنْ شَاءَ اللّٰهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِيْنٍ ثُمَّ أَرَى خَيْرًا مِنْهَا إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِيْنِيْ وَأَتَيْتُ الَّذِيْ هُوَ خَيْرٌ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭১৭. হযরত আবু মূসা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম! আল্লাহ চাহে ত আমি এমন কোন শপথ করব না যে শপথ করার পর পরে অপেক্ষাকৃত ভাল কাজের সুযোগ দেখি; তবে আমি আমার শপথ ভংগ করে তার কাফ্ফারা আদায় করব এবং অপেক্ষাকৃত ভাল কাজটি করব। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧١٨- وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لأَنْ يَلَجَّ أَحَدُكُمْ فِيْ يَمِيْنِهِ فِيْ أَهْلِهِ آثَمُ لَهُ عِنْدَ اللّٰهِ تَعَالَى مِنْ أَنْ يُعْطِيَ كَفَّارَتَهُ الَّتِيْ فَرَضَ اللّٰهُ عَلَيْهِ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭১৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "যদি তোমাদের কেউ শপথ করে নিজের পরিবারের প্রতি বিরূপ মনোভাবাপন্ন থাকে এবং সে শপথ ভংগ করে কাফ্ফারা আদায় না করে তবে সে তার প্রতি ফরয কাফ্ফারা আদায় না করার চেয়েও বেশী গোনাহগার হবে"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ الْعَفْوِ عَنْ لَغْوِ الْيَمِيْنِ وَأَنَّهُ لاَ كَفَّارَةٌ فِيْهِ وَهُوَ مَا يَجْرِىْ عَلَى اللِّسَانِ بِغَيْرِ قَصْدِ الْيَمِيْنَ كَقَوْلَهُ عَلَى الْعَادَةِ لاَ وَاللّٰهِ وَبَلَى وَاللّٰهِ نَحْوَ ذٰلِكَ

অনুচ্ছেদ ঃ অর্থহীন শপথসমূহ ক্ষমারযোগ্য। এ জাতীয় শপথ ভংগ করাতে কোক কাফ্ফারা আদায় করতে হয় না। এই শপথগুলো এমন ধরনের যা অভ্যাসবশতঃ শপথ করার ইচ্ছা ছাড়াই মুখে এসে যায়। যেমন, সচরাচর কথাবার্তা বলার সময় আল্লাহর কসম, 'খোদার শপথ' ইত্যাদি বলা হয়ে থাকে।

মহান আল্লাহ্র বাণী ঃ

لاَ يُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ وَلٰكِنْ يُّؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِيْنَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُوْنَ أَهْلِيْكُمْ ، أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيْرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاَثَةِ أَيَّامٍ ذٰلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوْا أَيْمَانَكُمْ [المائدة : ٨٩]

www.BANGLAKITAB.com

"তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাক, আল্লাহ্ সেজন্য তোমাদের পাকড়াও করবেন না। কিন্তু তোমরা বুঝে শুনে যে সব শপথ কর সে সম্পর্কে তিনি অবশ্যই তোমাদের পাকড়াও করবেন। (এ ধরনের শপথ ভংগের) কাফ্ফারা হচ্ছে ঃ দশজন মিস্কীনকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা নিজেদের পরিবার পরিজনদের খাইয়ে থাক। অথবা তাদেরকে কাপড় দান করা কিংবা একটি ক্রীতদাস মুক্ত করা। যে ব্যক্তির এগুলো করার সামর্থ নেই, সে তিন দিন রোযা রাখবে। এটাই হচ্ছে তোমাদের শপথ ভংগের কাফ্ফারা। তোমাদের শপথের সংরক্ষণ কর। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য তাঁর নির্দেশসমূহ সুস্পষ্টরূপে বিশ্লেষণ করেন। যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর"। (সূরা মায়িদা ঃ ৮৯)

١٧١٩– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : أُنْزِلَتْ هٰذِهِ الْآيَةُ : لَايُؤَاخِذُكُمُ اللّٰهُ بِاللَّغْوِ فِيْ أَيْمَانِكُمْ فِيْ قَوْلِ الرَّجُلِ : لَا وَاللّٰهِ ، وَبَلَى وَاللّٰهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৭১৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ যখন এ আয়াত নাযিল হল, "তোমরা যেসব অর্থহীন শপথ করে থাক আল্লাহ সে জন্য তোমাদেরকে পাকড়াও করবেন না।"-এই আয়াতটি কোন লোকের 'না', আল্লাহর শপথ 'হাঁ, 'খোদার শপথ' ইত্যাকার শপথ সম্পর্কে নাযিল হয়েছে। (বুখারী)

بَابُ كَرَاهَةِ الْحَلْفِ فِيْ الْبَيْعِ وَإِنْ كَانَ صَادِقًا

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রয়-বিক্রয়ের ক্ষেত্রে সত্য শপথ করাও উচিত নয়।

١٧٢٠– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « اَلْحَلِفُ مُنْفِقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مُمْحِقَةٌ لِلْكَسْبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭২০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "বিক্রি করার সময় অধিক শপথ বেশী বিক্রয়ের কারণ হতে পারে; কিন্ত তা উপার্জনের বরকত নিঃশেষ করে দেয়"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٢١– عَنْ أَبِيْ قَتَادَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « إِيَّاكُمْ وَكَثْرَةَ الْحَلِفِ فِيْ الْبَيْعِ فَإِنَّهُ يُنَفِّقُ ثُمَّ يَمْحَقُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭২১. হযরত আবু কাতাদা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেনঃ "তোমরা কোন বস্তু বিক্রয়ের সময় অতিরিক্ত শপথ করা থেকে বিরত থাক। কেননা, এতে যদিও বিক্রি বেশী হয় বরকত ধ্বংস হয়ে যায়"। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ كَرَاهَةِ أَنْ يَسْأَلَ الْإِنْسَانُ بِوَجْهِ اللّٰهِ غَيْرَ الْجَنَّةِ وَكَرَاهَةِ مَنْعِ مَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ تَعَالَى وَتَشَفَّعَ بِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর নামে দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু প্রার্থনা করা মাকরূহ। যে ব্যক্তি আল্লাহর নামে কোন কিছু চায় তাকে বঞ্চিত করা এবং আল্লাহর নামে সুফারিশ করলে বঞ্চিত করা মাকরূহ।

١٧٢٢– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ يُسْأَلُ بِوَجْهِ اللّٰهِ إِلاَّ الْجَنَّةُ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭২২. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর দোহাই দিয়ে জান্নাত ছাড়া অন্য কিছু চাওয়া ঠিক নয়"। (আবূ দাঊদ)

١٧٢٣– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ « مَنِ اسْتَعَاذَ بِاللّٰهِ فَأَعِيْذُوْهُ وَمَنْ سَأَلَ بِاللّٰهِ فَأَعْطُوْهُ وَمَنْ دَعَاكُمْ فَأَجِيْبُوْهُ ، وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوْفًا فَكَافِئُوْهُ فَإِنْ لَمْ تَجِدُوْا مَا تُكَافِئُوْنَهُ فَادْعُوْا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوْهُ » حَدِيْثٌ صَحِيْحٌ رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ. وَالنَّسَائِيْ بِأَسَانِيْدِ الصَّحِيْحَيْنِ.

১৭২৩. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর দোহাই দিয়ে আশ্রয় চায় তাকে আশ্রয় দান কর। যে আল্লাহর নাম নিয়ে কিছু চায় তাকে কিছু দাও। যে আল্লাহর নাম নিয়ে আহ্বান জানায় তার আহ্বানে সাড়া দান কর। যে ব্যক্তি তোমাদের জন্য কল্যাণকর কাজ করলো, তার প্রতিদান দাও। তার কাজের প্রতিদান দেয়ার মত কিছু না থাকলে তার জন্য ততক্ষণ দু'আ করতে থাক যতক্ষণ তোমার মনে প্রত্যয় সৃষ্টি না হয় যে তার প্রতিদান দিতে পেরেছ।

এটি সহীহ হাদীস। ইমাম আবু দাউদ ও নাসাঈ, বুখারী ও মুসলিম সনদে হাদীসটি বর্ণনা করেছেন।

بَابُ تَحْرِيْمِ قَوْلِ شَاهَنْشَاهُ لِلسُّلْطَانِ وَغَيْرِهِ لِأَنَّ مَعْنَاهُ مَلِكُ الْمُلُوْكِ وَلاَ يُوْصَفُ بِذٰلِكَ غَيْرُ اللّٰهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى

অনুচেছদ ঃ বাদশাহ বা কোন রাষ্ট্রনায়ককে - 'শাহেনশাহ' 'রাজাধিরাজ' বলে সম্বোধন করা বা উপাধি দেয়া হারাম। কেননা 'শাহেনশাহ' শব্দটির অর্থ 'মালিকুল মুলক" - সম্রাটদের সম্রাট। মহান আল্লাহ ছাড়া আর কাউকে এই বিশেষণে বিশেষিত করা যায় না।

www.BANGLAKITAB.com

١٧٢٤- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « إِنَّ أَخْنَعَ اسْمٍ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ رَجُلٌ تَسَمَّى مَلِكَ الْأَمْلَاكِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭২৪. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী সা.) বলেছেন ঃ মহান ও সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে সর্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট সেই ব্যক্তি যে শাহেনশাহর মত 'মালিকুল আম্‌লাক' বা 'রাজাধিরাজ' নাম গ্রহণ করে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِيْ عَنْ مُخَاطَبَةِ الْفَاسِقِ وَالْمُتَبَدِّعِ وَنَحْوِهِمَا بِسَيِّدِيْ وَنَحْوِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ফাসিক ও বিদ্'আতী ব্যক্তিকে সাইয়্যেদ বা অনুরূপ সম্মানসূচক সম্বোধনে ডাকা নিষেধ।

١٧٢٥- عَنْ بُرَيْدَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَاتَقُوْلُوْا لِلْمُنَافِقِ سَيِّدٌ، فَإِنَّهُ إِنْ يَكُ سَيِّدًا، فَقَدْ أَسْخَطْتُمْ رَبَّكُمْ عَزَّ وَجَلَّ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭২৫. হযরত বুরায়দা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুনাফিককে 'সাইয়্যেদ' বলে সম্বোধন কর না। কেননা সে যদি সাইয়্যেদও হয় তবুও তাকে সাইয়্যেদ বলে তোমাদের মহান প্রভুকে অসন্তুষ্ট কর না। (আবু দাঊদ)

بَابُ كَرَاهَةِ سَبِّ الْحُمَّى

অনুচ্ছেদ ঃ জ্বরকে গালি দেয়া মাকরূহ।

١٧٢٦- عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ دَخَلَ عَلَى أُمِّ السَّائِبِ أَوْ أُمِّ الْمُسَيِّبِ فَقَالَ : « مَالَكِ يَا أُمَّ السَّائِبِ أَوْ يَا أُمَّ الْمُسَيِّبِ تُزَفْزِفِيْنَ ؟ » قَالَتْ : اَلْحُمَّى لَا بَارَكَ اللّٰهُ فِيْهَا ! فَقَالَ : « لَا تَسُبِّي الْحُمَّى، فَإِنَّهَا تُذْهِبُ خَطَايَا بَنِيْ آدَمَ، كَمَا يُذْهِبُ الْكِيْرُ خَبَثَ الْحَدِيْدِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭২৬. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মুস সায়িব অথবা উম্মুল মুসাইয়াবের কাছে গিয়ে বলল ঃ হে উম্মুল সায়িব অথবা হে উম্মুল মুসাইয়াব! তোমার কি হয়েছে? তুমি কাপছ কেন? সে বলল, জ্বর হয়েছে তাই। আল্লাহ যেন জ্বরের ভাল না করেন। তিনি বললেন ঃ "জ্বরকে গালি দিও না। কেননা, জ্বর আদম সন্তানের গুনাহসমুহ দূর করে দেয় যেমন কামারের হাপর লোহার ময়লা দূর করে দেয়"। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابَ النَّهِى عَنْ سَبِّ الرِّيْحِ وَبَيَانِ مَايُقَالُ عِنْدَ هُبُوْبِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ বাতাসকে গালি দেয়া নিষেধ। বায়ু প্রবাহের সময় যা বলতে হয়।

١٧٢٧- عَنْ أَبِى الْمُنْذِرِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَ تَسُبُّوْا الرِّيْحَ ، فَإِذَا رَأَيْتُمْ مَا تَكْرَهُوْنَ ، فَقُوْلُوْا : اَللّٰهُمَّ إِنَّا نَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ هَذِهِ الرِّيْحِ وَخَيْرِ مَا فِيْهَا وَخَيْرِ مَا أُمِرَتْ بِهِ ، وَنَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ الرِّيْحِ وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُمِرَتْ بِهِ » رَوَاهُ التِّرْمِذِىُّ.

১৭২৭. হযরত আবু মুনযির উবাই ইব্ন কা'ব (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা বাতাসকে গালি দিও না। যখন তোমরা বাতাসকে তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে দেখবে তখন বলবে ঃ হে আল্লাহ! আমরা এই বায়ু থেকে কল্যাণ চাই, এর মধ্যে যে কল্যাণ তা; এবং একে যে কল্যাণ সাধনের নির্দেশ দেয়া হয়েছে তাও আমরা চাই। আর আমরা এই বায়ুর অনিষ্ট থেকে তোমার আশ্রয় চাই। এর মধ্যে যে ক্ষতি নিহিত রয়েছে তা থেকে ; এবং একে যে ক্ষতি সাধনের জন্য হুকুম করা হয়েছে তা থেকে আশ্রয় চাই। (তিরমিযী)

١٧٢٨- وَعَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : الرِّيْحُ مِنْ رَوْحِ اللّٰهِ تَأْتِى بِالرَّحْمَةِ وَتَأْتِى بِالْعَذَابِ فَإِذَا رَأَيْتُمُوْهَا فَلاَ تَسُبُّوْهَا وَسَلُوْا اللّٰهِ خَيْرَهَا وَاسْتَعِيْذُوْا بِاللّٰهِ مِنْ شَرِّهَا » رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

১৭২৮. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ বাতাস আল্লাহর একটি রহমত। তা বখনও কল্যাণ ও অনুগ্রহ বয়ে নিয়ে আসে ঃ আবার কখনও শাস্তির কারণ হয়ে দেখা দেয়। অতএব, তোমরা বাতাস দেখলে গালি দিও না। বরং আল্লাহর কাছে তা থেকে কল্যাণ পাওয়ার জন্য প্রর্থনা কর এবং অনিষ্টতা থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহর আশ্রয় চাও। (আবূ দাউদ)

١٧٢٩- وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : كَانَ النَّبِىُّ ﷺ إِذَا عَصَفَتِ الرِّيْحُ قَالَ : « اَللّٰهُمَّ إِنِّى أَسْأَلُكَ خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيْهَا وَخَيْرَ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ وَأَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّهَا وَشَرِّ مَا فِيْهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭২৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রবল বেগে বায়ু প্রবাহিত হতে দেখতেন তখন এই বলে দু'আ করতেন। "হে আল্লাহ! আমি তোমার কাছে এই বাতাস থেকে কল্যাণ চাই; এর মধ্যে যে কল্যাণ নিহিত রয়েছে এবং যে কল্যাণ সহ এ বাতাস পাঠানো হয়েছে। তোমার কাছে আশ্রয় চাই এর ক্ষতি থেকে বাঁচার জন্য, এর মধ্যে যে ক্ষতি রয়েছে তা থেকে এবং যে ক্ষতি সহ পাঠানো হয়েছে তা থেকেও।" (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ سَبِّ الدِّيْكِ

অনুচ্ছেদ ঃ মোরগকে গালি দেওয়া মাকরূহ।

١٧٣٠– عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدِ الْجُهَنِيِّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَتَسُبُّوْا الدِّيْكَ ، فَإِنَّهُ يُوْقِظُ لِلصَّلاَةِ » رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭৩০. হযরত যায়িদ ইব্‌ন খালিদ আল-জুহানী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মোরগকে গালি দিও না। কেননা, মোরগ নামাযের জন্য ঘুম থেকে জাগিয়ে দেয়। (আবূ দাঊদ)

بَابُ النَّهِي عَنْ قَوْلِ الْإِنْسَانِ مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا

অনুচ্ছেদ ঃ 'অমুক তারকার কারণে বৃষ্টি হয়েছে' মানুষের এমন কথা বলা নিষেধ।

١٧٣١– عَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ صَلاَةَ الصُّبْحِ بِالْحُدَيْبِيَةِ فِيْ إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ الَّيْلِ فَلَمَّا انْصَرَفَ أَقْبَلَ عَلَى النَّاسِ فَقَالَ : هَلْ تَدْرُوْنَ مَاذَا قَالَ رَبُّكُمْ ؟ » قَالُوْا : اَللّٰهُ وَرَسُوْلُهُ أَعْلَمُ. قَالَ : قَالَ : أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِيْ مُؤْمِنٌ بِيْ ، وَكَافِرٌ فَأَمَّا مَنْ قَالَ مُطِرْنَا بِفَضْلِ اللّٰهِ وَرَحْمَتِهِ فَذَالِكَ مُؤْمِنٌ بِيْ كَافِرٌ بِالْكَوْكَبِ وَأَمَا مَنْ قَالَ : مُطِرْنَا بِنَوْءِ كَذَا وَكَذَا فَذَلِكَ كَافِرٌ بِيْ مُؤْمِنٌ بِالْكَوْكَبِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩১. হযরত যায়িদ ইব্‌ন খালিদ (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হুদাইবিয়া নামক স্থানে আমাদেরকে ফজরের নামায পড়ালেন। উক্ত রাতে বৃষ্টি হয়েছিল। নামায শেষ করে তিনি লোকদের দিকে ফিরে বললেন ঃ তোমরা কি জান তোমাদের প্রভু কি বলেছেন ? সবাই বলল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই সর্বাধিক অবগত। তিনি বললেন ঃ মহান আল্লাহ বলেছেন, আজ সকালে আমার বান্দাদের একাংশ আমার প্রতি ঈমান পোষণ করেছে আর এক অংশ কুফরী করেছে। যারা বলেছে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়ায়

www.BANGLAKITAB.com

আমাদের জন্য বৃষ্টি হয়েছে, তারা আমার প্রতি বিশ্বাসী, তারকার প্রতি অবিশ্বাসী। আর যারা বলেছে, অমুক তারকার প্রভাবে বৃষ্টি হয়েছে তারা আমার প্রতি অবিশ্বাসী, তারকার প্রতি বিশ্বাসী হয়েছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمُ قَوْلِهِ لِمُسْلِمٍ يَا كَافِرُ

অনুচ্ছেদঃ মুসলমানকে কাফির বলে সম্বোধন করা হারাম।

١٧٣٢– عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا قَالَ الرَّجُلُ لِأَخِيْهِ يَا كَافِرُ فَقَدْ بَاءَ بِهَا أَحَدُهُمَا فَإِنْ كَانَ كَمَا قَالَ وَإِلاَّ رَجَعَتْ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন মুসলমান তার অপর মুসলমান ভাইকে বলে, 'হে কাফির' তখন যে কোন একজনের উপর অবশ্যই কুফরী পতিত হবে। যাকে কাফির বলা হল সত্যিই যদি সে কাফির হয়ে থাকে তবে কোন কথা নেই। কিন্তু সে যদি তা না হয়ে থাকে তবে যে কাফির বলে সম্বোধন করলো তার ওপরই কুফরী পতিত হবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٣٣– وَعَنْ أَبِيْ ذَرٍّ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « مَنْ دَعَا رَجُلاً بِالْكُفْرِ أَوْ قَالَ عَدُوَّ اللّٰهِ وَلَيْسَ كَذٰلِكَ إِلاَّ حَارَ عَلَيْهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩৩. হযরত আবু যার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছেন ঃ কেউ যদি কাউকে কাফির বলে সম্বোধন করে অথবা আল্লাহর দুশমন বলে ডাকে অথচ সে তা নয়, তবে কাফির কথাটা কথকের দিকেই প্রত্যাবর্তন করবে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِيْ عَنِ الْفُحْشِ وَبِذَاءِ اللِّسَانِ

অনুচ্ছেদ ঃ অশ্লীল ও অশ্রাব্য কথা বলা নিষেধ।

١٧٣٤– عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَيْسَ الْمُؤْمِنُ بِالطَّعَّانِ وَلاَ اللَّعَّانِ وَلاَ الْفَاحِشِ وَلاَ الْبَذِيِّ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭৩৪. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানদার ব্যক্তি ঠাট্টা-বিদ্রূপকারী, ভৎর্সনাকারী, অভিসম্পাতকারী, অশ্লীলভাষী ও বদমেজাজী হতে পারে না। (তিরমিযী)

www.BANGLAKITAB.com

١٧٣٥- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا كَانَ الْفُحْشُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ شَانَهُ وَمَا كَانَ الْحَيَاءُ فِي شَيْءٍ إِلاَّ زَانَهُ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭৩৫. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অশ্লীলতা যে কোন জিনিসকে খারাপ করে দেয় এবং লজ্জাশীলতা কোন জিনিসকে সৌন্দর্যমন্ডিত করে। (তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهَةِ التَّقْعِيْرِ فِي الْكَلاَمِ

অনুচ্ছেদ ঃ আলাপ-আলোচনায় জটিল বাক্য ব্যবহার মাকরূহ।

١٧٣٦- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : « هَلَكَ الْمُتَنَطِّعُوْنَ » قَالَهَا ثَلاَثًا. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৩৬. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অতিশয়োক্তিকারীরা ধ্বংস হয়েছে। বাক্যটি তিনি তিনবার উচ্চারণ করেছেন। (মুসলিম)

١٧٣٧- وَعَنْ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ اللّٰهَ يُبْغِضُ الْبَلِيْغَ مِنَ الرِّجَالِ الَّذِيْ يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كَمَا تَتَخَلَّلُ الْبَقَرَةُ ». رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ ، وَالتِّرْمِذِيُّ.

১৭৩৭. হযরত আবদুল্লাহ ইব্ন আমর ইবনুল আস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ সব অতিশয়োক্তিকারীদের ঘৃণা করেন যারা ঘাস চর্বণরত গরুর ন্যায় নিজেদের জিহ্বা জড়িয়ে পেঁচিয়ে কথা বলে। (আবূ দাঊদ ও মুসলিম)

١٧٣٨- وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « إِنَّ مِنْ أَحَبِّكُمْ إِلَيَّ وَأَقْرَبِكُمْ مِنِّي مَجْلِسًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَحَاسِنَكُمْ أَخْلاَقًا وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدَكُمْ مِنِّي يَوْمَ الْقِيَامَةِ الثَّرْثَارُوْنَ وَالْمُتَشَدِّقُوْنَ وَالْمُتَفَيْهِقُوْنَ » رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭৩৮. হযরত জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি নৈতিক দিক দিয়ে সর্বোত্তম, সেই আমার কাছে সবচেয়ে প্রিয় এবং কিয়ামতের দিন সেই সর্বাপেক্ষা আমার নিকটতম হবে। আর

www.BANGLAKITAB.com

তোমাদের মধ্যে যে সকল লোক বাচাল, দুর্বোধ্য ভাষায় এবং অহংকারের সাথে কথা বলে তারা আমার কাছে সবচেয়ে বেশী ঘৃণিত এবং কিয়ামতের দিন তারা আমার কাছ থেকে অনেক দূরে থাকবে। (তিরমিযী)

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِهِ خَبُثَتْ نَفْسِي

অনুচ্ছেদ ঃ 'আমার আত্মা কুলষিত' এ ধরনের কথা বলা নিষেধ।

١٧٣٩- عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَ يَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ خَبُثَتْ نَفْسِي وَلٰكِنْ لِيَقُلْ : لَقِسَتْ نَفْسِي » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৩৯. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ তোমাদের কেউ যেন নিজের সম্পর্কে এ কথা না বলে, 'আমার আত্মা কূলষিত হয়ে গিয়েছে'। বরং এরকম বলতে পারে 'আমার আত্মা কঠিন হয়ে গিয়েছে'। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ تَسْمِيَةِ الْعِنَبِ كَرْمًا

অনুচ্ছেদ ঃ ইনাব'কে (আংগুর) 'কারম' বলা অপসন্দনীয়।

١٧٤٠- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لاَتُسَمُّوْا الْعِنَبَ الْكَرْمَ فَإِنَّ الْكَرْمَ الْمُسْلِمُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা 'ইনাব'কে (আংগুর) 'কারম' বল না। কেননা কেবলমাত্র মুসলমানই 'কারম' হতে পারে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٤١- وَعَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَتَقُوْلُوْا الْكَرْمُ وَلٰكِنْ قُوْلُوْا : الْعِنَبُ ، وَالْحَبَلَةُ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৪১. হযরত ওয়ায়েল ইব্ন হুজ্‌র (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আংগুর ফলকে 'কারম' বল না। বরং ইনাব (আঙ্গুর) ও হাবালা (আঙ্গুরের লতা-গুল্ম) বল। (মুসলিম)

بَابُ النَّهِي عَنْ وَصْفِ مَحَاسِنِ الْمَرْأَةِ لِرَجُلٍ لاَ يَحْتَاجُ إِلَى ذَلِكَ لِغَرْضٍ شَرْعِيٍّ كَنِكَاحِهَا وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ পুরুষের সামনে মেয়েদের শারীরিক সৌন্দর্য বর্ণনা করা নিষেধ। কোন শরীয়ত সম্মত কারণ বা প্রয়োজন ছাড়া পুরুষ লোকদের সামনে কোন নারীর শারীরিক সৌন্দর্যের বর্ণনা দেয়া নিষেধ। তবে বিয়ে-শাদী বা এ জাতীয় কোন প্রয়োজনে শারীরিক গঠন প্রকৃতির বর্ণনা দেয়া যায়।

www.BANGLAKITAB.com

١٧٤٢- عَنِ ابْنِ مَسْعُوْدٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «لاَتُبَاشِرِ الْمَرْأَةُ الْمَرْأَةَ فَتَصِفَهَا لِزَوْجِهَا كَأَنَّهُ يَنْظُرُ إِلَيْهَا» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪২. হযরত আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন নারী যেন তার অনাবৃত শরীর অন্য কোন নারীর অনাবৃত শরীরের সাথে না লাগায়। এবং সে যেন তার শারীরিক সৌন্দর্য নিজের স্বামীর সামনে এরূপভাবে বর্ণণা না করে যেন সে তাকে দেখছে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ الْإِنْسَانِ اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ إِنْ شِئْتَ بَلْ يَجْزِمُ بِالطَّلَبِ

অনুচ্ছেদ ঃ হে আল্লাহ! তুমি চাইলে আমাকে ক্ষমা কর, এভাবে দু'আ করা মাকরূহ। বরং ঐকান্তিক নিয়ে চাওয়ার মধ্যে পাওয়ার আশা থাকতে হবে।

١٧٤٣- عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُـــوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : «لاَيَقُوْلَنَّ أَحَدُكُمْ : اَللّٰهُمَّ اغْفِرْلِيْ إِنْ شِئْتَ : اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ إِنْ شِئْتَ ، لِيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ ، فَإِنَّهُ لاَ مُكْرِهَ لَهُ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

وَفِيْ رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ : «وَلٰكِنْ لِيَعْزِمْ ، وَلْيُعْظِمِ الرَّغْبَةَ فَإِنَّ اللّٰهَ تَعَالَى لاَ يَتَعَاظَمُهُ شَيْءٌ أَعْطَاهُ.

১৭৪৩. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যেন একথা বলে দু'আ না করে, "হে আল্লাহ, তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে ক্ষমা কর! হে আল্লাহ! তুমি ইচছা করলে আমার প্রতি রহম কর বরং দৃঢ়তা সহকারে দু'আ করবে। কেননা তাঁর ওপর কারো জোর বা প্রভাব খাটে না। (বুখারী ও মুসলিম)

মুসলিমের অন্য বর্ণণায় আছে ঃ পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও আগ্রহ সহকারে এবং দৃঢ় মনোবল নিয়ে দু'আ করতে হবে। কেননা আল্লাহ বান্দাকে যা দেন তা তার কাছে বিরাট কিছু নয়।

١٧٤٤- وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : «إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِمِ الْمَسْأَلَةَ وَلاَ يَقُوْلَنَّ : اَللّٰهُمَّ إِنْ شِئْتَ فَأَعْطِنِيْ فَإِنَّهُ لاَمُسْتَكْرِهَ لَهُ» مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেউ দু'আ করবে তখন পরিপূর্ণ বিশ্বাস ও দৃঢ়তা সহকারে দু'আ করবে। কেউ যেন এরূপ না বলে, হে আল্লাহ ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে দাও। কেননা আল্লাহর উপর কারো জোর বা প্রভাব খাটে না বা কাউকে কিছু দেয়া তাঁর জন্য বাধ্যতামূলক নয়। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ كَرَاهَةِ قَوْلِ مَاشَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ

অনুচ্ছেদ ঃ আল্লাহর ইচ্ছার সাথে অন্য ইচ্ছা মিলানো ঠিক নয়।

١٧٤٥– عَنْ حُذَيْفَةَ بْنِ الْيَمَانِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : «لاَتَقُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ وَشَاءَ فُلاَنٌ ، وَلَكِنْ قُوْلُوْا مَا شَاءَ اللّٰهُ ثُمَّ شَاءَ فُلاَنٌ» رَوَاهُ أَبُوْ دَاوُدَ.

১৭৪৫. হযরত হুযাইফা ইবনুল ইয়ামান (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কোন কথা এভাবে বল না যে আল্লাহ যা চান এবং অমুক যা চান সেভাবেই হবে। বরং এভাবে বল, আল্লাহর ইচ্ছা অতঃপর অমুকের ইচছা। (আবূ দাঊদ)

بَابُ كَرَاهَةِ الْحَدِيْثِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ

অনুচ্ছেদ ঃ এশার নামায আদায়ের পরেও কথা বলা মাকরূহ।

وَالْمُرَادُ بِهِ الْحَدِيْثُ الَّذِىْ يَكُوْنُ مُبَاحًا فِىْ غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ ، وَفِعْلُهُ وَتَرْكُهُ سَوَاءٌ ، فَأَمَّا الْحَدِيْثُ الْمُحَرَّمُ أَوِ الْمَكْرُوْهُ فِىْ غَيْرِ هَذَا الْوَقْتِ ، فَهُوَ فِىْ هَذَا الْوَقْتِ أَشَدُّ تَحْرِيْمًا وَكَرَاهَةً. وَأَمَّا الْحَدِيْثُ فِى الْخَيْرِ كَمُذَاكَرَةِ الْعِلْمِ وَحِكَايَاتِ الصَّالِحِيْنَ ، وَمَكَارِمِ الْأَخْلاَقِ ، وَالْحَدِيْثُ مَعَ الضَّيْفِ ، وَمَا طَالِبِ حَاجَةٍ وَنَحْوَ ذَلِكَ فَلاَ كَرَاهَةَ فِيْهِ ، بَلْ هُوَ مُسْتَحَبٌّ ، وَكَذَا الْحَدِيْثُ لِعُذْرٍ وَعَارِضٍ لاَ كَرَاهَةَ فِيْهِ ، وَقَدْ تَظَاهَرَتِ الْأَحَادِيْثُ الصَّحِيْحَةُ عَلَى كُلِّ مَا ذَكَرْتُهُ.

ইমাম নববী (র) বলেন ঃ এর অর্থ হল যে সব সাধারণ কথাবার্তা অন্যান্য সময়ও জায়েয এবং যেসব কথাবর্তা বলা বা না বলা উভয়ই সমান, এমন সব বাক্যালাপ এশার নামাযের পর অপসন্দনীয়। আর যে সব কথা অন্যান্য সময়ে বলা বা আলোচনা করা হারাম বা মাকরূহ, এশার পর বলা তা আরো কঠোরভাবে হারাম বা মাকরূহ। কিন্তু কল্যাণকর কথা বলা মাকরূহ নয় বরং যেমন ঃ ইসলামী বিষয়ে আলোচনা ,মনীষীদের জীবন কথা আলোচনা করা, উন্নত নৈতিক বিষয়ের আলোচনা ও শিক্ষাদান, অতিথির সাথে বাক্যলাপ, কোন প্রয়োজনে আসা ব্যক্তির সাথে কথাবার্তা এবং এধরনের অন্যান্য বিষয়াদি। অনুরূপভাবে কোন প্রয়োজনীয় কথাবার্তা বলা বা বিপদে পড়ে কথা বলা মাকরূহ নয়। উল্লেখিত বিষয়গুলোর সমর্থনে অনেক সহীহ হাদীস রয়েছে।

www.BANGLAKITAB.com

١٧٤٦– عَنْ أَبِي بَرْزَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ كَانَ يَكْرَهُ النَّوْمَ قَبْلَ الْعِشَاءِ وَالْحَدِيْثَ بَعْدَهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪৬. হযরত আবু বুরদা (রা.) থেকে বর্ণিত। (তিনি বলেছেন ঃ) রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এশার নামাযের পূর্বে ঘুমানো এবং পরে কথা বলা অপসন্দ করতেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٤٧– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ صَلَّى الْعِشَاءَ فِيْ آخِرِ حَيَاتِهِ فَلَمَّا سَلَّمَ قَالَ : « أَرَأَيْتَكُمْ لَيْلَتَكُمْ هٰذِهِ ؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَنَةٍ لَا يَبْقَى مِمَّنْ هُوَ عَلَى ظَهْرِ الْأَرْضِ الْيَوْمَ أَحَدٌ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪৭. হযরত আবদুল্লাহ ইবন উমর (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর জীবনের শেষ দিকে একবার আমাদের এশার নামায পড়ালেন। সালাম ফিরানোর পর তিনি বললেন ঃ "আজকের এ রাত সম্পর্কে তোমাদের কি কিছু জানা আছে? যারা আজকে পৃথিবীতে জীবিত আছে একশ' বছর পর তাদের কেউ আর অবশিষ্ট (জীবিত) থাকবে না"। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٤٨– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّهُمْ انْتَظَرُوْا النَّبِيَّ ﷺ فَجَاءَهُمْ قَرِيْبًا مِنْ شَطْرِ اللَّيْلِ فَصَلَّى بِهِمْ يَعْنِي الْعِشَاءَ ، قَالَ : ثُمَّ خَطَبَنَا فَقَالَ : « أَلَا إِنَّ النَّاسَ قَدْ صَلُّوْا ثُمَّ رَقَدُوْا وَإِنَّكُمْ لَنْ تَزَالُوْا فِيْ صَلَاةٍ مَا انْتَظَرْتُمُ الصَّلَاةَ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৭৪৮. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। একবার তাঁরা (সাহাবীগণ) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য অপেক্ষা করলেন। তিনি প্রায় অর্ধ রাতের সময় আসলেন এবং অতঃপর তাঁদের সাথে এশার নামায পড়লেন। হযরত আনাস (রা.) বর্ণনা করেছেন ঃ অতঃপর তিনি আমাদের সামনে বক্তৃতা করলেন। তিনি বললেন ঃ "জেনে রাখ, অনেক লোক নামায পড়ে ঘুমিয়ে পড়েছে, কিন্তু তোমরা যতক্ষণ নামাযের জন্য অপেক্ষা করেছ, ততক্ষণ নামাযের মধ্যেই ছিলে"। (বুখারী ও মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ تَحْرِيمِ امْتِنَاعِ الْمَرْأَةِ مِنْ فِرَاشِ زَوْجِهَا إِذَا دَعَاهَا وَلَمْ يَكُنْ لَهَا عُذْرٌ شَرْعِيٌّ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামী স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে শরী'য়াত সম্মত কারণ ছাড়া স্ত্রীর বিছানায় আসতে অস্বীকার করা হারাম।

١٧٤٩– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ غَضْبَانَ عَلَيْهَا لَعَنَتْهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৪৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামী তার স্ত্রীকে বিছানায় ডাকলে স্ত্রী যদি তা অস্বীকার করে আর এ কারণে স্বামী যদি তার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে রাত্রি যাপন করে, তাহলে সকাল পর্যন্ত ফিরিশ্‌তারা তাকে অভিশাপ দিতে থাকে। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيمِ صَوْمِ الْمَرْأَةِ وَزَوْجُهَا حَاضِرٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা নিষেধ।

١٧٥٠– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « لاَيَحِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُوْمَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلاَّ بِإِذْنِهِ وَلاَ تَأْذَنَ فِي بَيْتِهِ إِلاَّ بِإِذْنِهِ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৫০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ স্বামীর উপস্থিতিতে তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রীর জন্য নফল রোযা রাখা হালাল নয়। তার অনুমতি ছাড়া স্ত্রী অন্য লোককে তার ঘরে আসার অনুমতি দিতে পারবে না। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيمِ رَفْعِ الْمَأْمُوْمِ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوْعِ أَوْ السُّجُوْدِ قَبْلَ الْإِمَامِ

অনুচ্ছেদ ঃ ইমামের আগে মুক্তাদীর রুকু-সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠানো নিষেধ।

١٧٥١– عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ : أَمَا يَخْشَى أَحَدُكُمْ إِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ قَبْلَ الْإِمَامِ أَنْ يَجْعَلَ اللّٰهُ رَأْسَهُ رَأْسَ حِمَارٍ ! أَوْ يَجْعَلَ اللّٰهُ صُوْرَتَهُ صُوْرَةَ حِمَارٍ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭৫১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেউ যখন ইমামের পূর্বে রুকু ও সিজ্‌দা থেকে মাথা উঠাবে তখন কি এ ভয় করে না যে, আল্লাহ তার মাথা গাধার মাথার ন্যায় করে দেবেন অথবা তার আকৃতি গাধার ন্যায় করে দেবেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ وَضْعِ الْيَدِ عَلَى الْخَاصِرَةِ فِيْ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখা মাকরূহ।

١٧٥٢– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نُهِيْ عَنِ الْخَصْرِ فِيْ الصَّلَاةِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৫২. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নামাযের মধ্যে কোমরে হাত রাখতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ الصَّلَاةِ بِحَضْرَةِ الطَّعَامِ وَنَفْسُهُ تَتَوَقُّ إِلَيْهِ أَوْ مَعَ مُدَافَعَةِ الْأَخْبَثَيْنِ وَهُمَا الْبَوْلُ وَالْغَائِطُ

অনুচ্ছেদ ঃ খাবার হাযির হলে এবং খাবারের প্রতি আগ্রহ থাকলে কিংবা আকর্ষণ অনুভব করলে, তখন খাবার রেখে নামায পড়া মাকরূহ। অনুরূপভাবে পেশাব পায়খানার বেগ চেপে রেখে নামায পড়া মাকরূহ।

١٧٥٣– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَا صَلَاةَ بِحَضْرَةِ طَعَامٍ وَلَا هُوَ يُدَافِعُهُ الْأَخْبَثَانِ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৫৩. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি। তিনি বলেছেন ঃ "খাবার হাযির হলে তা রেখে নামায পড়বে না। অনুরূপভাবে দুই খবসের অর্থাৎ পেশাব পায়খানার বেগ চেপে নামায পড়বে না"। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ رَفْعِ الْبَصَرِ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ الصَّلَاةِ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত অবস্থায় আকাশের দিকে তাকানো নিষেধ।

١٧٥٤– عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَرْفَعُوْنَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ فِيْ صَلَاتِهِمْ ! فَاشْتَدَّ قَوْلُهُ فِيْ ذَلِكَ حَتَّى قَالَ : « لَيَنْتَهُنَّ عَنْ ذَلِكَ ، أَوْ لَتُخْطَفَنَّ أَبْصَارُهُمْ ! » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

www.BANGLAKITAB.com

১৭৫৪. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকদের কি হল যে তারা নামাযের মধ্যে আকাশের দিকে তাকায় ? হযরত আনাস (রা.) বলেন, তিনি এ ব্যাপারে আরো কঠোরভাবে কথাটি বললেন। এমনকি তিনি বললেন ঃ "লোকেরা যেন অবশ্যই এরূপ কাজ থেকে বিরত থাকে। অন্যথায় তাদের দৃষ্টি শক্তিকে ছিনিয়ে নেয়া হতে পারে"। (বুখারী)

بَابُ كَرَاهَةِ الْإِلْتِفَاتِ فِيْ الصَّلَاةِ لِغَيْرِ عُذْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ বিনা প্রয়োজনে নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো মাকরূহ।

١٧٥٥– عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا قَالَتْ : سَأَلْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْالْتِفَاتِ فِيْ الصَّلَاةِ فَقَالَ : « هُوَ اخْتِلَاسٌ يَخْتَلِسُهُ الشَّيْطَانُ مِنْ صَلَاةِ الْعَبْدِ » رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

১৭৫৫. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এটা শয়তানের একঠি ছোবল। সে বান্দার নামায থেকে এভাবে ছোবল মেরে কিছু অপহরণ করে"। (বুখরী)

١٧٥٦– وَعَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ لِيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « إِيَّاكَ وَالْالْتِفَاتَ فِيْ الصَّلَاةِ ؛ فَإِنَّ الْإِلْتِفَاتَ فِيْ الصَّلَاةِ هَلَكَةٌ فَإِنْ كَانَ لَا بُدَّ فَفِيْ التَّطَوُّعِ لَا فِيْ الْفَرِيْضَةِ ». رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

১৭৫৬. হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেনঃ নামাযরত অবস্থায় এদিক সেদিক তাকানো থেকে বিরত থাক। কেননা নামাযের মধ্যে এদিক সেদিক তাকানো একটি বিপর্যয়। যদি ডানে বামে তাকানো ছাড়া উপায় না থাকে তবে নফল নামাযে তা কর, কিন্তু ফরয নামাযে এরূপ করা যাবে না। (ইমাম তিরমিযী)

بَابُ النَّهْيِ عَنِ الصَّلَاةِ إِلَى الْقُبُوْرِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের দিকে করে মুখ করে নামায পড়া নিষেধ।

١٧٥٧– عَنْ أَبِيْ مَرْثَدٍ كُنَّازِ بْنِ الْحُصَيْنِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ : « لَا تُصَلُّوْا إِلَى الْقُبُوْرِ وَلَا تَجْلِسُوْا عَلَيْهَا » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৫৭. হযরত আবু মারসাদ কুন্নায ইব্‌ন হুসাইন (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ "তোমরা কবরের দিকে মুখ করে নামায পড়বে না এবং কবরের উপর বসবেও না"। (মুসলিম)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ تَحْرِيْمِ الْمُرُوْرِ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّىْ

অনুচ্ছেদ ঃ নামাযরত ব্যক্তির সামনে দিয়ে যাতায়াত নিষেধ।

١٧٥٨– عَنْ أَبِىْ الْجُهَيْمِ عَبْدِ اللّٰهِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ الصِّمَّةِ الْأَنْصَارِىِّ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لَوْ يَعْلَمُ الْمَارُّ بَيْنَ يَدَى الْمُصَلِّى مَاذَا عَلَيْهِ لَكَانَ أَنْ يَقِفَ أَرْبَعِيْنَ خَيْرًا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَّ بَيْنَ يَدَيْهِ » قَالَ الرَّاوِىُّ : لاَ أَدْرِىْ قَالَ أَرْبَعِيْنَ يَوْمًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ شَهْرًا أَوْ أَرْبَعِيْنَ سَنَةً. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৫৮. হযরত আবুল জুহাইম আবাদুল্লাহ ইব্‌ন হারিস ইব্‌ন সিমাহ আনসারী (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নামাযের সামনে দিয়ে যাতায়াতকারী যদি জানত এতে কি পরিমাণ গুনাহ হয়; তবে সে নামাযীর সামনে দিয়ে যাতায়াত করা অপেক্ষা চল্লিশ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকাকে কল্যাণকর মনে করত। বর্ণনাকারী বলেনঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কি চল্লিশ দিন, না চল্লিশ মাস, না চল্লিশ বছরের কথা বলেছেন তা আমার মনে নেই। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ شُرُوْعِ الْمَأْمُوْمِ فِىْ نَافِلَةٍ بَعْدَ شُرُوْعِ الْمُؤَذِّنِ فِىْ إِقَامَةِ الصَّلاَةِ سَوَاءٌ كَانَتِ النَّافِلَةُ سُنَّةَ تِلْكَ الصَّلاَةِ أَوْ غَيْرِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ মুয়ায্‌যিন যখন ফরয নামাযের জামাতের জন্য ইকামত দেয় তখন মুক্তাদীদের জন্য সুন্নাত অথবা নফল নামায পড়া মাকরূহ।

١٧٥٩- عَنْ أَبِىْ هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِىِّ ﷺ قَالَ : « إِذَا أُقِيْمَتِ الصَّلاَةُ فَلاَ صَلاَةَ إِلاَّ الْمَكْتُوْبَةَ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৫৯. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন নামাযের ইকামত বা তাক্‌বীর দেয়া হয়; তখন ফরয নামায ছাড়া অন্য কোন নামায পড়া যাবে না। (মুসলিম)

بَابُ كَرَاهَةِ تَخْصِيْصِ يَوْمِ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ أَوْ لَيْلَةٍ بِصَلاَةٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِى

অনুচ্ছেদ ঃ শুধুমাত্র জুমু'আর দিনকে রোযার এবং জুমু'আর রাতকে নফল নামাযের জন্য নির্দিষ্ট করে নেয়া মাকরূহ।

www.BANGLAKITAB.com

١٧٦٠- عَنْ أَبِى هُرَيْرَةَ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ : « لاَتَخُصُّوْا لَيْلَةَ الْجُمُعَةِ بِقِيَامٍ مِنْ بَيْنِ اللَّيَالِىْ ، وَلاَ تَخُصُّوْا يَوْمَ الْجُمُعَةِ بِصِيَامٍ مِنْ بَيْنِ الْأَيَّامِ إِلاَّ أَنْ يَكُوْنَ فِى صَوْمٍ يَصُوْمُهُ أَحَدُكُمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬০. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি বলেছেন ঃ রাতসমুহের মধ্যে শুধুমাত্র জুমু'আর রাতকে নফল ইবাদতের জন্য নির্দিষ্ট করো না। আবার দিনসমুহের মধ্য থেকে শুধুমাত্র জুমু'আর দিনকে নফল রোযার জন্য নির্দিষ্ট করো না। তবে তোমাদের কারো রোযা অভ্যাসবশতঃ যদি জুমু'আর দিনে পড়ে যায় তাহলে ভিন্নকথা। (মুসলিম)

١٧٦١- وَعَنْهُ قَالَ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ يَقُوْلُ « لاَ يَصُوْمَنَّ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلاَّ يَوْمًا قَبْلَهُ أَوْ بَعْدَهُ » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৬১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমাদের মধ্যে কেউ যেন শুধু জুমু'আর দিন রোযা না রাখে। বরং তার আগে অথবা পরের একদিন মিলিয়ে রোযা রাখবে। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٢- وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ جَابِرًا رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهُ : أَنَهَى النَّبِىُّ ﷺ عَنْ صَوْمِ الْجُمُعَةِ ؟ قَالَ : نَعَمْ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৬২. হযরত মুহাম্মদ ইব্‌ন আব্বাদ (র.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ আমি জাবির (রা.)-কে এ মর্মে জিজ্ঞেস করলাম, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি শুধু জুমু'আর দিন রোযা রাখতে নিষেধ করেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٣- وَعَنْ أُمِّ الْمُؤْمِنِيْنَ جُوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ رَضِىَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِىَّ ﷺ دَخَلَ عَلَيْهَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَهِىَ صَائِمَةٌ ، فَقَالَ : « أَصُمْتِ أَمْسِ؟ » قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : « تُرِيْدِيْنَ أَنْ تَصُوْمِى غَدًا ؟ » قَالَتْ : لاَ ، قَالَ : « فَأَفْطِرِى » رَوَاهُ الْبُخَارِىُّ.

১৭৬৩. হযরত উম্মুল মু'মিনীন জুয়াইরিয়া বিনতে হারিস (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ এক জুমু'আর দিন নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কাছে এলেন। সে দিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। নবী (স.) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কি গতকাল রোযা রেখেছিলে? জুয়াইরিয়া (রা.) বললেন, না। তিনি বললেন ঃ তাহলে আজকের রোযা ভংগ কর। (বুখারী)

www.BANGLAKITAB.com

بَابُ تَحْرِيْمِ الْوِصَالِ فِيْ الصَّوْمِ

অনুচ্ছেদ ঃ 'সাওমে বিসাল'–উপর্যুপরি রোযা রাখা নিষেধ।

١٧٦٤– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ وَعَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ نَهَى عَنِ الْوِصَالِ. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৬৪. হযরত আবু হুরায়রা ও আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তাঁরা বলেছেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাউকে সাওমে বিসাল (উপর্যুপরি রোযা) করতে নিষেধ করেছেন। (বুখারী ও মুসলিম)

١٧٦٥– وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمَا قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ عَنِ الْوِصَالِ . قَالُوْا : إِنَّكَ تُوَاصِلُ ؟ قَالَ : « إِنِّيْ لَسْتُ مِثْلَكُمْ إِنِّيْ أُطْعَمُ وَأُسْقَى » مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ.

১৭৬৫. হযরত ইব্‌ন উমার (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাওমে বিসাল বা পানাহার না করে উপর্যুপরি কয়েকদিন রোযা করতে নিষেধ করেছেন। সাহাবাগণ (রা.) বললেন ঃ আপনি 'সাওমে বিসাল' করেন? তিনি বলেনঃ আমি তোমাদের মত নই। আমাকে পানাহার করানো হয়। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الْجُلُوْسِ عَلَى قَبْرٍ

অনুচ্ছেদ ঃ কবরের উপর বসা হারাম।

١٧٦٦– عَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ ثِيَابَهُ فَتَخْلُصَ إِلَى جِلْدِهِ خَيْرٌ لَهُ مِنْ أَنْ يَجْلِسَ عَلَى قَبْرٍ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬৬. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি কোন লোক জ্বলন্ত অঙ্গারের উপর বসে এবং তাতে তার কাপড় পুড়ে চামড়ায়ও লেগে যায় (চামড়াও পুড়ে যায়); তবুও তা তার জন্য কবরের ওপর বসার চেয়ে উত্তম। (মুসলিম)

بَابُ النَّهْيِ عَنْ تَجْصِيْصِ الْقَبْرِ وَالْبِنَاءِ عَلَيْهِ

অনুচ্ছেদ ঃ কবর পাকা করা ও গম্বুজ নির্মাণ নিষেধ।

١٧٦٧– عَنْ جَابِرٍ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ : نَهَى رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ أَنْ يُجَصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُقْعَدَ عَلَيْهِ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

www.BANGLAKITAB.com

১৭৬৭. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কবর পাকা করা, কবরের উপর বসা এবং এর উপর কোন রকম নির্মাণ কাজ করতে নিষেধ করেছেন। (মুসলিম)

بَابُ تَغْلِيْظِ تَحْرِيْمِ إِبَاقِ الْعَبْدِ مِنْ سَيِّدِهِ

অনুচ্ছেদ ঃ ক্রীতদাসের তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে যাওয়া নিষিদ্ধ।

١٧٦٨– عَنْ جَرِيْرِ بْنِ عَبْدِ اللّٰهِ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَيُّمَا عَبْدٍ أَبَقَ فَقَدْ بَرِئَتْ مِنْهُ الذِّمَّةُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬৮. হযরত জাবির (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ক্রীতদাস তার মনিবের নিকট থেকে পালিয়ে গেল, তার ব্যাপারে ইসলামের যিম্মাদারীও শেষ হয়ে গেল। (মুসলিম)

١٧٦٩– وَعَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ : « إِذَا أَبَقَ الْعَبْدُ لَمْ تُقْبَلْ لَهُ صَلَاةٌ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৬৯. হযরত জাবির (রা.) নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণনা করেছেন। তিনি (নবী স.) বলেছেন ঃ গোলাম যখন পলায়ন করে তখন তার নামায কবুল হয় না। (মুসলিম)

بَابُ تَحْرِيْمِ الشَّفَاعَةِ فِي الْحُدُوْدِ

অনুচ্ছেদ ঃ দণ্ড কার্যকর না করার সুপারিশ করা হারাম।

মহান আল্লাহর বাণী ঃ

اَلزَّانِيَةُ وَالزَّانِيْ فَاجْلِدُوْا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَّلَا تَأْخُذْكُمْ بِهِمَا رَأْفَةٌ فِيْ دِيْنِ اللّٰهِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَالْيَوْمِ الْاٰخِرِ (النور : ٢)

"যিনাকারী ও যিনাকারিণী উভয়কে একশ' ঘা করে বেত্রদণ্ড দাও। আল্লাহ্‌র দীনের ব্যাপারে তাদের প্রতি যেন তোমাদের মনে দয়া অনুকম্পা না জাগে যদি তোমরা আল্লাহ্ ও শেষ দিনের প্রতি ঈমান রাখ। মু'মিনদের একটি দল যেন তাদের উভয়ের শাস্তি কার্যকর করা প্রত্যক্ষ করে"। (সূরা নূর ঃ ২)।

١٧٧٠– وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهَا أَنَّ قُرَيْشًا أَهَمَّهُمْ شَأْنُ الْمَرْأَةِ الْمَخْزُوْمِيَّةِ الَّتِيْ سَرَقَتْ فَقَالُوْا : مَنْ يُكَلِّمُ فِيْهَا رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ ؟ فَقَالُوْا : وَمَنْ يَجْتَرِئُ عَلَيْهِ إِلَّا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ حِبُّ رَسُوْلِ اللّٰهِ ﷺ ، فَكَلَّمَهُ أُسَامَةُ فَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ ﷺ : « أَتَشْفَعُ فِيْ حَدٍّ مِنْ حُدُوْدِ اللّٰهِ تَعَالَى ؟ » ثُمَّ قَامَ

www.BANGLAKITAB.com

فَاخْتَطَبَ ثُمَّ قَالَ : « إِنَّمَا أَهْلَكَ الَّذِيْنَ قَبْلَكُمْ أَنَّهُمْ كَانُوْا إِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الشَّرِيْفُ تَرَكُوْهُ وَإِذَا سَرَقَ فِيْهِمُ الضَّعِيْفُ أَقَامُوْا عَلَيْهِ الحَدَّ ، وَايْمُ اللهِ لَوْ أَنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطَعْتُ يَدَهَا » . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ .

১৭৭০. হযরত আয়েশা (রা.) থেকে বর্ণিত। তিনি বলেছেন ঃ মাখযুমী বংশের যে মহিলাটি চুরি করেছিল তার ব্যাপারটা কুরাইশদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে দাঁড়াল। তারা বলাবলি করছিল ব্যাপারটি নিয়ে কে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে আলাপ করতে পারে? তারা বলল, উসামা ইব্ন যায়িদ (রা.) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রিয়পাত্র। তিনি ছাড়া এ কাজ করার মত সাহস কেউ পাবে না। হযরত উসামা (রা.) তাঁর সাথে কথা বললে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি কি মহান আল্লাহর নির্ধারিত শাস্তি (হদ্দ) কার্যকর করার বিরুদ্ধে সুপারিশ করছ? তারপর তিনি উঠে দাঁড়ালেন, বক্তৃতা করলেন এবং বললেন ঃ "তোমাদের পূর্ববর্তীগণ এজন্যই ধ্বংস হয়েছে যে, তাদের মধ্যে কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি চুরি করলে তাকে ছেড়ে দিত। আর কোন দুর্বল ব্যক্তি চুরি করলে তাকে শাস্তি দিত। আল্লাহ্‌র শপথ! যদি মুহাম্মদের কন্যা ফাতিমাও চুরি করত তাহলে তার হাতও কেটে দিতাম"। (বুখারী ও মুসলিম)

بَابُ النَّهِي عَنِ التَّغَوُّطِ فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ وَظِلِّهِمْ وَمَوَارِدِ الْمَاءِ وَنَحْوِهَا

অনুচ্ছেদ ঃ সর্বসাধারণের যাতায়াতের রাস্তায়, গাছের ছায়ায় এবং পানির ঘাট ইত্যাদিতে পায়খানা করা নিষেধ।

মহান আল্লাহ্‌র বাণী ঃ

وَالَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوْا فَقَدِ احْتَمَلُوْا بُهْتَانًا وَّإِثْمًا مُّبِيْنًا (الأحزاب : ٥٨)

"যারা ঈমানদার নারী পুরুষকে বিনা অপরাধে কষ্ট দেয়, তারা একটা অতি বড় মিথ্যা দোষ ও সুস্পষ্ট গুনাহের বোঝা নিজেদের মাথায় চাপিয়ে নিয়েছে"। (সূরা আহ্‌যাব ঃ ৫৮)

١٧٧١– وَعَنْ أَبِيْ هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُوْلَ اللّٰهِ ﷺ قَالَ : « اتَّقُوْا اللَّاعِنَيْنِ » قَالُوْا وَمَا اللَّاعِنَانِ ؟ قَالَ : « الَّذِيْ يَتَخَلَّى فِيْ طَرِيْقِ النَّاسِ أَوْ فِيْ ظِلِّهِمْ » رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

১৭৭১. হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন। দু'টি অভিশাপ আনয়নকারী জিনিস থেকে দূরে থাক। সাহাবাগণ (রা.) জিজ্ঞেস করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! অভিশাপ আনয়নকারী দু'টি জিনিস কি? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি লোকদের যাতায়াতপথে অথবা (রাস্তা) গাছের ছায়ায় পায়খানা করে। (মুসলিম)